কনকাঞ্জলি।

"কাব্যকুসুমাঞ্জলি"-রচয়িত্রী-
প্রণীত।

শ্রীতারাকুমার কবিরত্ন কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।

দ্বিতীয় সংস্করণ।

কলিকাতা।

২৫ নং পটলডাঙ্গা ষ্ট্রীট্, জয়ন্তী-প্রেসে
কে, পি, চক্রবর্ত্তীর দ্বারা মুদ্রিত।

সন ১৩১১ সাল।

মূল্য ১৲ টাকা।] [ডাকমাশুল /১০ আনা।

উৎসর্গ।

"নম্যাহং ন প্রণশ্যামি
স চ মে ন প্রণশ্যতি।"

নিশার আঁধার কাটি
যখন তপন জাগে,
মলিন বসুধাখানি
হাসায় কাঞ্চন-রাগে।
আকাশ, সমুদ্র, গিরি,
সবি সে সুবর্ণময়,
শ্মশানের ছাই ভস্ম,
তাও যে গো সোণা হয়!
তেমনি আঁধার বুকে
তোমার অমৃত নাম,
অনন্ত-আরাম-মাখা,
আনন্দ-আলোক-ধাম।

পরশমণির মত
ও পরশ সুধাময়,
দগ্ধ হৃদয়ের ছাই
তোমা ছুঁলে সোণা হয়।
জ্বলন্ত অঙ্গারগুলা
এনেছিনু "দিব" বলি,
ও চরণে দিতে, এ কি!—
হইল "কনকাঞ্জলি"!
আমি কি করিব প্রভো!
কি দোষ আমার তায়?
তোমার বাতাসে, ছাই—
কেন সোণা হ'য়ে যায়?

শ্রীশ্রীতারা-মা—সর্ব্বমঙ্গলা।

এই পুস্তকখানির প্রথম এডিসন্ "হেয়ার প্রাইজ্ ফণ্ড" নামক সমিতির ব্যয়ে মুদ্রিত হয়। বঙ্গবাসীর গৃহদেবতাস্বরূপ স্বর্গীয় ৺ ডেভিড্ হেয়ার সাহেবের স্মরণার্থে এই সমিতির প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। বঙ্গ-ভাষায় যে পুস্তক স্ত্রীশিক্ষার জন্য বিশেষ উপযোগী বলিয়া বিবেচিত হয়, এই সমিতি তাহা নিজ ব্যয়ে মুদ্রিত করিয়া থাকেন। যিনি ইউরোপীয় হইয়াও প্রকৃত ব্রহ্মর্ষির হৃদয় লইয়া এ দেশে পদার্পণ করিয়াছিলেন, যিনি এ দেশের নরনারীগণের সর্ব্বাঙ্গীণ-কল্যাণ-সাধনায় ধন, প্রাণ, আত্মা সকলি উৎসর্গ করিয়াছিলেন, ব্রাহ্মণসন্তানেরা যাঁহার শব-দেহ স্কন্ধে বহন করিয়া আপনাদিগকে কৃতার্থ বোধ করিয়াছিলেন, অদ্যাপি যাঁহার নাম করিলে অশীতিবর্ষীয়া হিন্দুমহিলাকেও অশ্রুমোচন করিতে দেখিয়াছি, সেই পুণ্যশ্লোক হেয়ার সাহেবের প্রাতঃস্মরণীয় নাম এই **কনকাঞ্জলির** শীর্ষে সংলগ্ন হওয়ায়, আজি গ্রন্থকর্ত্রীর কি অতুলনীয় গৌরব! প্রকাশকের কি অচিন্তনীয় সৌভাগ্য!

প্রকাশক।

নিবেদন।

পরমারাধ্যতম

শ্রীযুক্ত কবিরত্ন মহাশয়ের

শ্রীশ্রীচরণে।

দেব!

এ জগতে ফুলের ফুটিয়াই সুখ; পাখীর গান গাহিয়াই সুখ; মানবেরও কবিতা লিখিয়াই সুখ; কিন্তু ইহা ছাড়া আরও একটী কথা আছে, ফুলের শোভা ও সৌরভ যখন অপর-চিত্ত বিনোদন করে, তখনই ফুলের ফুল-জীবন সার্থক হয়; বিহঙ্গগীতি যখন অপরের শ্রুতি মুগ্ধ করে, তখনই কলকণ্ঠের গান করা সার্থক হয়; মানবের কবিতাও যখন পরের হৃদয়ে আদর প্রাপ্ত হয়, তখনই সে কবিতার "জীবন" সার্থক হয়। এই হিসাবে আপনার প্রকাশিত "কাব্যকুসুমাঞ্জলি" সার্থক হইয়াছে; এদেশের সহৃদয় সাহিত্যগুরু ও সাহিত্যানুরাগী মহোদয়গণ উহা যেরূপ স্নেহের চক্ষে দেখিয়াছেন এবং যেরূপ আদরের সহিত গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাতে নিতান্ত নির্জীব প্রাণেও উৎসাহের তরঙ্গ

বহিয়া থাকে। তাই বলিতেছি আপনার স্নেহের "কাব্যকুসুমাঞ্জলি" বুঝি সার্থক হইয়াছে। কিন্তু দেব! এবারে আপনি এ কি করিয়াছেন?—কাব্যকুসুমাঞ্জলির পরে* যাহা কিছু কবিতা লিখিত হইয়াছে, সেই পাঠ্য, অপাঠ্য, প্রকাশ্য, অপ্রকাশ্য যাহা কিছু লিখিত হইয়াছে, সে সবই একত্র গ্রথিত করিয়া কনকাঞ্জলির বোঝা এত ভারী করিলেন কেন?—সমালোচক মহাশয়-দিগের গালি খাইতে আমার আপত্তি নাই—সকল শ্রেণীর লেখকেরাই সমালোচকের গালি খাইয়া "মানুষ" হইয়া থাকেন। আমি ভাবিতেছি, সে বারের স্নেহ প্রীতির স্থানে এবারে বিরক্তি নৈরাশ্য আসিবে না তো?

শ্রীশ্রীচরণে নিবেদনমিতি।

প্রণতা

সেবিকা

শ্রীমানকুমারি দাসী।

---

* কনকাঞ্জলির ২।১টী পদ্য আগেকার লেখা; তদ্ভিন্ন সবই কাব্য-কুসুমাঞ্জলির পরে লিখিত।

লেখিকা।

শ্রীশ্রীতারা-মা জয়তি।

প্রকাশকের নিবেদন।

যাঁহারা এই গ্রন্থকর্ত্রীর "কাব্যকুসুমাঞ্জলি" পাঠ করিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট ইহাঁর কবিতার আর নূতন পরিচয় কি দিব? একজন ভক্ত বলিয়াছেন;—

"তুণ্ডে তাণ্ডবিনী রতিং বিতনুতে তুণ্ডাবলীলব্ধয়ে
কর্ণক্রোড়কড়ম্বিনী জনয়তি শ্রোত্রার্ব্বুদেভ্যঃ স্পৃহাম্।
চেতঃপ্রাঙ্গণসঙ্গিনী বিজয়তে সর্ব্বেন্দ্রিয়াণাং কৃতীঃ
নো জানে জনিতা কিয়দ্ভিরমৃতৈঃ কৃষ্ণেতি বর্ণদ্বয়ী"॥

—'কৃষ্ণ' এই দুটী অক্ষর যখন আমার মুখে আসিয়া নৃত্য করে, তখন আমার কোটি কোটি মুখ পাইবার জন্য স্পৃহা হয়, যখন আমার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হয়, তখন কোটি কোটি কর্ণ পাইবার জন্য স্পৃহা হয়, যখন আমার হৃদয়ে উদয় হয়, তখন আমার সমস্ত ইন্দ্রিয়ের কার্য্যসকল বিলুপ্ত হয়। জানি না—বিধাতা কত অমৃত দিয়া 'কৃষ্ণ'-এই নামটী সৃষ্টি করিয়াছেন!—এই গ্রন্থকর্ত্রীর কবিতাবিষয়েও বলিতে ইচ্ছা হয়—"জানি না—বিধাতা কত অমৃত দিয়া ইহাঁর কবিত্বশক্তি সৃষ্টি করিয়াছেন!"

"সকলে তোমারে ডাকে, দীন আমি ডাকি,
এস হে অনাথবন্ধো!
এস হে করুণাসিন্ধো!
এস হেরি ও মূরতি অনিমেষ থাকি!
এস তুমি শিব-শক্তি!
এস জ্ঞান-কর্ম্ম-ভক্তি!
এস ব্রহ্ম! ব্রহ্মময়ি! প্রাণে পূরে রাখি!

এস মাতা! পিতা! মম
ভাই! বন্ধু! প্রিয়তম!
কে জানে পূরিবে সাধ কি বলিয়া ডাকি?—
এস সরবস্ব ধন!
জানি না তো আবাহন,
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড তোমা করে ডাকাডাকি,
আমি ভাবি, তুমি বুঝি আমারি একাকী!!"

(কনকাঞ্জলি, আবাহন, ৮ পৃষ্ঠা)

শ্রীশ্রীতারা-মা'র চরণে সর্ব্বান্তঃকরণে প্রার্থনা করি যে, গ্রন্থকর্ত্রীর এই সকল মঙ্গলময়ী গাথা বঙ্গবাসীর গৃহে গৃহে কীর্ত্তিত হউক, এবং ইহাঁর স্বর্গীয় প্রতিভার পুণ্যালোক লাভ করিয়া জীবলোক পবিত্র হউক।

"কাব্যকুসুমাঞ্জলি" প্রকাশ করিবার পর, ইহাঁর কৃত যতগুলি কবিতা পাইয়াছি, তাহার অধিকাংশই এই গ্রন্থে প্রকাশ করিলাম। গ্রন্থকর্ত্রী স্বকৃত যে সকল কবিতা অপাঠ্য বা অপ্রকাশ্য বিবেচনা করেন, সে সকল কবিতা অন্যের নিকট উপাদেয় হইতে পারে। যিনি যাহা স্বীয় স্বাভাবিক শক্তির দ্বারা সহজেই লাভ করেন, তাহা তাঁহার নিকট তুচ্ছ বোধ হইলেও অন্যের নিকট বহুমূল্য বলিয়া সমাদৃত হইয়া থাকে (১)। ইতি!

কলিকাতা।
২৫, পটলডাঙ্গা ষ্ট্রীট্।

শ্রীশ্রীতারা-মা'র
দাসানুদাস
শ্রীতারা-কুমার শর্ম্মা।

---

(১) এইজন্যই, অনেকগুলি কবিতা প্রকাশ করা গ্রন্থকর্ত্রীর অনভিমত হইলেও আমি পরিত্যাগ করিতে পারি নাই।

দ্বিতীয়বারের বিজ্ঞাপন।

গ্রন্থকর্ত্রী স্বরচিত অনেকগুলি নূতন পদ্য এই কনকাঞ্জলিতে সংলগ্ন করিবার জন্য আমাকে দিয়াছেন। সে গুলি ইহাতে না দিয়া, স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে প্রকাশ করিব।

প্রকাশক।

সূচিপত্র।

কনকাঞ্জলি।

প্রভাতী।

(মিশ্র কাফি—একতালা)

সোণার সুমেরু-শিরে
দুয়ার খুলিয়া যায়,
জাগিয়া বালিকা উষা
পরিছে রতন-ভূষা,
পড়িছে কনক-ছটা,
আঁধার জগত-গায়।
প্রকৃতির ঘুম ভাঙা
নয়ন অলস রাঙা,
মল্লিকাফুলের মত
হাসিটী ভাসিছে তায়;
অবনী তৃষিত প্রাণে
চাহিছে আকাশ-পানে,
এখনো আসেনি যেন
সে যারে দেখিতে চায়?

বিদায় মাগিয়া রাকা,
(চাঁদনী-শিশির-মাথা)
শিথিল আঁচল টেনে
ধীরে ধীরে স'রে যায় ;
বিহগ বিহগী তা'রা
দিতেছে মধুর সাড়া,
কে যেন ভাঙিছে ঘুম,
ডাকিছে "আকাশে আয় !"
নিশার নীরব ঘরে,
পুনঃ কোলাহল ভরে,
পুনঃ সে অমিয়া ব'য়ে
বাতাস দিগন্তে যায় ;
আবার গোলাপ, জাতি,
বিকাসি রূপের ভাতি,
আদরে আতর ঢেলে
মাথাইছে মলয়ায়।
সোণামুখী দিক্-বালা,
ছিঁড়িয়া মুকুতা-মালা,
ছড়ায়ে ফেলিছে হেসে
বসুধা-সখীর গা'য় ;
জাগিছে নরের মনে,
সংসার, সুহৃদগণে,
ভকতি, মমতা, প্রীতি
পুনঃ বুকে উথলায়।

নমো দেব ভগবান্!
আমার এ নব প্রাণ,
সজীব পবিত্র কর
তোমার চরণ-ছা'য়;
তোমার আশীষে হরি!
যেন তব কাজ করি,
আজিকার যত বাধা
সবি যেন দলি পা'য়।
সংসারে যে অগণন,
নীচতার প্রলোভন,
দেখিও এ দাসে তা'রা
যেন না ছুঁইতে পায়;
এ ক্ষুদ্র জীবন মম,
স্ফুট-সূর্য্যমুখী-সম
তোমা-পানে চেয়ে চেয়ে
যেন গো শুকায়ে যায়;
কিসের ভাবনা, যদি—
তুমি রাখ পদ-ছা'য়,
সারাটী জগত মম
ঢেলে দিই ওই পা'য়।

আবাহন।

১

আমার সহেনা তারে অত ডাকাডাকি,
আমারি নূতন শেখা,
আমিই ডাকিব একা,
মোর সাধ, প্রাণ দিব তারি পায়ে মাখি,
সারা বিশ্ব তারে কেন করে ডাকাডাকি ?

২

কারে আমি ডাকি ?—
মুখে যা' প্রভেদ বলি,
কাজে—এক পথে চলি,
একই তপনে শত সূর্য্যমুখী আঁখি,
সকলে তারেই ডাকে, আমি যারে ডাকি।

৩

কারে আমি ডাকি ?—
রাঙা রবি নিয়ে বুকে,
ঊষা ডাকে সোণামুখে,
গোধূলি বালিকা ডাকে শ্যাম ছটা মাখি,
সকলে তারেই ডাকে, আমি যারে ডাকি।

৪

কারে আমি ডাকি ?—
উজল মাণিক ইন্দু,
তারা সে হীরার বিন্দু,
গ্রহ, ধূমকেতু, সবে করে হাঁকাহাঁকি,
সকলে তারেই ডাকে, আমি যারে ডাকি।

৫

কারে আমি ডাকি ?—
ঘনঘটা বজ্রনাদে,
সেই নাম সদা সাধে,
নীরব বাসব-চাপ, নীলাকাশে থাকি,
সকলে তারেই ডাকে, আমি যারে ডাকি।

৬

কারে আমি ডাকি ?—
কাকের কর্কশ গান,
কোকিলের কুহু তান,
দোয়েল ঝঙ্কার করে মুদি যুগ আঁখি,
সকলে তারেই ডাকে, আমি যারে ডাকি।

৭

কারে আমি ডাকি ?—
বরষার প্রস্রবণ,
বসন্তের ফুলবন,
অতুল রূপের ছটা তারি তরে রাখি—
কেবল তারেই ডাকে, আমি যারে ডাকি।

৮

কারে আমি ডাকি ?—
নিবিড় বিজন বন,
কিবা জন-নিকেতন,
মরুভূমি শূন্য দেহ বালুকায় ঢাকি,
সকলে তারেই ডাকে, আমি যারে ডাকি।

৯

কারে আমি ডাকি ?—
ভূধর বিরাট বীর,
অতল নীরধি-নীর,
কুসুমভূষণা লতা, দৃঢ়কায় শাখী,
সকলে তারেই ডাকে, আমি যারে ডাকি।

১০

কারে আমি ডাকি ?—
ভূপতি সোণার খাটে,
ভিখারী ধূলার মাঠে,
বালক, স্থবির, হায়! কেহ নহে বাকি,
সকলে তারেই ডাকে, আমি যারে ডাকি।

১১

কারে আমি ডাকি ?—
মৃত্যু, জীবনের স্তর,
শ্মশান, সূতিকা-ঘর,
জগতের আদি অন্ত যত ভেবে রাখি,
সকলে তারেই ডাকে, আমি যারে ডাকি।

১২

কারে আমি ডাকি?—
কিবা বেদ কি পুরাণ,
বাইবেল কি কোরাণ,
শত বা সহস্র দূর—যাহা ভেবে থাকি,
সকলে তারেই ডাকে, আমি যারে ডাকি।

১৩

কারে আমি ডাকি?—
মুখে বটে ভাই ভাই,
মুখ দেখাদেখি নাই,
রক্তপিশাচের মত রক্ত-মাখামাখি,
কাজে ত একই মা'রে "মা" বলিয়া ডাকি।

১৪

কারে আমি ডাকি?—
কেহ জ্ঞানী, কেহ চাষা,
নানা ভাণ, নানা ভাষা,
কেহ শত্রু, কেহ মিত্র, কত ক'য়ে থাকি,
অথচ সকলে মিলে এক জনে ডাকি।

১৫

কারে আমি ডাকি?—
একি অন্ধকার হিয়া,
আছি সবে কি ভাবিয়া,
অন্তরে রেখেছে মোহ আঁধারেতে ঢাকি,
তাতেই বুঝিনা সবে একজনে ডাকি।

১৬

আমার সহেনা তারে অত ডাকাডাকি,
আমারি নূতন শেখা,
আমিই ডাকিব একা,
মোর সাধ প্রাণ দিব সে চরণে মাখি,
তোরা কি বুঝিলি ভাই! কারে আমি ডাকি?

১৭

সকলে তোমারে ডাকে, দীন আমি ডাকি,
এস হে অনাথ-বন্ধো!
এস হে করুণাসিন্ধো!
এস হেরি ও মূরতি অনিমেষ থাকি;
এস তুমি শিব-শক্তি!
এস জ্ঞান-কর্ম্ম-ভক্তি!
এস ব্রহ্ম! ব্রহ্মময়ি! প্রাণে পূরে রাখি।
এস মাতা! পিতা! মম
ভাই! বন্ধু! প্রিয়তম!
কে জানে পূরিবে সাধ কি বলিয়া ডাকি?—
এস সরবস্ব ধন!
জানিনা ত আবাহন,
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড তোমা করে ডাকাডাকি,
আমি ভাবি, তুমি বুঝি আমারি একাকী!

ধাঁধা।

তাই ভেবে দিবা নিশা
দিশা-হারা হই,
ও নাম স্মরিলে কেন
আমি আমি নই ?
তোমার বাতাস আসে
যখন বহিয়া,
মরম-মরম কেন
উঠে উথলিয়া ?
ও দেহ-অমৃত-গন্ধ
যথা আছে মাখি,
আপনা হারায়ে কেন
সেইখানে থাকি ?
পরাণে জড়ানো ছটা
মধুর মধুর !
তবে কেন, প্রাণাধিক !
দূর—এত দূর ?
স্মৃতিময় প্রীতিময়
বিশ্বময় হেন,
দিগন্ত—অনন্তে তবে
খুঁজে মরি কেন ?
কোন কালে হয়েছিল
এক ফোঁটা দেখা,

সারাটা পরাণে কেন
　　সে বিজলী-রেখা ?
কেমনে পশিল কাণে
　　এ পূরবী-রব,
আমি কেন শব-সম
　　তুমি কেন সব ?

তোমরা কা'রা ?

১

তোমরা কা'রা ?—
দেখেছি সে কৃষ্ণপক্ষে,
কালো যামিনীর বক্ষে,
জ্বলিছে হীরার মত আকাশে তারা,
তেমনি পবিত্র শুভ্র, তোমরা কা'রা ?

২

তোমরা কা'রা ?—
আমি এক উদাসীন,
হতভাগা দীন হীন,
তাই আমি জগতের করুণা-হারা,
আমারে "আমার" কহ, তোমরা কা'রা ?

৩

তোমরা কা'রা ?—
যবে মর্ম্ম-যাতনায়,
তপ্ত অশ্রু বয়ে যায়,
সংসারের উপেক্ষিত—সে আঁখি-ধারা,
স্নেহে মুছাইয়া দেহ, তোমরা কা'রা ?

৪

তোমরা কা'রা ?—
আমি যদি কাছে যাই
সবে করে "দূর ছাই",
কি অজানা দোষ মম বলে না তা'রা,
সে আমারে কাছে ডাক তোমরা কা'রা ?

৫

তোমরা কা'রা ?—
জগতের কোন ঠাঁই
আমারি কুটীর নাই,
অবনী আমার তরে মরু সাহারা,
তাহে স্নিগ্ধ শ্যাম-ছায়া তোমরা কা'রা ?

৬

তোমরা কা'রা ?—
লাভ—ঘৃণা অবহেলা,
চুপে চুপে অশ্রুফেলা,
ধরাতলে মোর এই ব্যবসা করা,
আমারে করুণা এত,—তোমরা কা'রা ?

৭

তোমরা কা'রা ?—
আমি ঘৃণ্য অবজ্ঞেয়,
পশুর অধম হেয়,
পোড়া কপালের দোষে হ'তেছি সারা,
সে মোরে যতন এত—তোমরা কা'রা ?

৮

তোমরা কা'রা ?—
দুয়ারে দুয়ারে গেলে,
আর কিছু নাহি মেলে,
কেবলি বিরক্তি-মাখা নয়ন-নাড়া !—
আমারে আদর কর, তোমরা কা'রা ?

৯

তোমরা কা'রা ?—
কি কব পরের সাথে ?—
শত শত বজ্রাঘাতে,
ভেঙেছে পাঁজর বুক পিঠের দাঁড়া,
যুড়িছ সে ভগ্ন অস্থি, তোমরা কা'রা ?

১০

তোমরা কা'রা ?—
আমি যে গো অহরহ
সংসারের গলগ্রহ,
"আপদ বালাই" আমি কুগ্রহ পারা,
আমারে প্রসন্ন হেন, তোমরা কা'রা ?

১১

তোমরা কা'রা ?—
বহিলে আমারি বায়,
সাগর শুকায়ে যায়,
কত দয়াশীলে ডাকি, না পাই সাড়া,
আমারে মমতা এত, তোমরা কা'রা ?

১২

তোমরা কা'রা ?—
অসহ্য অনন্ত দুখে
শূন্য অবসন্ন বুকে
মরি—পুনঃ পেয়ে স্নেহ-অমিয়-ধারা
নব প্রাণ পাই ফিরে, তোমরা কা'রা ?

১৩

তোমরা কা'রা ?—
আমারি মতন যারা
সন্তাপে আপনা-হারা,
কমাইতে তাহাদের বিষাদ-ভরা,
এসেছ এ ধরা-'পরে, তোমরা কা'রা ?

১৪

তোমরা কা'রা ?—
কেহ ত সহেনা আর
অভাগার আবদার,
জনক-জননী-সম এমন ধারা,
তোমরা সাধিয়া সহ—তোমরা কা'রা ?

১৫

তোমরা কা'রা ?—
মরমের হা হতাশ,
নিদারুণ অবিশ্বাস,
হৃদয়ের অগ্নিকাণ্ড—জগত-ছাড়া,
আমারে ভুলায়ে দে'ছ—তোমরা কা'রা ?

১৬

তোমরা কা'রা ?—
বুঝেছি বুঝেছি পাছে,
ধরায় দেবতা আছে,
শুধু এ সংসার নহে দুঃখের কারা,
নহিলে তোমরা কেন ? তোমরা কা'রা ?

১৭

তোমাদের পুণ্য বায়
লাগিলে নরের গা'য়
রোগ শোক পাপ তাপ হয় সে হারা ;
বুদ্ধ চৈতন্যের সম,
আরাধ্য নমস্য মম,
আত্মজয়ী মৃত্যুঞ্জয় শঙ্কর-পারা—
মনে মনে চিনি আমি তোমরা কা'রা।

প্রমীলা। *

১

কুসুম-কাননে নব পারিজাত,
এ মর জগতে ত্রিদিব-ছবি,
কত পুণ্য-ফলে কত যোগ-বলে,
ও দেবী-মূরতি গড়িলা কবি।

২

এই দেখি তুমি সুখের প্রতিমা,
গাঁথি ফুলমালা কোমল করে,
সখীসনে মিলি পতির গলায়
পরায়ে দিতেছ সোহাগ-ভরে।

৩

মধুর বীণায় করিয়া ঝঙ্কার,
আনন্দে দিতেছ পরাণ ভরি,
আনন্দে মগন ও নব জীবন,
হাসিছ, খেলিছ, আমরি! মরি!

৪

কভু দেখি, তুমি বিরাম-ভবনে,
প্রিয়-পতি-পাশে রয়েছ শুয়ে,
ঘুমে ঢল ঢল, অলস, বিভল,
সোণার কমল ফুটেছে ভুঁয়ে।

---

* মেঘনাদবধ-কাব্যের প্রমীলা।

৫

পুনঃ একি রঙ্গ! সমর-রঙ্গিণী!
ফণী হেন বেণী নিষঙ্গে দোলে,
করে শেল, শূল, অসি, শরাসন,
বাণ-ভরা তূণ রয়েছে কোলে।

৬

মহা বাহুবলে বীরবালাগণ
টঙ্কারিছে ধনু ভীষণ রবে,
নাচিছে বড়বা ও পদ পরশি,
মানব, দেবতা, অবাক্ সবে।

৭

আবার—বুঝি বা দানব নাশিতে
ডাকিনী যোগিনী সখীর সনে,
অশিবনাশিনী, কলুষহারিণী
অভয়া জননী পশিছে রণে।

৮

চমকি চাহিছে বানর-বাহিনী,
চমকি ভাবিছে জানকীপতি,
"ধন্য বীরপণা! ধন্য বীরাঙ্গনা!
সাবাসি সাবাসি প্রমীলা সতি!"

৯

কোথা—বিধুমুখি! অপরূপ একি—
লজ্জাবতী লতা শ্বাশুড়ী-পাশে,

সরমের ভরে আঁখি লুটি পড়ে
চাঁদ-মুখ ঢাকা রয়েছে বাসে।

১০

ও কর-কমলে ধরি পতি-কর
কহিছ বালিকা! করুণ স্বরে,
"শ্বশ্রূ তব সাথে না দিলেন যেতে
তাই দাসী একা রহিল ঘরে।"

১১

আবার সরলা কৃতাঞ্জলিপুটে
ইষ্টদেবী-পদে ভকতি-ভরে,
মঙ্গল কামনা করিছ ললনা!
রমণী-সর্ব্বস্ব পতির তরে।

১২

শেষে—একি হায়! সহা নাহি যায়,
শ্বেত শতদল প্রমীলা বালা,
মৃত-পতি-সনে মরিতে চলেছে
অনলে পুড়িবে কমল-মালা।

১৩

সে অমল হাসি গিয়াছে নিবিয়া,
গিয়াছে নিবিয়া আঁখির জ্যোতি,
প্রাণ বুঝি সেথা গিয়াছে চলিয়া,
যেখানে গিয়াছে প্রাণের পতি।

১৪

আলোক-পুরের সাধের কুসুম
কনক-লঙ্কার পূজিতা রাণী,
জ্বলন্ত অনলে দিতেছে ঢালিয়া
নবনীত-গড়া বরাঙ্গখানি।

১৫

দেখ চেয়ে নর! অসুর! অমর!
যুগান্তের বহ্নি গরজি ছুটে,
তার মাঝে শুয়ে বীর ইন্দ্রজিত,
বাসন্তী মল্লিকা কোলেতে ফুটে!

১৬

নব সূর্য্য তার সূর্য্যমুখীটীরে
দিগন্তে—অনন্তে চলিল লয়ে,
এ মহা মরণ দেখিবে যে জন,
সে র'বে মরতে অমর হ'য়ে!

১৭

ধন্য মেঘনাদ! যার কণ্ঠহার,
দেবের দুর্লভ এ মণিমালা;
ধন্য কবিবর! তপোবলে যার,
মরতে দেখিনু স্বরগ বালা!

আকাঙ্ক্ষা।

১

সখি! সে অমূল্য নিধি কোন্ থানে পাইব?—
যাহার পরশ পেয়ে,
ভারতের ছেলে মেয়ে,
ত্যজিয়া এ মোহনিদ্রা, এক সনে জাগিব,
সখি! সে অমূল্য নিধি কোন্ থানে পাইব?

২

সখি! সে অমূল্য নিধি কোন্ থানে পাইব?
মিটে যাহে সাধ আশা,
ত্রিদিবের ভালবাসা,
এ ক্ষুদ্র হৃদয়ে তাই থরে থরে রাখিব?
হ'য়ে দেবতার শিষ্য,
ভাবিব—"আমারি বিশ্ব"
আমারি আমারি সব—যেই দিকে চাহিব,
সখি! সে অমূল্য নিধি কোন্ থানে পাইব?

৩

সখি! সে অমূল্য নিধি কোন্ থানে পাইব?
প্রীতিময়ী বসুন্ধরা
সোদর-সোদরা-ভরা,
ঘৃণা নাই, গালি নাই, শত্রু নাই ডরিব;

ভাই বোনে নাহি দূর,
নাহি "বুক গুর্ গুর্",
সবার একই লক্ষ্য, এক মা'রে পূজিব!—
সে দিন—সে শুভদিন কবে সখি! পাইব?

৪

সখি! সে সোণার দিন কত দিনে পাইব?—
মায়ের সুখের লাগি,
সবাই আপনা-ত্যাগী,
কোটি কর প্রসারিয়ে মা'র অশ্রু মুছিব;
প্রসারিয়ে কোটি ভুজ,
পূজিব সে পদাম্বুজ,
কাঙালিনী মা'রে মোরা "রাজরাণী" করিব—
সে দিন—সে শুভ দিন কবে সখি! পাইব?

৫

সখি! সে সোণার দিন কত দিনে পাইব?
দীন দুঃখী যথা আছে,
যাইয়া তাহার কাছে,
আপন মুখের গ্রাস তার মুখে তুলিব,
নাহি র'বে অভিমান,
স্তুতি নিন্দা সমজ্ঞান,
দেবের প্রসাদ শুধু মনে মনে লভিব;
সখি! সে অমূল্য নিধি কোথা গেলে পাইব?

৬

সখি! সে অমূল্য নিধি কোথা গেলে পাইব?—
ছাড়ি পাপ মলিনতা,
ল'ব পুণ্য পবিত্রতা,
উদারতা সরলতা সবে বুকে ভরিব;
হ'ব সবে সত্যপ্রিয়,
ধর্ম্মশীল, জিতেন্দ্রিয়,
উচ্চ আশা, ভালবাসা, সকলেই শিখিব!—
সখি! সে অমূল্য নিধি কোন্ খানে পাইব?

৭

সখি! সে অমূল্য নিধি কোন্ খানে পাইব?—
স্বার্থপরতার বিষ,
প্রাণে মাখা অহর্নিশ,
হীনতা নীচতা হায়! কত আর কহিব!—
ভেঙে এ ভস্মের খেলা,
কোন্ বসন্তের বেলা,
সোণার আকাশে সখি! উষা সনে হাসিব?—
এ পোড়া জীবন আর কত কাল বহিব?

৮

সখি! সে অমূল্য নিধি কোথা গেলে পাইব?
যে রতন পরশিলে
মরতে বৈকুণ্ঠ মিলে,
আয় সখি! তারি তরে মহামন্ত্র জপিব!

সার্থক হইবে প্রাণ,
বরদাতা ভগবান্,
ধরিয়া তাঁহারি পা'য় প্রাণভরে কাঁদিব !
চল্ সেথা—যথা মণি—"চিন্তামণি" পাইব।

মোহিনী।

১

কেন যে এ দশা তার সে তা' জানে না,
চাহিলে মুখের পানে আঁখি তোলে না ;
মুখখানি রাঙা রাঙা,
কথা বলে ভাঙা ভাঙা,
কত বলি "সর্ সর্" তবু সরে না,
কেমন সে হতভাগী, কিছু বোঝে না !

২

সকালে গোলাপ ফোটে বন উজলি,
সে এসে দাঁড়ায় আগে সোহাগে গলি ;
দেখি তার মুখে চেয়ে,
হাসি পড়ে বেয়ে বেয়ে,
কচি হাতে তোলে কত কুসুম-কলি !—
দেখিলে সে ফুল-তোলা ভুলি সকলি।

৩

বাসন্ত বিকালবেলা মৃদু বাতাসে,
তারি ছবিখানি কেন পরাণে ভাসে ?
শরত-চাঁদেরে ছেয়ে,
সে কেন গো থাকে চেয়ে,
শুকতারা-রূপে কভু নীল আকাশে,
কেন সে মরমে সদা ঘনায়ে আসে ?

৪

যতবার উপেক্ষিয়া গিয়াছি চলে,
ততবার এসেছে সে "আমার" বলে !—
সে মধুর সুধা-সুরে,
পরাণ দিয়েছে পূরে,
পথে বাধা, আঁখি আঁধা, চরণ টলে,
তাই ফিরিয়াছি তারে "আমারি" বলে !

৫

কি মোহিনী মায়া যে সে তা ত জানিনে,
ছেড়ে যেতে চাহি ভুলে—তাও পারিনে :
উপেক্ষিতে গিয়ে তা'য়,
প্রাণ ভেঙে চূরে যায়,
পাছে অশ্রু হেরি তার আঁখি-নলিনে !
কি বাঁধনে বেঁধেছে সে কিছু জানিনে

দেবঘর। *

১

শ্যামল সুন্দর ছটা চারু তপোবন,
স্বরগ বাতাস চুমি,
আরামে পড়েছে ঘুমি,
কানন, প্রান্তর, গিরি, পশু পাখিগণ ;
মানবের বুকে বুকে,
কোটি জনমের সুখে,
খুলিয়া যেতেছে যেন সুধা-প্রস্রবণ !
উল্লাসে অবশ হিয়া,
প'ড়ছে কি ঘুমাইয়া ?—
অনন্ত সুখের স্রোতে ভেসে গেল মন !
নয়নে জাগিছে চারু শ্যাম তপোবন !

২

এখানে বহেনা বুঝি মরতের বায় ?—
বুঝি বা মুহূর্ত্ত পরে
ফুল হেথা নাহি ঝরে,
চাঁদিমা ঢাকে না মুখ তামসী নিশায় ?
আসি হেথা রাজাসনে—
(মলয়-সমীর-সনে)
বসন্ত, দু'দিনে বুঝি চলে নাহি যায় !

---

* বৈদ্যনাথ তীর্থের অপর নাম 'দেবঘর'।

এইখানে চিরতরে
পাহাড়ের স্তরে স্তরে
উছলে বরষা বুঝি শত ফোয়ারায় ?
ছয় ঋতু এক সনে
ফিরে সদানন্দ-মনে,
অশোক, কদম্বফুল ফোটে গা'য় গা'য় !
ধরার বিষাক্ত বায়ু,
হরে যে জীবের আয়ু,
সে কভু এ দেব-ভূমি ছুঁইতে না পায়,
এখানে বহেনা কভু মরতের বা'য় !

৩

হেথা শোভে "তপোগিরি" দেব-সৌধবৎ,
স্নেহ-কোল প্রসারিত,
জুড়া'তে শ্রান্তের চিত,
গড়িয়াছে বিশ্বকারু শতশৃঙ্গ রথ !
ও বরাঙ্গে মধুমাসে
নব কিশলয় ভাসে,
কনক-কেতন রাঙা !—মাতায় জগৎ !
এ দিকে তুলিয়া কর
"নন্দন" ভূধর-বর,
দেখায় পথিকে ডেকে ত্রিদিবের পথ !
স্তবকে স্তবকে তা'রা
সেজে আছে মেঘ পারা,

বিশাল বিরাট বপু উন্নত মহৎ!—
এ দেশের সবি যেন দেব-চিত্রবৎ!

৪

নিরমল শশী তারা জাগিছে আকাশে,
দেব-মন্দিরের মাঝে
শত শঙ্খ ঘণ্টা বাজে,
দ্রবীভূত পবিত্রতা—"শিব-গঙ্গা" ভাসে!
বায়ু বহে মন্দ মন্দ,
ফুল চন্দনের গন্ধ,
ধরার মানব যেন উঠিছে কৈলাসে!
কিম্বা শান্তি, পবিত্রতা,
নরে দিতে অমরতা,
ছাড়ি সে অমরাবতী ভবে নেমে আসে!
কোটি কণ্ঠে ডাকে নর—
"বম্ বম্ হর! হর!"
দিগন্ত প্লাবিত করে একই নিশ্বাসে!
দেখিছে অযুত নেত্র ফুটিয়া আকাশে!

৫

সসীম মানব-প্রাণে "অসীম" উদয়,
অসীম অনন্ত শক্তি,
অসীম অনন্ত ভক্তি,
অনন্ত অসীম দেবে পূরিত হৃদয়!

খুলি হৃদি, খুলি মন,
আয়! ডাকি, ভাই বোন!
"জয় অনাথের নাথ—বৈদ্যনাথ জয়!"
মুছি অশ্রু-মাখা আঁখি
প্রাণভরে সবে ডাকি,
কোমল দুর্ব্বল কণ্ঠ তাহে নাহি ভয়!
শিশুর করুণ ভাষে
স্নেহে মা ছুটিয়া আসে,
এক ফোঁটা অশ্রু পড়ি ভিজে বিশ্বময়!
অনন্তে—দিগন্ত প'র
এ আকুল দীন স্বর
উঠিবে, মিলিবে সেই চরণে আশ্রয়—
আয় ডাকি, ভাই বোন্! ডাকিতে কি ভয়?

৬

ধন্য তুমি পুণ্যভূমি! ধন্য দেবঘর!
ধন্য তুমি মহাতীর্থ!
তোমার বাতাসে চিত্ত
মন্দাকিনী-স্নাত যথা পূত কলেবর!
ভূধর নির্ঝর তব
অতুল সুন্দর সব,
প্রকৃতির লীলাকুঞ্জ এ বন প্রান্তর!
নগর কি রাজালয়,
এ মাধুরী কোথা নয়,
(কার এ উদার প্রাণ সরল সুন্দর?)

সেথা প্রয়োজনে কাজে
বেহাগ ভৈরবী বাজে,
সেথা বাঁশী অর্থদাসী, সদা স্বার্থপর ;
তুমি মা ! আনন্দ-ধাম,
বুকে ভরা শিব-নাম,
সাধক-হৃদয় তুমি দেবতার ঘর !
জনতায় পরিহরি,
তাপসীর বেশে মরি !
লুকি' আছ শান্ত স্নিগ্ধ আশ্রম-ভিতর !
দেবী তুমি নিরুপমা,
মায়ের অঞ্চল-সমা,
স্নেহ-মমতার গঙ্গা, সুখের নির্ঝর !
হেন মনে সাধ করি,
এ সৌন্দর্য্যে ডুবে মরি,
এক পলে হ'য়ে যা'ক কোটি জন্মান্তর,
ধন্য তুমি পুণ্যভূমি ! ধন্য দেবঘর !

ভুল।

১

সে যে এক ভুল—
সাধের শৈশব সেই,
কিছু আজি মনে নেই,
সে আমি যে বাবা-মা'র "স্নেহের মুকুল" !
ভূতলে নূতন আসা,
মরমে নূতন ভাষা,
কে জানে সে কি আনন্দ ! কি সুখ অতুল !
আজি মনে হয় শুধু, সে যে এক ভুল !

২

সে যে এক ভুল—
যবে মিলি সখীগণে
খেলিতাম এক সনে,
তটিনী বহিত যথা করি কুল কুল ;
কচি বুক ভরা স্নেহে,
এক প্রাণ সব দেহে,
হৃদয়ে হৃদয় গাঁথা সুখে ঢুল ঢুল,
আজি মনে হয় শুধু, সে যে এক ভুল !

৩

সে যে এক ভুল—
সন্ধ্যাকালে গলাগলি
ঘরে আসিতাম চলি,
দু'পাশে হাসিত কত পুন্নাগ পারুল ;

আকাশ ছু'ফাঁক করি
বুঝি বা দেখিত পরী,
খুলি চারু নীল নেত্র, খুলি কালো চুল!
আজি মনে হয় শুধু, সে যে এক ভুল!

৪

সে যে এক ভুল—
যে দিন বালিকা উষা
পরিয়া মাণিক-ভূষা,
দাঁড়াইলা স্বর্ণাচলে হয়ে অনুকূল;
যে দিনে দিনের শেষে
পশ্চিমে ডুবিল হেসে,
সুন্দর তপনখানি রক্ত জবাফুল!
আজি মনে হয় শুধু, সে যে এক ভুল!

৫

সে যে এক ভুল—
যে দিনে সরসে শশী
হাসিয়া পড়িত খসি,
হেরিয়া তারকা মেয়ে হাসিয়া আকুল;
যে দিনে হাসির মেলা,
সংসার সুখের খেলা,
মানব সবাই যেন হাসির পুতুল!
আজি মনে হয় শুধু, সে যে এক ভুল।

৬

সে যে এক ভুল—
কুসুমে সোণার দল,
অমৃতে মাখান জল,
বাতাসে মন্দার-গন্ধ ছুটিত বিপুল;
ছিল না যাতনা জ্বালা,
সারা ধরা সুধা-ঢালা,
খুঁজে না পেতেম কোথা সৌভাগ্যের মূল!
আজি মনে হয় শুধু, সে যে এক ভুল!

* * *

৭

সে যে এক ভুল—
যেই দিন—অকস্মাৎ
সর্ব্বনাশ, বজ্রাঘাত!
কামনা, বাসনা, আশা, সহসা নির্ম্মূল!
সে যে কি দারুণ কথা!
সে যে কি অসহ্য ব্যথা!
বলিতে পারি না খুলে পরাণ আকুল!
আজি মনে হয় যেন, তাও এক ভুল!

৮

সে যে এক ভুল—
প্রতিজ্ঞা—সন্ন্যাসি-বেশে
বেড়াইব দেশে দেশে,
বিভূতি মাখিয়া দেহে, জটা ক'রে চুল,

পরিব বাঘের ছাল,
গলায় রুদ্রাক্ষ-মাল,
করে ল'ব কমণ্ডলু, শিবের ত্রিশূল,
আজি মনে হয় যেন, তাও এক ভুল।

৯

সে যে এক ভুল—
যায় যদি সাধ আশা,
কেন থাকে ভালবাসা,
কি নিয়ে মলয়া বহে, না ফুটিলে ফুল ?
এখনো কিসের ধ্যানে
বেঁচে আছি ভাঙা প্রাণে,
এখনো কিসের ঘুমে আঁখি ঢুল ঢুল ?
আমার জীবনে ছাই আগা গোড়া ভুল !

১০

না না—
এতো নহে ভুল—
স্বরগে দেবতা তুমি,
আমি নর মরভূমি,
তবু মোর শিরে মাথা তব পদধূল !
তোমারি অমৃত গন্ধে
এ শ্মশানে মহানন্দে
কাটায়ে দেখিব সুখে বৈতরণী-কূল,
এ মোর "জীবন্ত সত্য" কভু নয় ভুল।

কবির শ্মশানে। *

এখানে আসিছ যারা
নীরবে কহিও কথা,
দেখো যেন ভাঙে না কো
এ গভীর নীরবতা।
নীরব নিজন এ যে
বড়ই নিরালা ঠাঁই,
সুখে, দুখে, বড় কথা
এখানে কহিতে নাই।
হেথা নিতি ধীরে আলো—
দেন শশী দিবাকর,
সাবধানে শ্যাম ছায়া
করে নব জলধর;
চুপে চুপে ফুল ফোটে,
ধীরে ধীরে বহে বায়,
মায়ের আঁচলে হেথা
"যাদুমণি" ঘুম যায়।
সে বড় "দুরন্ত" ছিল,
মানিত না বাধা-রাশি,
ছুটিত ত্রিদিব-পথে
হাতে লয়ে সাধা বাঁশি।

---

* কবিবর ৺মাইকেল মধুসূদন দত্তের স্মরণার্থ দ্বাবিংশ সাংবৎসরিক বন্ধু-সমাগম উপলক্ষ্যে সমাধি-স্থলে পঠিত।

কত সে জানিত খেলা,
কত কি গাহিত গান,
পূরবী খাম্বাজে কত
কাঁদা'ত মানব-প্রাণ।
কখনো আকাশে উঠি
দাঁড়ায়ে মেঘের 'পরে;
মেঘনাদ—ব্রজনাদে
কাঁপাইত চরাচরে ;
শারদ জ্যোছনা-সম
কভু বা হাসিত হাসি,
নয়ন-দিঠিতে তার
বসন্ত আসিত ভাসি।
বড়ই "দুরন্ত-পণা"
করিত সে দিনে রেতে,
তাই মা রেখেছে ঢেকে
স্নেহের অঞ্চল পেতে !
দারুণ আতপ-তাপে
তাপিত কোমল প্রাণ,
শ্যামল সুন্দর ছটা
হয়েছিল কত ম্লান !
সকালে সকালে তাই
রেখেছে মা ঘুমাইয়ে,
শীতল কোমল কোল
দেছে তারে বিছাইয়ে !

সুখে, দুখে, গোলমাল
এখানে কোরোনা কেহ,
ঘুমায় মায়ের বাছা
আরামে ঘুমাতে দেহ।
যে খেলা খেলেছে শিশু,
গেয়ে গেছে যেই গান,
জননীর বুকে বুকে
উঠিছে তাহারি তান ;
সে গীতি যে সুধা-মাখা
অফুরন্ত চিরদিন,
জননী হারিয়া গেছে
শুধিতে শিশুর ঋণ !
আকাশে দেবতা, যক্ষ
গাহিছে সহস্র মুখে,
অমর অক্ষরে লেখা
রয়েছে বসুধা-বুকে—
ভারতীর বর পুত্র,
কাব্য-কমলের রবি,
বঙ্গ-কবি-শিরোমণি—
শ্রীমধুসূদন কবি ;
জনম সাগরদাঁড়ি
কপোতাক্ষী-নদী-তীরে,
কেমনে বলিব আর
পোড়া আঁখি ভাসে নীরে

* * *

এখানে আসিবে যারা
নীরবে কহিও কথা,
ভুলে যেন ভেঙনা কো
এ মধুর নীরবতা!
নীরবে ফেলিও অশ্রু,
নীরবে মাগিও বর,
স্বরগে আরামে থা'ক্
শ্রান্ত বঙ্গ-কবিবর।

বীরবালক।

দশ দিন যুঝি রণে মহা বাহুবলে,
বীর-শয্যা "শর শয্যা" লইয়া আশ্রয়
কুরুপতি ভীষ্মদেব; সাধি নিজ কাজ
দিবাকর দিবাশেষে লভেন যেমতি
আশ্রয় কাঞ্চনকান্তি অস্তাচল-চূড়ে!
কৌরবের সেনাপতি দ্রোণগুরু এবে
অঙ্গীকৃত—রণ-যজ্ঞে দিবেন আহুতি
পাণ্ডবের পঞ্চ শির, অনন্ত বিক্রমে।
সুধীরে শ্যামাঙ্গী সন্ধ্যা উরিলা ভূতলে,
সহস্র তারকা-আলো জ্বলিল অম্বরে।
দিক্-বালা বুঝি এবে হেরিলা বিস্ময়ে
কুরুক্ষেত্র-রণক্ষেত্র, মরতের নর

দুরাচার!—কেমনে সে তুচ্ছ-ধন-লোভে
অমূল্য জীবনরত্ন করিছে বিনাশ!
কেমনে উন্মাদ-মদে রাজা দুর্য্যোধন
ভারতের ভাগ্যলিপি শোণিতে রঞ্জিত
করিছে! মেলিয়া তাই সহস্র নয়ন
দেখিছে সে দৃশ্য বুঝি ত্রিদিব-সুন্দরী!
পাণ্ডব-শিবিরে এবে একাকী বসিয়া,
নরপতি যুধিষ্ঠির চিন্তাকুল মনে।
হেনকালে কৃষ্ণ সহ ভাই চারি জন,
অভিমন্যু, ঘটোৎকচ, বিরাট, পাঞ্চাল,
রথী, মহারথী, সবে হ'ল উপনীত।
প্রণতি আশীষ দান করি পরস্পরে,
বসিলা সকলে, মাঝে নরেশে লইয়া।
কহিলেন নরপতি,—"আজি, নারায়ণ!
শুনিলাম চর-মুখে, কৌরব-শিবিরে
হয়েছে মন্ত্রণা—কালি ত্রিগর্ত্তের পতি
সুশর্ম্মা যুঝিবে লয়ে নারায়ণী সেনা;
করিবে কৌরবপতি গদাযুদ্ধ নিজে।
কেমনে রক্ষিবে কালি পাণ্ডব-বাহিনী?
কহ তাই যদুপতি! তুমিই ভরসা,
পাণ্ডবের আর কিছু নাহি এ জগতে।"
প্রশান্ত প্রফুল্ল মুখে কৃষ্ণ উত্তরিলা,—
"কিসে এ ভাবনা তব? ধর্ম্মরাজ তুমি;
"যথা ধর্ম্ম তথা জয়"—দিয়াছেন বর

মা গান্ধারী—মহাবাক্য অবশ্য ফলিবে।
সত্যের অন্যথা কবে ? দেবাসুর-রণে
কবে দানবের জয় ? বিজ্ঞতম তুমি,
তোমারে বিশেষি দেব ! কি কহিব আর ?
কালি যুদ্ধে যুঝিবেন বীর ধনঞ্জয়,
নারায়ণী সেনা আর সুশর্ম্মার সনে।
কুরুপতি সহ ভীম করিবে সমর।"
আবার সুধিলা রাজা,—"ভীমার্জ্জুন দোঁহে
এরূপে যুঝিবে যদি, দ্রোণ-বীর-শরে
কেবা নিবারিবে কৃষ্ণ ! সে দীপ্ত অনলে
কে পশিবে ? ক্ষুধাতুর শার্দ্দূলের মুখে
বল ! কে যাইতে চায় মৃগরাজ বিনা ?
আকর্ণ-বিস্তৃত আঁখি—যুগ নীলোৎপল,
বিকাসি চাহিয়া কৃষ্ণ বীরগণ পানে,
উচ্চারিলা উচ্চ কণ্ঠে,—"ক্ষত্রিয়-কুমার !
তোমরা সকলে ত্যজি রাজ্য, ধন, সুখ,
ত্যজি জীবনের আশা, আসিয়াছ রণে ;
এক মহাব্রতে ব্রতী—ধর্ম্মের উদ্ধার
অধর্ম্মের কর হ'তে—জীবন মরণ
উভয়ে সমান জ্ঞান ক্ষত্রিয়-সমাজে।
কে আছ পাণ্ডবদলে বীরচূড়ামণি,
যুঝিতে আহবে কালি ভীম পরাক্রমে,
সুরাসুরজয়ী বীর দ্রোণাচার্য্য সনে ?
শুভক্ষণে কার জন্ম, কাহার জননী

সার্থক শোণিত দানে করিলা পালন?
কে হেন অটল গিরি, মহা প্রভঞ্জনে
কাঁপে না কাহার বক্ষ, টলে না পরাণ?
'ন্যায় যুদ্ধ, ধর্ম্মরক্ষা, অধর্ম্ম-বিনাশ'—
এই মহামন্ত্র জপি, এ মহা সমরে
কে হইবে অগ্রসর, মহা ইতিহাসে
কার নাম লেখা রবে অক্ষয় অক্ষরে?"
না ফুরাতে কেশবের শ্রীমুখের বাণী,
দাঁড়াইল অভিমন্যু অর্জ্জুন-কুমার
কৃতাঞ্জলিপুটে! শত সহস্র নয়ন
পড়িলা অমনি আসি সে মুখ-উপরে,
কৃষ্ণা যামিনীর ঘন আবরণ খুলি
ফোটেন চন্দ্রমা যবে, মেলি কোটি আঁখি
নিরখে সে কান্তি যেন দিক্‌পালগণ।
বীরত্ব-বিনয়-মাখা সে মুখ-চন্দ্রমা!
সে কান্তি কিশোর কান্তি—তরুণ যৌবন
সরায়ে কৈশোরে যেন ধীরে—অতি ধীরে
আপনার অধিকার করিছে স্থাপন।
কুঞ্চিত কুন্তল শ্যাম, প্রশস্ত ললাট,
বিশাল উরস, ভুজ আজানুলম্বিত,
ক্ষীণ কটি, দৃঢ় কায়, তবু সুকুমার,
বীরত্বের সৌন্দর্য্যের অপূর্ব্ব মিলন!
সে মুখে—সে চাঁদমুখে রয়েছে জাগিয়া
উদারতা, সরলতা, সে মহাপ্রাণতা,

অনন্যদুর্লভ গুণ—(কহিব কেমনে ?)
তাই সে সুঠাম ছটা এ হেন সুন্দর !
তাই কমনীয় কান্তি ভুবনমোহন !

কমল লোচন, বীর তুলি ক্ষণতরে
চাহিলা শ্রীকৃষ্ণ পানে, আবার অমনি
আনত হইল আঁখি, কহিলা কুমার,—
"দেবের আশীষ আর নৃপতি-আশীষ,
গুরুজন-স্নেহাশীষ মস্তকে লইয়া,
ধর্ম্ম, ন্যায় রক্ষা আর রাজ্যোদ্ধার তরে,
এ দাস যুঝিবে কালি দ্রোণাচার্য্য সনে।"

বীরত্ব বিনয়-মাখা সে স্বরলহরী—
সে কথা, শুনিয়া আহা ! মুহূর্ত্তেক তরে
অবাক্ কেশব, স্তব্ধ বীরগণ যত।
তবে আগুসরি রাজা বাহু পসারিয়া
কোলে টানি নিয়া স্নেহে সে বীর কুমারে
কহিলা,—"পাণ্ডুর কুলে বাপধন তুমি
অতুল্য অমূল্য রত্ন, কুলের প্রদীপ !
জানি তুমি মহাবাহু, তব বাহুবলে
সশঙ্ক দানব, দেব, অর্জ্জুন-নন্দন !
জানি বৎস ! দীপ হ'তে যে প্রদীপ জ্বলে,
হীনতর নহে তাহা পূর্ব্ব দীপ হ'তে ;
কিন্তু বাপ ! কালি—সেই মহাকাল-করে
পাঠা'তে তোমারে মোর নাহিক শকতি।"

সলাজে ঈষৎ হাসি, কহিলা কুমার,—
"কেন তাত! অমঙ্গল করেন ভাবনা?
অনন্তমঙ্গলময় জগতের পতি
করিবেন সুমঙ্গল, ধর্ম্মরক্ষা তরে।
ও পদ-প্রসাদে দাস না ডরে শমনে,
মর্ত্ত্যের মানব দ্রোণ, ভয় কি তাঁহারে?—
দুঃশাসন, দুর্য্যোধন, কর্ণ, জয়দ্রথ,
আদি সর্ব্ব রথী যদি আসে একসনে,
তাহে নাহি ডরে দাস ও পদ-আশীষে।
বিদিত এ বীরকুলে—সে দিন সংগ্রামে
যে বীরত্ব সাধি গেছে বীরকুলমণি
শস্ত্র (সে অমর গাথা কে পারে ভুলিতে?)
লক্ষ লক্ষ অরি দলি', দ্রোণদেব সনে
করিলা তুমুল রণ, আচার্য্য যখন
ছাড়িলা ব্রহ্মাস্ত্র রোষে, সারথি সাত্যকি
ভয়ে ফিরাইলা রথ, কিন্তু সে গর্জ্জিয়া
কহিলা যা' সাত্যকিরে, এখনো জাগিছে—
সে অপূর্ব্ব বীরভাষা আমার শ্রবণে!
কহিল,—'সে বীর বলি' প্রশংসে তোমায়
সকলে, সাত্যকি! মম নাহি লয় মনে
বীরকুলে জন্ম তব! অথবা তোমার
দেহে বহে তপ্ত রক্ত, অসম্ভব মানি,
তাহ'লে ছাড়িয়া রণ, তুচ্ছ প্রাণভয়ে
পারিতে কি পলাইতে?—মানব-জীবন

অজর অমর কবে? আজি যাও চলি
কিনিয়া এ অপযশ, কর্ত্তব্য-লঙ্ঘন!
কিন্তু কার তরে? ধিক্! এ জীবনকণা—
আজি হো'ক্, কালি হো'ক্ ফুরাবে নিশ্চয়।
ফিরাও ফিরাও রথ, বিরাট-নন্দন
প্রাণভয়ে ভীত নহে কাপুরুষ মত;
বীরবংশে জন্ম মম, আগ্নেয় শোণিত
এখনো ছুটিছে বক্ষে ধমনী-শিরায়।'
"বলিতে বলিতে, তাত! দেখিনু চাহিয়া
রথ ছাড়ি শূরবর পড়িয়া ভূতলে
এড়িলা সে শরজাল, নারাচ, তোমর;
কিন্তু সে অব্যর্থ অস্ত্র—তাই নিবারিতে
না হইল শক্তি! শঙ্খ কহিল আমারে,—
'তবে ভাই অভিমন্যু! সাধি বীরকাজ
চলিলাম! বলিও সে পিতার চরণে
দাসের মরণ-কথা! বলিও স্বদলে,—
মরেনি বিরাটসুত কাপুরুষ সম।'
—"সে মহা মরণ, তাত! যবে পড়ে মনে
ইচ্ছা হয় সেই দণ্ডে পশিয়া সংগ্রামে
ক্ষত্রিয়কুলের গ্লানি অধর্ম্মী সকল,
বিনাশি, হরণ করি ধরণীর ভার।
অথবা শঙ্খের মত মহা বাহুবলে
প্রাণপণে অরি দলি, শ্রান্ত দেহে শেষে
ঘুমাই অনন্ত ঘুম শরশয্যা-তলে—

সতত বীরেন্দ্রবৃন্দ, চাহে যে শয়ন।"
সুদীর্ঘ নিশ্বাস ফেলি, নীরবিল বলী,
থামে যথা বারিনিধি ঝড়-অবসানে,
তেমনি থামিল পুন সে বীর-হৃদয় ;
আবার আয়ত আঁখি হইল আনত,
আবার জাগিল লাজ সে রাঙ্গা কপোলে।
সস্মিত প্রসন্ন মুখে উঠি নারায়ণ
কহিলেন—"ধর্ম্মরাজ! অহি-শিশু কভু
বিষহীন নহে দেব! এ বীরকুমার
সমরে যাইতে ইচ্ছে ধর্ম্মরক্ষা-আশে ;
প্রসন্ন বদনে তুমি দেহ অনুমতি।
এ শিশু কেশরি-শিশু, মহা অগ্নিকণা,
জানি, অনুমতি দেহ গুরু, বন্ধুজন!"
অচ্যুতের বাণী শুনি কহিলা ভূপতি,—
"তুমি আজ্ঞা দিলে ভাই! কি ভয় আমার?
অর্জ্জুনের পুণ্যবলে, তোমার কৃপায়,
প্রভাতে করিবে রণ অভিমন্যু মম,
সুরাসুরজয়ী বীর দ্রোণ গুরু সনে।"
দাঁড়াইলা ভীমার্জ্জুন আলিঙ্গি কুমারে,
আশীষি কহিলা পার্থ,—"প্রাণাধিক ধন!
রাজার, কৃষ্ণের আর ভীমের আজ্ঞায়
প্রভাতে করিও রণ গুরুদেব সনে।
সুযশ-মন্দারমালা পরায়ে ও গলে,
প্রসন্না বিজয়লক্ষ্মী করুন কল্যাণ।

লক্ষ চক্ষে দেখে যেন মানব, দেবতা—
'এ শিশু কেশরি-শিশু, কালানল-কণা!'
কিন্তু বৎস! মনে রেখ, জীবন মরণ
সংগ্রামে, ক্ষত্রিয়কুলে, উভয় সমান!"
নীরবিলা ধনঞ্জয়, পাণ্ডবের দলে
উঠিল দিগন্তভেদী মহা জয়ধ্বনি!
কাঁপিল সে জয়-রবে কৌরব শিবির,
কাঁপিল কুস্বপ্ন দেখি সুভদ্রা জননী;
সহসা উঠিল কাঁপি উত্তরা-হৃদয়—
অজানা আতঙ্কে বালা উঠিল কাঁপিয়া,
ভূকম্পনে কাঁপে যথা সরসে নলিনী।

কি ক্ষতি আমার।

১

কিসে কি ক্ষতি আমার?—
না হয়, আঁধার-মগ্ন
জীবনের সুখ স্বপ্ন,
না হয়, মলিন প্রাণ আরো অন্ধকার!
না হয়, আপনা ভুলে,
পড়েছি জলধি-কূলে,
না হয়, গ্রাসিতে আসে ভীম পারাবার!—
আমিতো তোমারি, বিভো! কি ক্ষতি আমার?

২

কিসে কি ক্ষতি আমার ?—
আশা ছিল, বন-বালা
গাঁথিয়া মালতী-মালা,
আদরে বসন্ত-ভোরে দিবে উপহার ;
আশা ছিল হৃদিতলে,
আনন্দে পরিব গলে,
মনোরম সে মালিকা, দেব-বালিকার,
সে আশা "দুরাশা" তাহে কি ক্ষতি আমার ?

৩

কিসে কি ক্ষতি আমার ?—
ভেবেছিনু বসুন্ধরা
বাসন্ত-কুসুম-ভরা,
আঁচলে মলয়া চলে, শিরে তারা হার ;
মুখে পাপীয়ার রব,
মধুর মধুর সব !
দেখি যে বরিষা নেছে কেড়ে সে বাহার,
জলাভূমি ধরা, তাহে কি ক্ষতি আমার ?

৪

কিসে কি ক্ষতি আমার ?—
ঘর বেঁধে মহাবনে
ভেবেছিনু মনে মনে—
"আনন্দ-আশ্রম" মম সোণার আগার !

অকস্মাৎ মহা ঝড়ে,
সে ঘর ভাঙিয়া পড়ে!
মাটিতে মিশিল হায়! হয়ে চূরমার!
ভাঙিল কুটীর যদি, কি ক্ষতি আমার?

৫

কিসে কি ক্ষতি আমার?
ভেবেছিনু, কাছে গেলে
দিবে সখী সুধা ঢেলে,
আঁচলে মুছায়ে দিবে তপ্ত অশ্রুধার;
প্রাণের লুকানো ব্যথা
ভুলাইবে স্নেহলতা,
জুড়াবে তাপিত বুক, ছায়া পেয়ে তার,
সে নয় দেখেনি চেয়ে, কি ক্ষতি আমার?

৬

কিসে কি ক্ষতি আমার?—
বড় সাধ ছিল মনে,
স্বরগে কমল-বনে
পাতিব আসন মম প্রীতি-প্রতিমার;
কনক-মন্দার গলে,
কনকের শতদলে
দাঁড়ায়ে কনকলতা ছড়াবে বাহার!
পূরিল না সে কামনা, কি ক্ষতি আমার?

৭

কিসে কি ক্ষতি আমার ?—
আমা হেরি অহর্নিশ
অমৃতে উপজে বিষ,
পলকে নন্দন-বন হয় ছার খার ;
পাইলে আমার সাড়া,
মনে করে "লক্ষীছাড়া",
বিরক্ত, আতঙ্কে কেহ খোলে না দুয়ার !—
(আমার বিযাক্ত বায়ু, দোষ দিব কার ?)

৮

কিসে কি ক্ষতি আমার ?
প্রাণের অসীম আশা,
বলিতে যা' হারে ভাষা,
হৃদয়ের অবক্তব্য সাধ আবদার ;
সেই সব বোঝা লয়ে,
চিরকাল মরি ব'য়ে,
কিছুই মুহূর্ত্ত তরে পোরে না আমার !
আমি যদি সোণা ধরি,
ছাই হয়, ভয়ে মরি !
কপাল এমনি পোড়া দীন অভাগার !—
পোড়া কপালের ভস্ম,
তাই যার "সরবস্ব,"
তার কাছে চাও কেবা কিবা সমাচার ?—

—সে সব আমারি থা'ক
আমাতেই মিশে যা'ক,
সবে হবে এক সাথে চিতার অঙ্গার!
পর বা অপর হও,
আমা হ'তে দূরে রও,
ছুঁলেই ফুরায়ে যাবে কুবের-ভাণ্ডার!
আমারে বিধির লেখা,
আমি র'ব একা একা,
টানিব ভগন বুকে শত বোঝা ভার!
একলা একটী ধারে
কাল—চিরকাল, হা'রে!
কাটাব, লইয়া চিতা সাধ-বাসনার!
জগত জাগিয়া থা'ক,
অথবা ভাঙিয়া যা'ক,
আমারে সে ডাকিবে না, ভাগ নিতে তার!
আমি শুধু জানি, কিসে কি ক্ষতি আমার?

৯

কি ক্ষতি আমার বিভো! কি ক্ষতি আমার?
পরে বলে আমি হরি!
নিষ্ফল তপস্যা করি,
মৃত্তিকা মিলেনা মম মাথা রাখিবার!—
তা হলেও দয়াময়!
এ পরাণে নাহি ভয়,
তুমি যে আমার দেব! কোটি পুরস্কার!

সংসারের শত ঝড়
চলুক মাথার পর,
চাহিয়া দেখিতে মম নাহি দরকার ;
তোমারে, আসন পেতে
হৃদয়ে রাখিব গেঁথে,
নিতি এ জীবনটুকু দিব "উপহার" ;
তব দত্ত সুখ দুখ,
তাহে ভরা মম বুক,
ভাবিলে পুলকে নাথ ! বাঁচি না যে আর,
সে তুমি আমারি, "ক্ষতি" কোথায় আমার ?

সুখী।

১

ভেব না "অভাগা" মোরে
ভেব না "জনম-দুখী",
আমার সুখের কথা
শুন আজি বিধুমুখি !

২

চিরদিন পথে পথে
ফিরিয়াছি, শ্রান্ত দেহ,
চাহেনি মুখের পানে
নিকটে ডাকেনি কেহ।

৩

একেলা ঢেলেছি অশ্রু
মুছেছি সে আঁখি জল,
রাখিতে তাপিত মাথা
মিলেনি কো তরুতল।

৪

চাঁদেতে ছিল না সুধা
উষাতে ছিল না হাসি,
ছিল না ফুলেতে শোভা
সঙ্গীতে অমিয়া-রাশি।

৫

হৃদয়ে ছিল না টান
মরমে ছিল না আশা,
ছিল না আমার তরে
এক ফোঁটা ভালবাসা।

৬

দাঁড়াতে মিলেনি ঠাঁই,
কাঁদিতে মিলেনি বন,
মিলেনি ব্যথার ব্যথী
ধরাতলে একজন।

৭

অনাথ ভিখারী হেন
ফিরিয়াছি দোরে দোরে,

একটু আদরে কেহ
নিকটে ডাকেনি মোরে!—

৮

সেধে সেধে কাছে গেছি
প্রাণ বিকাইব বলে,
নিঠুর সংসার হায়!
চরণে দিয়েছে দলে।

৯

কি দারুণ সে আঘাত
কি যে হৃদি চূরমার!
কি বেদনা কি যাতনা!
নহে তা তো কহিবার।

১০

এমনি অভাগা দেখি
তুমি ত্রিদিবের বালা,
সাধিয়া লইলে কাছে
আঁচলে মুছায়ে জ্বালা!

১১

সে শুভ মাহেন্দ্র যোগ
জীবনে রয়েছে লেখা—
মানসে দেবতা-পূজা
স্বপনে স্বরগ-দেখা!

১২

শুকানো পরাণ মম
ওই স্নেহ-ধারা পেয়ে,
বরিষার দূর্ব্বা সম
আবার উঠিল ছেয়ে।

১৩

তোমার মমতা, দয়া,
তোমার সোহাগ, প্রীতি,
এ বুকে নীরবে দিল
জাগায়ে অমৃত-স্মৃতি।

১৪

অনন্ত অভাব মম
মুহূর্ত্তে পূরিয়া গেল,
শূন্য বুকে, মৃত বুকে
অমর জীবন এল।

১৫

ভরে গেল সারা ধরা,
পূরে গেল প্রাণ মন,
সে হ'তে হলেম আমি
সংসারের "একজন"।

* * *

১৬

আজি যদি ঠাঁই মোর
নাহি থাকে ধরাতলে,
আমারে জগত যদি
শত পদাঘাতে দলে ;
সুখ-সাধ সুখ-আশা
হয় যদি অবসান,
শ্মশানে মিশিয়া যায়
সে পূরবী বীণাতান ;
তবু, ও অমর-গাথা
এ পরাণ জুড়ি' র'বে,
তাতেই মরমে মম
অমৃত তুফান ব'বে।

১৭

জপিয়া তোমারি নাম
আনন্দে সকলি স'ব,
দেখেছি যে প্রেমময়ী,
তাই পূজি সুখী হ'ব।

১৮

এ বুকে ও পূত গন্ধ
উথলিবে যত বার,
ততই হইব আমি
জগতের "আপনার"।

১৯

কেন ভাগ্যবান্ আমি,
কেন আমি চিরসুখী ?
সে সুখের ইতিহাস
শুনিলে তো বিধুমুখি !

পতঙ্গের প্রতি।

১

কেন রে জ্বলন্তানলে, অবোধ পতঙ্গ !
পড়িছ উড়িয়া ?—
"রূপ" নহে ও যে কাল,
পাতিয়াছে মায়াজাল,
ছুঁইলে মরিবি পুড়ে—যা' রে যা' সরিয়া।

২

আপনা বিকাবি হায় ! কি সুখের আশে
অনলের পা'য় ?
ও নহে কুসুম-বধূ,
দিবে না সৌরভ মধু,
পোড়ায়ে মারিবে শুধু রূপের শিখায় !

৩

কিসের কামনা তোর বল্ প্রকাশিয়া,
শুনি একবার,
আমি তো বুঝি না হায়!
ওই হৃদি কিবা চায়,
নীরস মরণ তোর কেন কণ্ঠ-হার?

৪

যদি,
আলোক-পিপাসী তুমি, যাও মন-সুখে
চন্দ্র-কর-ছায়,
সে যে সুধা-মাখা আলো,
যত পাই তত ভাল,
সকল সন্তাপ নাশি, জীবনী জাগায়।

৫

যদি,
সৌন্দর্য্য-ভিখারী তুমি, যাও তবে চলি
যথা উপবন—
সেখানে সবুজ গাছে
বেলা যুঁই ফুটে আছে,
রাখ গে গোলাপ-দলে অতৃপ্ত জীবন।

৬

অথবা—তোমার যদি মরণে পিয়াসা,
যাও সিন্ধু-তলে—
সে নীলিমা অপরূপ!
অনন্ত-বিস্তৃত রূপ!
শীতল মরণে পাবে ডুবি তার তলে।

৭

নিঠুর অনলে তোর সুখের পরাণ
কেন রে! সঁপিবি?—
ক্ষুধিত শার্দ্দূল প্রায়
তোরে ও গ্রাসিবে হায়!
এ মরণে সুখ নাই—জ্বলিয়া মরিবি!

৮

ফুলে ফুলে মধু খেয়ে উল্লাসে নাচিয়ে,
সাধ না পূরিল!
সাধের সরল প্রাণ
আগুনে করিবি দান,
ছা ধিক্! কেন রে! হেন কুমতি হইল?

৯

ফিরে যা' স'রে যা' মূর্খ! এ নিয়তি-ফাঁদে
দিস্‌নে চরণ—
কপট সৌন্দর্য্যে ভুলে
জ্বলন্ত জ্বালায় তুলে—
দিস্‌নে ও মধু-মাখা সোণার জীবন!

১০

হায় !
মিছা তোরে দেই গালি, আমরাও হেন
কত ভুল করি—
অমৃত ছাড়িয়া ভাই !
মৃত্যু-মুখে ছুটে যাই,
মরণের "রূপে" হায় ! জীবন পাসরি।

১১

মরতের শ্রেষ্ঠ জীব মানব, পতঙ্গ !
তোমারো অধম—
তুমি শুধু ম'রে যাও,
দুখ, জ্বালা, নাহি পাও,
মানবের দুরদৃষ্ট—যাতনা বিষম !
আমরা আগুনে পড়ি
জ্বলি, পুড়ি, নাহি মরি,
না পাই সে মহানিদ্রা—শান্ত মনোরম !
বড়ই নিঠুর, ভাই ! আমাদের যম।

অনলের প্রতি পতঙ্গ।

"কিমপ্যস্তি স্বভাবেন সুন্দরং বাপ্যসুন্দরং।
যদেব রোচতে যস্মৈ ভবেৎ তৎ তস্য সুন্দরম্॥"

১

পুড়িয়া মরিব—
ও পদে ভিখারী দাস,
পুড়িয়া মরিতে আশ,
বিধাতার বরে আজি সাধ পূরাইব;
জীবনে "মরণ" আছে,
তাই যাচি তব কাছে,
এ কচি পরাণ টুকু, রাঙ্গা পায়ে দিব!
দাঁড়াও দাঁড়াও প্রভো! পুড়িয়া মরিব।

২

পুড়িয়া মরিব—
জগতের যত শোভা,
মনোহর মনোলোভা,
সকলি তোমাতে মাখা, বেশি কি বলিব!
ধর্ম্ম কর্ম্ম, পুণ্য-ভূমি
আমার সকলি তুমি!
তোমাতে এ কায় মন পূর্ণাহুতি দিব!
দাঁড়াও দাঁড়াও প্রভো! পুড়িয়া মরিব।

৩

পুড়িয়া মরিব—
বসন্তের সমীরণে,
কুসুমিত উপবনে,
কত খুঁজিয়াছি তোমা, কেমনে কহিব!—
তুমি ভেবে—রবিটীরে,
দেখিয়াছি ফিরে ফিরে!
রাঙ্গা মেঘ দেখে বলি "ছুটিয়া ধরিব"।
দাঁড়াও দাঁড়াও প্রভো! পুড়িয়া মরিব।

৪

পুড়িয়া মরিব—
মুহূর্ত্তে সে ভেঙ্গে ভুল
মরমে বাজিত শূল!
সে যাতনা সে বেদনা খুলে কি বলিব?—
ভাবিতাম—ক্ষুদ্র আয়ু,
কবে কেড়ে নেবে বায়ু,
হয় তো এ তৃষা নিয়ে শ্মশানে শুইব!
দাঁড়াও দাঁড়াও প্রভো! পুড়িয়া মরিব।

৫

পুড়িয়া মরিব—
যদি বিধাতার লেখা,
দয়া করি দে'ছ দেখা,
জীবন থাকিতে দেহে কেমনে ছাড়িব?—

পতঙ্গের তুচ্ছ প্রাণ—
"উপহার" লহ দান!
চির-বাসনার তৃপ্তি বারেক লভিব,
দাঁড়াও দাঁড়াও প্রভো! পুড়িয়া মরিব।

৬

পুড়িয়া মরিব—
শত তপস্যার ফল—
চুমি ওই পদতল,
অণু পরমাণু হয়ে ও অঙ্গে ডুবিব!
ও জ্বলন্ত দেব-রূপে
ধীরে ধীরে—চুপে চুপে
আত্ম-সমর্পণ করি "অমর" হইব!
দাঁড়াও দাঁড়াও প্রভো! পুড়িয়া মরিব।

৭

পুড়িয়া মরিব—
অবোধ পতঙ্গ-প্রাণ
চাহে না কো প্রতিদান,
আমারে দিওনা কিছু—আমি সবি দিব,
দি'ছি সাধ দি'ছি আশা,
দি'ছি প্রীতি ভালবাসা,
বাকি আছে দেহ, আজি তাহাই সঁপিব!
দাঁড়াও দাঁড়াও প্রভো! পুড়িয়া মরিব।

৮

পুড়িয়া মরিব—
মানুষ বঞ্চক জাতি,
সদা থাকে হাত পাতি,
বলে—"তুমি আগে দাও, আমি শেষে দিব",
আমি ক্ষুদ্র পতঙ্গম,
নর নহি—প্রিয়তম !
আমার সর্ব্বস্ব লও, কৃতার্থ হইব,
দাঁড়াও দাঁড়াও প্রভো ! পুড়িয়া মরিব।

৯

পুড়িয়া মরিব—
পুড়িয়া মরিতে আসা,
পুড়িয়া মরিব—আশা,
কেমনে এ ভালবাসা নীরবে সহিব ?
তাই বলি আরো ঢা'ল,
ও পূত উজল আলো,
হইয়া আপনা-হারা ঝাঁপায়ে পড়িব,
দাঁড়াও দাঁড়াও প্রভো ! পুড়িয়া মরিব।

১০

পুড়িয়া মরিব—
তফাতে, বাহিরে থেকে
হাতে ছুঁয়ে চোখে দেখে
যে হয় সে হো'ক্ সুখী আমি না পারিব !—

আমি তব অণু হব,
তোমাতেই ডুবে র'ব,
"তুমি আমি" ঘুচে গিয়ে একই হইব!
দাঁড়াও দাঁড়াও প্রভো! পুড়িয়া মরিব।

১১

পুড়িয়া মরিব—
অনন্তের সাক্ষী যারা
দেখ চেয়ে কোটি তারা!
বিন্দু আমি সিন্ধু-মাঝে মিলিব মিশিব!
ইষ্টদেব-পদে প্রাণ
সশরীরে করি দান,
সারূপ্য, সাযুজ্য, মোক্ষ, সকলি পাইব!
দাঁড়াও দাঁড়াও প্রভো! পুড়িয়া মরিব।

প্রার্থনা। *

১

জীবন, মরণ, বিভো! কারে আমি চাই—
তুমি তাই সুধিছ এখন?
আমারে জীবন দাও, মৃত্যু কাজ নাই,
চাই না এ অলস মরণ!

---

* রোগ-শয্যায় লিখিত।

২

মরণ চাহি না কেন, কি বলিব হায়!
এ দেশে তো মরিছে সবাই,
কেহ সন্ধ্যাকালে—কেহ ভোরে চলে যায়,
আমি নয় অবেলায় যাই।

৩

ধনী, দীন, জ্ঞানী, মূর্খ, শমনের করে
কোন্ কালে কে পেয়েছে ত্রাণ?
আমারি কি মরিবার এত ভয় করে?
আমারি কি আদরের প্রাণ?

৪

"প্রবাসী পথিক আমি", হইবে ফিরিতে—
সে কথা কি ভুলে গেছে মন?
মায়ার সংসার ফেলে চাহি না যাইতে,
আমারি কি এতই বাঁধন?

৫

ম'লে কি সাধের ফুল যাইবে শুকিয়ে,
ছিঁড়িবে এ বীণা-বাঁশী-তার?
মায়ের নয়ন-জল পড়িবে ঝরিয়ে,
ব্যথা পাবে, যাহারা আমার?—

৬

কোন্ অণু কণা আমি, সেই সব তরে
জগদীশ! চা'ব এ জীবন?—
তোমার মঙ্গল ইচ্ছা অমৃত বিতরে,
তাই নাথ! হউক পূরণ।

৭

মোর ক্ষোভ—দয়াময়! জীবন থাকিতে
রহিয়াছি মৃত জড়প্রায়;
তোমার জগতে আসি কিছুই করিতে
হতভাগা পারিল না হায়!

৮

আরো ক্ষোভ—এই তুচ্ছ জীবনের লাগি
এত চেষ্টা, এত আয়োজন!
এত দয়া, এত স্নেহ, এত দুঃখভাগী,
এত বক্ষ সহিছে বেদন!

৯

তাই চাই—সংসারের শত নির্ম্মমতা
আমি নাথ! সকলি সহিব;
তুমি যার, প্রাণে তার কেন কাতরতা?
তব নামে বাঁচিয়া রহিব।

১০

সহস্র মরণে, হরি! কার আসে ভয়,
মৃত্যুঞ্জয়! স্মরণে তোমায়?
কিন্তু এ যে "মহামৃত্যু" কভু নাহি স'য়,
একি শাস্তি দিলে অভাগায়?

১১

জীবন, মরণ, আমি কোন্‌টীরে চাই,
তাই যদি সুধিছ এখন;
খুলে দাও মহাপাশ, খাটিবারে যাই,
কাজ নাই এ পোড়া মরণ।

বিদেশে।

আকাশে মেঘের ছায়া—ঘোর আঁধারে,
এসেছি এ কোন্ দেশে? চিনিনে কারে!
আপনার জন যারা,
কেউ হেথা নাই তারা,
ভিজিল না তপ্ত বক্ষ করুণা-ধারে,
কে জানে এসেছি কোথা, চিনিনে কারে।

এ বিদেশে পর আমি, তাহে অবেলা,
বসে আছি এক পাশে হয়ে একেলা ;
এ দেশে তমাল-শাখে
কলকণ্ঠ নাহি ডাকে,
না সাজায় দিগঙ্গনা বাসন্তী মেলা !
এখানে নরের হিয়া
রহিয়াছে শুকাইয়া,
তাহারা কেবলি খেলে নিঠুর খেলা—
পদাঘাতে দীন-হৃদি ভাঙ্গিয়া ফেলা !

আমার সে "স্নেহভূমি" কতই দূরে—
যেখানে বাঁশরী বাজে মোহিনী সুরে !
যেখানে বিকালবেলা
নির্ঝরিণী খেলে খেলা,
সুরভি সমীরটুকু বেড়ায় ঘুরে !
যেখানে শ্যামল গাছে
চাঁপা ফুল ফুটে আছে,
সবে সবা ভালবাসে পরাণ পূরে,
আমার সে ঘর বাড়ী, কতই দূরে ?

যদি মোর স্নেহভূমি "দু'হাত" ধরা,
তবুও সে রোগ-শোক-যাতনা-হরা !
তবু তাহে স্নেহ প্রীতি,
তবু তাহে সুখ-স্মৃতি,
তবু তাহে রাশি রাশি আদর ভরা !

সেথা যে বিহগকুল,
তরু, লতা ফল, ফুল,
আমারি আমারি তারা "নিজস্ব" করা !
হোক্ না সে স্নেহভূমি "ত্রিপাদ ধরা"।

একেলা রয়েছি আজ পরের দেশে,
সেই সব মনে মনে জাগিছে এসে !
শুনিতে স্নেহের ভাষ
মরমে অতৃপ্ত আশ !
অন্ধ আঁখি, রুদ্ধ শ্বাস, কি হবে শেষে ?
কে জানে বিধির লেখা,
হবে কি না হবে দেখা,
কোন্ স্রোতে কোন্ থানে যাইব ভেসে !
কৃতান্ত বা দেন দেখা "সুহৃদ"-বেশে।

কেন এ সন্দেহ ?

১

ওই নাকি দেখা যায়
কোটি কোটি সৃষ্টি হায় !—
সুনীল গগনে ক্ষুদ্র তারকা সাজানো ?—
দেবতা, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ—
পূর্ণ কি ওদেরি বক্ষ ?—
কে জানে রহস্য আরো কি আছে লুকানো !

২

মহা মহীধর সুখে
আছে চন্দ্রমার বুকে ?—
ছিছিছি সোণার চাঁদে তাও কি সম্ভব ?
চন্দ্র-লোকে নাই আলো,
সকলি বন্ধুর, কালো,
এও কি কখন মন করে অনুভব ?

৩

সমীরের স্তরে স্তরে,
প্রাণিগণ বাস করে !
শূন্য মহাশূন্য নাকি জীবের আবাস !
রবি শশী থাকে স্থির,
যাতায়াত পৃথিবীর,
আমরা যা' চোখে দেখি, সব অবিশ্বাস !

৪

ভেদিয়া ভূধর-কায়
নির্ঝর বহিয়া যায়,
নিরেট পাথর-মাঝে জল কোথা রহে ?
উত্তাপে সলিল ছোটে
মেঘ হ'য়ে শূন্যে ওঠে,
সে আবার বরষায় ধরাতলে বহে !

৫

মানব দু'দিন তরে
এ জগতে বাস করে,
তবু তার "আমি আমি" তবু হিংসা রাগ!
বিবশ মোহের ভরে,
তবু হায়! মনে করে—
"সকলে ঘুমিয়ে আছে, আমিই সজাগ"!

৬

আজি যথা মরু-মাঠ,
কালি তথা রাজা-পাট,
বিকালের অশ্রুগুলি প্রভাতের হাসি;
আজি যা' অমৃত বলি,
কালি তার বিষে জ্বলি,
সেই যে সংসারী ছিল, আজি সে সন্ন্যাসী!

৭

পথে পড়া মেয়ে আহা!
কালে—রাণী "নুরজাঁহা"—
দীন কাঙালের মেয়ে ভারত-ঈশ্বরী!
মহামূর্খ কালিদাস,
তারি নাম সুপ্রকাশ—
"ভারতীর বর পুত্র" ত্রিভুবন ভরি!

৮

সকলি সম্ভব হেন;
তবে রে! সন্দেহ কেন,
অনন্ত-শকতিময় অনাদি কারণে?—
তাঁর লাগি কত উক্তি,
কত তর্ক কত যুক্তি;
কত অবিশ্বাস আসে মানবের মনে!

৯

আমরা মূর্খের মূর্খ;
গড়ি আপনার দুঃখ,
জ্ঞানময়ে খুঁজে মরি এক বিন্দু জ্ঞানে!
ইঙ্গিতে ব্রহ্মাণ্ড যাঁর,
আমি অণু কোথাকার,
শিখিব তাঁহার তত্ত্ব—মত্ত অভিমানে?

সখা।

যারে আমি "মোর" বলি;
সেই নাহি আসে কাছে,
তাই ভয় করে, সখি!
তুমি ফাঁকি দাও পাছে!

এখনো রয়েছি বেঁচে
ওই মুখ-পানে চেয়ে,
এ দেহে শোণিত বহে
তোমারি বাতাস পেয়ে।
হৃদয়ে দেবতা তুমি,
কর্ম্মের উৎসাহ বল,
সুখের উৎসব মম,
বিষাদে আরাম-স্থল ;
এই ভিক্ষা মাগি তোরে
দু'খানি চরণ ধরি,
মরমে জাগিয়া থাক্
এ আঁধার আলো করি !
নিশায় হাসিবে শশী
খুলি যবে চন্দ্রানন,
স্বরগ-অমিয় নিয়ে
বহি যাবে সমীরণ ;
প্রকৃতি, মাণিক-ফুলে
সাজাবে গগন-ডালা,
জ্বালাইবে দিগঙ্গনা
উজল আলোক-মালা !
নীরব নিজন পুরী
স্তিমিত আলোক-রেখা,
সংসারের অগোচরে
তুমি আমি র'ব একা ;

ধীরে ধীরে মহানিদ্রা
নয়নে আসিবে মম,
দেখিব পরাণ ভরি
ও আনন নিরুপম!
ঢলিয়া পড়িব যবে,
তোরি কোলে মাথা র'বে,
বল দেখি, সোণামুখি!
এ কপালে তা'কি হবে?

রাধিকা।

"অকিঞ্চিদপি কুর্ব্বাণঃ সৌখ্যৈর্দুঃখান্যপোহতি।
তৎ তস্য কিমপি দ্রব্যং যো হি যস্য প্রিয়ো জনঃ।"
—ভবভূতি।

১

কি বলিলি—প্রাণসই! সে কি রাজা মথুরার?—
ত্যজিয়া এ বৃন্দাবন,
মাঠে মাঠে গোচারণ,
সে কি আজ রাজপাটে, পাইয়া রাজত্ব-ভার?
বল্ তোরা ফিরে বল্—শ্যাম সে তো রাধিকার!

২

কি বলিলি ব্রজ আজি মনেও পড়ে না তার—
ভুলেছে সে ছেলে-খেলা রাজা হ'য়ে মথুরার?

শ্রীদাম সুদাম সনে
ধেনু রাখা বনে বনে,
শয়ন তমাল-তলে, ননী-চুরি গোপিকার ?
আজি তার অগণন
ধন, মান, বন্ধুগণ,
তাই তুচ্ছ বৃন্দাবন ভাবে না সে একবার ?—
বল্ তোরা ফিরে বল্—শ্যাম সে তো রাধিকার !

৩

ছিঁড়িয়া কি বনমালা যজ্ঞসূত্র গলে তার ?—
দোলে না সে শিখিপাখা ছড়ায়ে শোভার ভার ?
খুলিয়া মোহন চূড়া,
খুলিয়া সে পীত ধড়া,
পরেছে কি রাজবেশ মণিময় অলঙ্কার ?—
আজি সে রাখালরাজে
সত্যকার রাজ-সাজে
বল্ দেখি প্রাণসখি! হইয়াছে কি বাহার ?
বল্ তোরা ফিরে বল্—শ্যাম সে তো রাধিকার !

৪

কি বলিলি প্রাণসই! বামে কি মহিষী তার ?—
কাঞ্চন-জড়িত ছটা নীলকান্ত-নীলিমার ?
কে সে সই! ভাগ্যবতী,
শ্যামেরে পেয়েছে পতি,
নাই কলঙ্কের ভয়, পোড়া লোক-গঞ্জনার ?

কে বসি সে পদ-মূলে
গরবে আপনা ভুলে,
ঢেলে দেয় রাঙ্গা পায়ে সোহাগের অশ্রুধার ?
কে গো ! সে সুভগা মেয়ে,
অনিমিষ থাকে চেয়ে
সে বিধুবদন-পানে, হারাইয়ে ত্রিসংসার ?
কিবা তার যোগ-ধর্ম্ম,
কিবা তার পুণ্য-কর্ম্ম,
এ ফল ফলেছে তার কত যুগ তপস্যার ?
দেবের দুর্লভ মণি
যে পেয়েছে, সে কি ধনী !
শ্যামের জীবনী বাড়ে সিঁথীর সিঁদূরে যার,
সে যে রাজরাজেশ্বরী,
সহস্র প্রণাম করি,
শত রাধা নহে তার দাসীযোগ্যা হইবার !
শ্যাম সুখী যার সুখে,
থাক্ সে পরম সুখে,
সে পদে মানসে মম কোটি কোটি নমস্কার,
থাক্ থাক্ সুখে থাক্, শ্যাম সে তো রাধিকার !

৫

সত্য যদি প্রাণসখি ! শ্যাম রাজা মথুরার,
কেন তবে ব্রজভরা এ আকুল হাহাকার ?

ব্রজে তার বহা বাধা,
ব্রজে তার মান সাধা,
পোড়া ব্রজে প্রেমে কাঁদা, অবিচার, অনাচার!
মথুরায় রাজসুখ,
নাহি ব্যথা, নাহি দুখ,
সেখানে রাধিকা নাই চাঁদের কলঙ্ক তার!
শ্যাম সুখে আছে যদি,
কেন তবে নিরবধি
ব্রজভরা এ যাতনা—এ আকুল হাহাকার?
কেন গো! মরম-তলে
এ দারুণ জ্বালা জ্বলে,
কেন নয়নের জল বহে হেন অনিবার?
বল্ তোরা ফিরে বল্—শ্যাম সে তো রাধিকার!

৬

সত্য যদি প্রাণসই! শ্যাম রাজা মথুরার,
যে কাঁদে সে নাম স্মরি, মুছায়ে দে আঁখি তার;
বল্ গে মা যশোদারে,—
নীল যমুনার পারে
সুখে আছে নীলমণি পেয়ে আজি রাজ্যভার,
মায়ের "রাখাল ছেলে"
সে যদি রাজত্ব পেলে,
তা' হ'তে জগতে আর কিবা সুখ আছে মা'র,
বল্ তোরা ফিরে বল্, শ্যাম সে তো রাধিকার!

৭

বল্ সখি ! পায়ে ধরি, সে কি রাজা মথুরার !—
রাধা তো শ্যামের আধা,
পরাণে পরাণ বাঁধা,
রাধা-নামে সাধা বাঁশী, আমি জানি সমাচার ;
শ্যাম গতি, শ্যাম মতি,
শত জনমের পতি,
ধরম করম শ্যাম সরবস্ব রাধিকার !
তার নাম-সুধা-বাসে
মৃত দেহে প্রাণ আসে,
স্বরগ মরত মিশি হ'য়ে যায় একাকার !
সে আমার আছে সুখে,
বল্ তোরা শত মুখে,
উথলিবে পোড়া বুকে অমৃতের পারাবার ;
পরাণে জাগিবে বল,
শুকাবে নয়ন-জল,
নিভিবে আগুন তার অদর্শন-যাতনার,
বল্—শ্যাম সুখে আছে রাজা হ'য়ে মথুরার।

অসময়ে।

অসময়ে, দীনবন্ধো!
সকলে ঠেলিছে পা'য়,
ঠেলিও না তুমি প্রভো!
দীনহীন অভাগায়।

নীরবে নিভিছে আশা
ভাঙিছে খেলার ঘর,
এ সময়ে, দয়াময়!
তুমি হইও না "পর"।

অকৃতী অধমে আজি
কেহ নাহি ভালবাসে,
সাধিলে, না কথা কয়,
ডাকিলে, না কাছে আসে।

মরমে অনল-জ্বালা
কেবলি জ্বলিছে তাই,
বাসনা, বাঁধন খুলে
সব ফেলে চলে যাই।

না, না, আমি অণু রেণু
সিন্ধু-তীর-বালি-কণা,
আমার এ মোহ কেন
কেন নাথ! এ যাতনা?

এমনি হাসুক শশী
নীলাকাশ আলোকিয়া,

ভাসুক রজত-ছটা
দশ দিক্ উছলিয়া ;
গাউক মধুর গীতি
কাননে পাপিয়াকুল,
আসুক বসন্ত ফিরে
ফুটুক সুরভি ফুল ;
জগত-সংসার যেন
চাহে না আমার পানে,
চলি যা'ক্ বহি যা'ক্
আপন আপন তানে ;
সংসারে "কুগ্রহ" আমি
চাহিয়া দেখিতে নাই,
হেন অভাজনে, বিভো !
দিবে কি চরণে ঠাঁই ?

স্রোতের ফুল। *

১

কমল-মুকুল ওই স্রোতে ভেসে যায়,
ধূলা-মাখা কালি-মাখা,
লাবণ্য পড়েছে ঢাকা,
চঞ্চল সমীর-ভরে ছুটেছে কোথায় !

* একটী পতিতা অল্পবয়স্কা রমণী দর্শনে লিখিত।

ও যে কলি এক বিন্দু;
স্বমুখে অকূল সিন্ধু
হুঙ্কারে গরজে, ধরা গরাসিতে চায়!
হ'য়ে যাবে ছিন্ন ভিন্ন,
রবে না কো শেষ চিহ্ন,
ও তরুণ কচি প্রাণ মরিবে ব্যথায়!
হতভাগা শতদল!
কে তোরে ছিঁড়িল বল?
কেড়ে নিয়ে পরিমল, কে দলিল পায়?
সে পাষণ্ড নিরমম,
তার কি ছিল না যম?
দিল না পবিত্র ফুল দেবতা-পূজায়,
কমল-মুকুল তাই স্রোতে ভেসে যায়!

২

ভুলিয়া চলেছে ফুল ডুবিয়া মরিতে—
কোথা সে রূপের ছটা,
ভুবন-মোহন ঘটা!
"অপবিত্র পদ্মফুল," কে পারে সহিতে!
নিঠুর বাতাস হায়!
ডুবায়ে মারিতে যায়,
ও দারুণ পরিণাম পায়নি দেখিতে!
বোঝেনি অবোধ হিয়া,
তাই আসিয়াছে নিয়া—
দেব-ভোগ্য সুধারাশি, পিশাচে পূজিতে!

সরবস্ব যায় ভাসি,
তবু তার মুখে হাসি!
জানে না যে রসাতলে চলেছে ডুবিতে!
জানে না যে "বিষ-পান, কেবলি মরিতে"!

৩

মহামূর্খ বায়ু! তোর নাহি কাণ্ডজ্ঞান,
কি করিলি মাথা খেয়ে,
অমল কমল মেয়ে
ভাসালি পঙ্কিল স্রোতে নিঠুর পাষাণ!
ও তো আপনার মনে
ফুটেছিল পদ্মবনে,
ওর কাণে কত পাখী শুনাইত গান,
তপন সোণার হাসি
দিত ওরে ভালবাসি,
কতই আদর ওর কত ছিল মান;
মধুর মলয় বা'য়
হাত বুলাইত গা'য়,
ভ্রমর করিত স্তুতি খুলিয়া পরাণ,
বড় সাধ ছিল, মালি
সাজায়ে পবিত্র ডালি
দেবের চরণে ওরে করিবে প্রদান!
জনম সফল হবে সর্ব্বোচ্চ সম্মান!
তোর ও পাষাণ চিত
হ'ল না কি বিচলিত

ছিঁড়িতে সে পূত কলি, দিয়ে বজ্র টান ?
কি করিলি নীচাশয় ! নিরেট পাষাণ !

৪

যাস্‌নে ভাসিয়া ফুল ! আয় ফিরে আয় !
পূত "গঙ্গাজল" ঢালি
ধোয়াইয়া দিব কালি,
বহিবে পবিত্র রক্ত শিরায় শিরায় !
আয় রে ! শুনাব নিতি
"পতিত-পাবন" গীতি,
আবার শোভিবি বালা ! কমল-মালায় !
—না গো না আমারি ভুল,
কি সুখে ফিরিবে ফুল,
আসি এ নিঠুর দেশে দাঁড়াবে কোথায় ?
ওর তরে হেথা মেলা
ঘৃণা, গালি, অবহেলা,
কি সুখে ফিরিবে ফুল; কেবা ওরে চায় ?
গাছের উপরে পাখী,
তারও অরুণ আঁখি,
উপহাসে ঢেউ সব দূরে স'রে যায় !
কণ্টকে আকীর্ণ কূল,
যা'ক্ ভেসে পোড়া ফুল,
ম'রে যা'ক্, ডুবে যা'ক্ জলধি-তলায়,
ফিরিলে দাঁড়াবে কোথা, কে উহারে চায় !

৫

কার বুকে রক্ত আছে, আয় চলি আয়!
একবার বাঁচি মরি,
ঝাঁপ দিয়ে জলে পড়ি,
দেবতার ফুল কেন স্রোতে ভেসে যায়?
ধূলি মেখে কালি মেখে
মাধুরী গিয়াছে ঢেকে,
দুরন্ত সমীর হায়! অতলে ডুবায়!
এই বেলা চল! ফুলে—
ধরিয়া আনিগে কূলে,
পূত মন্দাকিনী-জলে ধোয়াইয়া কায়;
সঞ্জীবনী মন্ত্র দিয়া
দে গো! ওরে বাঁচাইয়া,
সুগন্ধি চন্দন মেখে দিব দেবতায়,
কেন গো! দেবের ফুল স্রোতে ভেসে যায়?

৬

আমাদের ভয়ে ফুল যদি ভেসে যায়,
যদি অনুতাপী পাপী গতি নাহি পায়,
বৃথা গান ধর্ম্মগীতি,
বৃথা ভান 'বিশ্বপ্রীতি',
আমাদের এ জীবন বৃথা এ ধরায়!
আয়! তোরা বাঁচি মরি,
ঝাঁপ দিয়া জলে পড়ি,
বাঁধিয়া আনিব ফুলে স্নেহ-মমতায়;

পথ-হারা দিশা-হারা,
হইয়া পড়েছে সারা,
একটু স্নেহের ছা'য় দাঁড়াইতে চায় ;
হাসুক অবোধ ঢেউ,
তা বলে ভেব না কেউ,
পাখীর গরম আঁখি কেইবা ডরায় ?
শত দোষ অবহেলি,
ঘৃণা, রোষ দূরে ফেলি,
"পতিত-পাবন" বলি আয় তোরা আয় !
ধরিয়া স্রোতের ফুল দিব দেবতায়।

অন্তিমে।

আসিল সায়াহ্নবেলা,
ভাঙিল জীবন-খেলা,
আর কি ডাকিছ, সখে ! পথ ছাড়ি দাও ;
তামসী যামিনী ঘোর
ঘনায়ে আসিছে মোর
কি আর বলিব কথা, যাও—স'রে যাও !

ও মুখ হেরিলে হায় !
কে কবে মরিতে চায় !
অনন্ত জীবন পাই—সেই সাধ আসে,

আর দেখিব না সে কি!—
একটুকু থাক, দেখি!
নিঠুর মরণ ডাকে বেঁধে মহাপাশে!

জানি না কোথায় যাই,
জানিতে শকতি নাই,
জনমের সাধ আশা এই হ'ল শেষ,
এস কাছে—আরো কাছে,
সবি যে গো! বাকি আছে,
পোরে নি আমার আজো বাসনার লেশ।

সুখ-সাধ সুখ-আশা,
দয়া, স্নেহ, ভালবাসা,
যাহা দিয়েছিলে, এবে সব ফিরে লও,
পারি না সহিতে আর
ও বিষাদ-অশ্রুধার,
আমারে ভুলিয়া যেন তুমি সুখী হও।

সাধে কি যাইতে চাই,
থাকিতে শকতি নাই,
অনন্ত আঁধার প্রাণে ছাইয়া রয়েছে,
দেখিও দেখিও—খুলি
বুকের পাঁজর গুলি
কেমনে পুড়িয়া সব অঙ্গার হয়েছে!

এস কাছে! এস কাছে!
আঁখি মুদি আসে পাছে,
প্রাণ ভরে চন্দ্রানন বারেক নেহারি;
এখনো শকতি আছে,
আইস! আইস! কাছে,
যেন ও কোমল কোলে মাথা দিতে পারি।

অনন্ত কালের লাগি
আজি এ বিদায় মাগি,
জানি না মরণ-পরে যাব কোন ঠাঁই;
বল দেখি বল তবে,
তুমি কি "আমারি" রবে?—
মৃত্যু ভুলি অমৃতের দেশে চলে যাই।

দুর্গোৎসব।

১

এস মা! আমার বাড়ী জগতজননি!
ধরা সাজে রাণী-সাজে,
উল্লাস-বাজনা বাজে,
ললিত "সানাই" গা'য় শুভ আগমনী!
সারা বর্ষ পথ চেয়ে,
আজি মা'রে ঘরে পেয়ে
জাগিবে এ মৃত দেহে অমর জীবনী।

এস মা! দাসের বাসে,
শুভাদৃষ্ট যথা আসে,
বৎসের আহ্বানে যথা গাভী পয়স্বিনী,
এস মা! তেমনি ছুটে জগত-জননি!

২

এস মা! আঁধার দেশ আনন্দে উজলি,
স্নেহের অঞ্চলে তোর
মুছিব নয়ন-লোর,
জুড়াব সকল জ্বালা "ওমা দুর্গা" বলি;
ও কোলে রাখিলে মাথা
ঘুচিবে অসহ্য ব্যথা,
মনসাধে শ্রীচরণে দিব পুষ্পাঞ্জলি;
ভুলিব মা! শোক রোগ—
যত অধর্ম্মের ভোগ,
আনন্দ-প্রবাহে হিয়া উঠিবে উথলি!
তোমারে হেরিলে তারা!
হিংসা দ্বেষ হ'য়ে হারা,
কোটি কোটি ভাই বোন মিশিব সকলি!
এস মা! আঁধার দেশ আনন্দে উজলি।

৩

এস মা আনন্দময়ি! অধমের ঘরে,
দেখিব ও অপরূপ
বিশ্বারাধ্য বিশ্বরূপ—
সেই মূর্ত্তি, স্বর্গ মর্ত্ত্য সদা পূজা করে!

সে তো নহে হাতে গড়া,
মাটি পরে রঙ্ করা,
সে কভু ডোবে না জলে তিন দিন পরে ;
সে যে ছটা অপরূপ !
সর্ব্বার্থ-সাধিকা-রূপ !
পূজিলে পরম গতি প্রাপ্ত হয় নরে,
এস মা করুণাময়ি ! অধমের ঘরে।

৪

এস মা সর্ব্বমঙ্গলে ! এস ত্রিনয়নে !
বিশ্বময় সুপ্রশস্ত
দশ দিক্—দশ হস্ত,
বিনাশিছ পাপাসুরে দশ প্রহরণে ;
জীবের শিবের লাগি
ত্রিকাল রয়েছে জাগি—
ভূত, বর্ত্তমান, ভাবী, ও তিন লোচনে ;
পশুরাজ-শিরোপরি
শ্রীপদ রাখিয়া মরি !
দুর্জ্জয় পাশব-শক্তি দলিছ চরণে ;
মানবের পূজ্য-কাম্য—
বিদ্যা, ধন, শক্তি, সাম্য,
তাই বাণী, লক্ষ্মী, স্কন্দ, গণপতি সনে ;
বিচিত্র পবিত্র লীলা,
যত দেব করেছিলা,
জাগ্রত সে স্মৃতি আজি মানবের মনে ;

মহাযোগী মহেশ্বর
আত্মজয়ী স্মরহর,
সে দেব পূজিত আজি ভকত-ভবনে ;
আ মরি ! এ মহাপূজা,
কে না চাহে দশভুজা ?
পূজে না ও মহাশক্তি কে বা মনে মনে ?
এস মা ! দাসের বাসে কৃপা-বিতরণে।

৫

কহ মা ! কেমনে দাস পূজিবে চরণ ?
দেহে দাও পূর্ণ শক্তি,
প্রাণে দাও পূর্ণ ভক্তি,
দাও ষোড়শোপচার—যাহা প্রয়োজন ;
যাহা কিছু তব যোগ্য—
দেবতার উপভোগ্য,
দিয়ে যদি থাক মোরে, কর তা গ্রহণ ;
ভকতি-জাহ্নবী-জলে,
ধোয়ায়ে ও পদতলে—
প্রেমভরে হৃদি-পদ্ম করিব অর্পণ ;
মা ! তোমার আশীর্ব্বাদে
দিব আজি মনসাধে
বলিদান, রাঙা পায়ে, রিপু ছয় জন ;
জ্বালায়ে উজল প্রীতি,
আরতি করিব নিতি,

হুতি দিব হোমানলে—আত্মসমর্পণ,
দাও মা! সে উপচার—যাহা প্রয়োজন।

৬

দেখ মা! অনাথ দেশ ত্রিতাপ-হারিণি!
চেয়ে দেখ! এই সব—
কোটি কোটি শিশু তব
মুমূর্ষু, কাতর কণ্ঠে হাহাকার-ধ্বনি!
ঘরে নাই বস্ত্র অন্ন,
মনোদুখে মতিচ্ছন্ন,
রোগে শোকে পাপে দগ্ধ দিবস রজনী;
মা! তোর অমৃত বা'য়
লাগিয়া এ মৃত গা'য়
বহুক অমর রক্ত এ ছিন্ন ধমনী;
তোমারি করুণা-বলে
মুছি নয়নের জলে
হাসুক আনন্দ-হাসি ভাই ও ভগিনী;
তোমা পেয়ে অন্নপূর্ণা!
অন্ন বস্ত্রে হো'ক পূর্ণা
দীনা কাঙালিনী এই ভারত-দুখিনী,
আয় মা! অনাথ দেশে ত্রিতাপ-নাশিনি।

৭

"মা" এসেছে ধরাতলে কে দেখিবি আয়!
কে আছিস্ মাতৃহীন?
কে আছিস্ দুখী দীন?
মা'র কাছে আয়! তোরা ভুলি সমুদায়;

আজি নাহি গর্ব্ব, দুঃখ,
"ধনী, জ্ঞানী, দীন, মূর্খ"—
"সবাই মায়ের বাছা" মা'র কোলে আয়!
ভাই ভাই বোনে বোনে
গলাগলি প্রীতমনে,
আনন্দ-উচ্ছ্বাসে যেন বিশ্ব ভেসে যায়!
দেবীর সন্তান যারা,
দু'দিনের দুখে তারা
কেন হবে আত্ম-হারা অনাথের প্রায়?
আয়! তবে ত্বরা করি,
নূতন বসন পরি,
দেখিবি—ব্রহ্মাণ্ড গাঁথা একই সূতায়!
আয় ভাই! আয় বোন! মা'র কোলে আয়!

৮

নমো মা! আনন্দময়ি! জগতজ্জননি!
নমো নমো মহাশক্তি!
সাধকে শিখাও ভক্তি,
দাও মা! অভয় পদ সংসার-তরণি।
নমো নমো জগদ্ধাত্রি!
জগত-পালন-কর্ত্রি!
বিশ্বমাতঃ! বিশ্ব, তুমি, সূত্রে গাঁথা মণি।
ইচ্ছায় ব্রহ্মাণ্ড যাঁর,
সে অনন্ত শক্তিভার
কেমনে অবোধ নর বুঝিবে আপনি?

তাই ভেবে দিবানিশি
মহাজ্ঞানী আর্য্য ঋষি
প্রচারিলা "দুর্গা-মূর্ত্তি" ব্রহ্মাণ্ড-পালনী—
শিশু তাহা নাহি বুঝে,
হাতে গড়ি মা'রে পূজে,
হেরিয়া প্রবীণ হাসে, "ছেলেখেলা" গণি।
সাকারা বা নিরাকারা,
নরে যা' বলুক, তারা!
আমি চিনি মা আমারি, আমারি পাবনী!
রাজরাজেশ্বরী-রূপে
দাঁড়া' মা! এ অন্ধকূপে,
ঢেলে দে' শ্মশান-মাঝে সুধা সঞ্জীবনী;
পেয়ে ওই পদধূলি
আমরা নীচতা ভুলি,
প্রীতি করুণার স্রোতে ভাসা'ব ধরণী!—
তোমারি সন্তান হ'য়ে,
বৃথা রক্ত মাংস ব'য়ে,
যেন নাই যাই ফিরে—দোহাই জননি!
শুভ দুর্গোৎসবে তব মাতাও অবনী।

"সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্ব্বার্থসাধিকে।
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি নমোঽস্তু তে"॥

নববধূর প্রতি।

সীমন্তে সিঁদুর, গলে মতিমালা.
সোণার আঁচল বাতাসে উড়ে,
এস মা সরলা! এস উষা-রাণি!
দাঁড়াও কনক-অচল যুড়ে।

এস আদরিণি! আন বুক ভরি
ভকতি মমতা করুণারাশি,
ফুলের মতন নীরবে ফুটিও,
প্রীতির মতন হাসিও হাসি।

সংসার কাননে স্নেহের কুসুম,
হৃদয়-ভবনে মধুর আলো,
সুগন্ধি উজল পূত নিরমল,
কোনখানে নাই একটু কালো।

তোমার বাতাসে তপত ধরণী
হউক শীতল আনন্দ-মাখা,
বাগানে ফুটুক গোলাপ চামেলি,
আকাশে হাসুক জ্যোছনা-রাকা।

সুযশ তোমার মধুর পবনে
ছড়ায়ে পড়ুক অবনীময়,
আকাশে উঠিয়া প্রভাতে পাপিয়া
গাউক কল্যাণি! তোমার জয়।

পরশে তোমার, পবিত্র বাসনা
মরমে মরমে দাঁড়া'ক আসি,
ঢালুক দেবতা অমিয়ের ধারা.
সেই স্রোতে বিশ্ব যাউক ভাসি।

এস গৃহলক্ষ্মি ! মঙ্গলরূপিণি !
ব'স সিঁথি-ভরা সিঁদূর লয়ে,
হও সতী লক্ষ্মী পতি-সোহাগিনী,
থাক অন্নপূর্ণা-সেবিকা হ'য়ে।

বিজলী সখী।

১

মরতে এ ঘন তমসায়,
আয় মোর্ রাঙা দিদি ! আয় !
নব ঘন-ঘটা ছাড়ি
আয় রাণি ! মোর বাড়ী,
ব'সে থাকি দুই বোনে গলায় গলায় ;
তুমি রাঙা, আমি কালো,
মিলিলে মানাবে ভালো,
উজলে সোণার চিক্ রেশমী ফিতায়,
আয় মোর রাঙা দিদি! আয় !

২

ওই দিব্য হাসিমাখা মুখ,
মাখা যেন ত্রিদিবের সুখ;
আঁধার আঁধার পর
ঘন আঁধারের স্তর,
আঁধারে আঁধারে নাহি ফাঁক একটুক!
তুমি ভেদি সে আঁধার
হাসাইলে ত্রিসংসার,
এতই আনন্দে ভরা দেবতার বুক!

৩

তোমার ও স্বরগের হাসি,
আমি ভাই! বড় ভালবাসি;
কেমন বিভল-পারা
হ'য়ে পড়ি মাতোয়ারা,
মরমে বাজিয়া ওঠে মল্লারের বাঁশী!
যদি বল বজ্রনাদে
বালক সভয়ে কাঁদে,
যদিও মানব-হিয়া চমকে তরাসি,
তবু দেখ! পূজিবারে
অসি-করা শ্যামা মা'রে
কত আয়োজন করে ধরাতলবাসী,
পবিত্রতা-বীরতায় কে না অভিলাষী?

৪

তাই, দেবি! তোমারে হেরিয়া,
যায় বিশ্ব পুলকে গলিয়া;

শ্যামল তরুর মূলে
শিখী নাচে পাখা খুলে,
আবাহন করে ভেক শাঁখ বাজাইয়া ;
চাতক মহান্ স্বরে
তোমারে বন্দনা করে,
বসুধা সহস্র প্রাণে উঠে উথলিয়া।

৫

চিরকাল কালো মেঘে বাস,
আকাশের কালিমা-বাতাস ;
সবি হেন কালো কালো,
তবু তব রূপে আলো,
খনির আঁধারে যথা মণির বিকাস ;
আমি তো কনক-লতা !
বুঝি না এ সব কথা,
তুমি কে অমৃতময়ি ! অমৃত নিশ্বাস ?

৬

শুনিয়াছি বজ্রের অনলে
তব হৃদি চিরদিন জ্বলে !—
কে জানে বিধির আশ,
পদ্মবনে ফণি-বাস !
সুন্দর চন্দ্রমা কেন রাহুর কবলে ?
অথবা পরশে তব,
বজ্র, মহাবজ্র, সব
শীতল তুষার যথা হিমাচল-তলে।

৭

যতক্ষণ তব বুকে রয়,
ততক্ষণ বজ্রে কিবা ভয় ?—
কিন্তু হায় ! কি অদ্ভুত !
হ'লে ও হৃদয়-চ্যুত,
অনল উগারে বাজ মহামৃত্যুময় !
শঙ্করে পরশি যথা
কালকূট সুধা,—তথা
তোমারে পরশি বজ্র স্নিগ্ধ সুধা হয় !

৮

এস দেবি ! ভূতল-উপরে,
মানবের অগ্নিময় ঘরে ;
তোমার অমিয় বা'য়
লাগিয়া বিষাক্ত গা'য়
হাসুক মলয়ানিল শুষ্ক বন-পরে !
হোক্ বজ্রানল শান্তি,
যা'ক্ হাড়ভাঙ্গা শ্রান্তি,
বহুক পীযূষধারা প্রাণের ভিতরে।

৯

দেবি ! তুমি স্বরগ-শোভনা,
জান না তো নরের বেদনা ;
কি কহিব সুরেশ্বরি !
সদা মোরা বেঁচে মরি,
নীরবে শুকায় কত পবিত্র কামনা ;

কি শুনিবে বিধুমুখি!
শত দুখে মোরা দুখী,
সদাই নিরাশা আনে মরণ-যাতনা।

১০

তাই ডাকি, মরতে আসিয়া
এ বেদনা দাও ভুলাইয়া;
নিয়ে হাসি-মুখখানি,
যদি কাছে এস রাণি!
প্রাণের জ্বলন্ত বহ্নি যাইবে নিভিয়া;
দাও দেবি! এই বর—
অভাগা অধম নর
তোমারি মতন হাসি উঠুক হাসিয়া;
অমনি পবিত্র আলো
তাদেরো মরমে ঢালো,
পাপ, তাপ, মলিনতা যাউক মুছিয়া;
শান্ত যাহে বজ্রানল,
দাও সেই হৃদি-তল,
মানবে দেবতা হ'তে দাও শিখাইয়া;
তোমারি বাতাসে ধরা
হউক অমিয়-ভরা,
নরের অমর প্রাণ উঠুক জাগিয়া।

১১

মরতের আঁধারের ছায়
আয় মোর রাঙা দিদি! আয়!

শ্যাম জলধরে ছাড়ি
এস সখি! মোর বাড়ী,
প্রীতির অঞ্চলে মম বসা'ব তোমায়;
এ জগতে রাঙা কালো
চিরকাল মিলে ভালো,
শিবের সোণার আভা শ্যামা মা'র গা'য়,
আয় মোর দিদিমণি! আয়!

অভাগী ভগিনী।

১

অনন্ত বাসনারাশি বুকে নিরন্তর
হায়! মোরা কোনখানে যাই?
তৃপ্তিহীন জ্ঞানহীন জীবন দুর্ভর
কেন হেন বহিয়া বেড়াই?

২

তোমরা উঠেছ ভাই! ভূধরের শিরে,
দেখিতেছ ত্রিদিব-আলোক,
আমরা রয়েছি পড়ে নীরধির নীরে,
এখানে কেবল ব্যথা শোক।

৩

তোমার হৃদয়-তল নন্দনকানন,
স্বরগ-বাতাস বহে তা'য়,
কনকের পারিজাত ফোটে অগণন,
স্বরগের পাখী গান গায়।

৯

করুন করুণাময়—তোমরা সবাই
চিরদিন সত্য সুখে রও,
গালি দাও, ঘৃণা কর, আমাদেরি ভাই,
তা' বই তো "পর" কভু নও।

যোগিনী।

নিত্য তুমি সুধাও সখি!
আমার কেন যোগ-সাধনা;
বোল্‌বো ব'লে মনে করি,
বল্‌তে পোড়া মুখ ফোটে না।
দেখনি কি প্রিয়সখি!
মা আমাদের কাঙালিনী,
পরের দ্বারে ভিক্ষা করে
অশ্রুমুখী অভাগিনী।
মলিন বদন, মলিন বসন,
দুই নয়নে ঝরে জল,
প্রাণের মাঝে আরও বাজে,
সেথায় জ্বলে বজ্রানল।
তারে দেখি "আহা উহু"
করে সবাই ধরণীতে,
কিন্তু কেহই মিলে না সই!
প্রাণের ব্যথা ঘুচাইতে।

আমরা এত ভাই ভগিনী,
সব গুলো জীয়ন্তে মরা,
পঁচিশ কোটি জীবন্মৃত
আছি মায়ের কোলে ভরা।
কি সুখে আর জীবন রাখা,
কি আশে আর র'ব ঘরে ?
সে কিসে ভাই ! আরাম পাবে ?
জননী যার ভিক্ষা করে।
ধিক্ ধিক্ তার রাজোপাধি,
আলবর্ট-টেড়ি করা,
ধিক্ ধিক্ তার সাটিন বডী,
হীরা মুক্তা মাণিক পরা।
আর কিছু না পারি যদি,
আপ্না দিব মায়ের তরে,
দেখ্‌বো আমার রক্ত দিলে
যদি বা বিধি কৃপা করে।
মায়ের তরে বুকের রক্ত
কে দিবি রে ! হেথায় আয় !
মায়ের লাগি পরাণ দিলে
লক্ষ কোটি পরাণ পায় !

* * *

জগন্মাতার বরে যবে
মা আমাদের "রাণী" হবে,

আমাদের মা'র চরণতলে
মাথা লুটি পোড়বো সবে।
দেখ্‌বো যে দিন উঠ্‌বে বেঁচে
পঁচিশ কোটি ছেলে মেয়ে,
বিশ্ব র'বে অবাক্ হ'য়ে
মায়ের পানে চেয়ে চেয়ে।
সে দিন সখি! ঘরে যাব,
এ সাধনা সিদ্ধ হবে,
সে দিন সখি! মৃতদেহে
অমর জীবন পাব সবে!
শিশুর তো ভাই! আর কিছু নাই
মা'র দু'খানি চরণ বিনা,
কিসের ভজন কিসের সাধন
এখন তুমি বুঝ্‌লে কি না?

দগ্ধ লিপি।

সেই যে গিয়েছে চলে বসন্ত সোণার,
ছিল তবু শুষ্ক ফুলে গা'র গন্ধ তার!
আজি যে আকুল বা'য়
সেই ফুল উড়ে যায়!
বসন্তের সুখ-স্মৃতি কে জাগাবে আর?

কেমনে খুলিয়া প্রাণ
কোকিল গাহিত গান,
কেমনে করিত অলি মধুর ঝঙ্কার ;
কেমনে আতর মাখি
মল্লিকা খুলিত আঁখি,
কেমনে আসিত বায়ু বহি সুধা-ভার ;
সেই কথা আগা গোড়া
ওই ফুলে ছিল পোরা,
ছিল ও শুকানো দলে গা'র গন্ধ তার !
বরষায় ঝটিকায়
সে ফুল উড়িল হায় !
বসন্তের সে কাহিনী কে শুনাবে আর !
ওরি বুকে লুকি' ছিল ছায়াটুকু তার !

সেই যে গিয়েছে নিভে সুখের জ্যোছনা,
গিয়েছে স্নেহের ভাষা,
ফুরায়েছে সাধ আশা,
ঘুচিয়াছে সেই সব প্রাণের কামনা !
তবু যাহা ভর করি
জগতে ছিলাম পড়ি,
ছিল যাহা তপ, জপ, কামনা, সাধনা ;
হারাণো পুরাণ রেখা,
যার মাঝে ছিল লেখা—
সেই স্নেহ প্রীতি, সেই অভয় সান্ত্বনা ;

যার সুখ পরশনে
সে সবি পড়িত মনে,
মধুর মধুর স্মৃতি যথা ফুল-কণা !
সেই পত্র গেল পুড়ি,
(নিঠুর অনলে পড়ি,)
দিয়ে গেল পোড়া বুকে দারুণ যাতনা !
জীবনের সবি গেল, জীবন গেল না !

এ পোড়া জগতে মোর সবি পুড়ে যায়—
জীবনে জীবনী যাহা,
"অক্ষয় অমৃত" আহা !
প্রবাহিত যে তরঙ্গ ধমনী-শিরায় !
নয়নে নয়নে রেখে
পলকে পলকে দেখে
পোরে না যে সাধ আশা অতৃপ্ত হিয়ায় !
নিরমম চিতানলে
তাও পোড়ে তাও জ্বলে,
মিলে না কো তার চিহ্ন এ মর ধরায় !
আর এই প্রীতি-পত্র,
স্মৃতি-মাথা প্রতি ছত্র,
অক্ষরে অক্ষরে যার সুধা উথলায়,
নিঠুর আগুন হায় !
তারেও চিবায়ে খায় !
একটী অক্ষর তার এড়াতে না পায় !

সে মমতা, সে সোহাগ,
সে প্রদীপ্ত অনুরাগ,
কিছুর একটী দাগ রাখে না কোথায়!
এ পোড়া জগতে হায়! সবি পুড়ে যায়!

হায়!—
এত যতনের নিধি
ভাঙিয়া চূরিয়া হৃদি
জনমের মত যদি দিয়েছি বিদায়,
আয় ভস্ম! বুকে রাখি,
আয় ভস্ম! প্রাণে মাখি,
আয় ভস্ম! তোর সনে পুড়ি গে চিতায়;
সুধা-মাখা লিপি মোর কেন পুড়ে যায়?

আসিবে কি ?

সখি রে! এ মৃতদেহে ফিরে আসিবে কি প্রাণ?
আবার শীতের শেষে
বসন্ত বিনোদ-বেশে
ঢেলে দিল শ্যাম-ছটা ছেয়ে গেল ধরাখান;
হাসে বন তরু লতা,
জাগে ফল ফুল পাতা,
বসি সহকার-শিরে কলকণ্ঠ গায় গান;

সেই সব ফিরে ফিরে,
আসে দেখি ধীরে ধীরে,
আমারো এ দেহে সখি! আসিবে কি নব প্রাণ?
সেই সাধ, সেই আশা,
ভক্তি, স্নেহ, ভালবাসা,
ইষ্টদেব, ইষ্টমন্ত্র, সেই দান, প্রতিদান,
সেই অশ্রু, সেই সুখ,
সেই হাসি, সেই মুখ,
আবার এ ধরাতলে হবে না কি অধিষ্ঠান?
সে আনন্দ, সেই প্রীতি,
লু'কি যা' রেখেছে স্মৃতি,
পুন কি সে সব এসে বাড়াইবে তৃপ্তি টান?
বল না, এ মৃতদেহে ফিরে আসিবে কি প্রাণ?

ভিক্ষা।

আমি শুধু আমারে লইয়া
আর বিভো! পারি না থাকিতে,
খুলে দাও মরণের দ্বার,
চলে যাই কাঁদিতে কাঁদিতে।
এ ব্রহ্মাণ্ড অনন্ত বিস্তৃত,
তাহে এক ক্ষুদ্রতম আমি,
তাই ল'য়ে সকলি আমার,
একি কথা অখিলের স্বামি!

তোমার এ নাট্যশালা-মাঝে
আমি এক খেলার পুতুল,
তোমার এ নন্দন-বাগানে
আমি অতি ক্ষুদ্র যূঁই ফুল!
তা' বলে কি অধম সন্তানে
ক্ষান্ত আছে তব স্নেহ-কণা?
"তুচ্ছ" বলে'আমারে কি তুমি
প্রাণ ভরে দয়া করিছ না?
প্রভাতে কি এ দীনের তরে
হাসে না সে কনক তপন?
ভাসে না কি সন্ধ্যার ললাটে
চারু চন্দ্র ভুবনমোহন?
বরষা কি আনন্দে উছলি
ঢালে না সে প্রাণ-গলা জল?
পাপিয়ার মধুমাখা গানে
সুখে আমি হই না বিভল?
বসন্তের শ্যাম উপবনে
ফোটে না কি কুসুম-সুন্দরী?
বহে না কি মলয়-পবন
দশ দিকে অমিয় বিতরি?
স্নেহ, প্রীতি, ভকতি, মমতা
এ বুকে কি উঠে না উথলি?
প্রাপ্য যাহা নর মানবের
আমারে কি দাও নি সকলি?

আমারে কি দাও নি শকতি
তোমা লাগি যা' পারি করিতে ?
তোমার ও পবিত্র জ্যোছনা
দাও নি কি এ বুকে ভরিতে ?
দেছ দেছ সবি দেছ দাসে,
কেমনে করিব অস্বীকার ?
অভাগার যাহা কিছু আছে,
দীননাথ ! সকলি তোমার।
কেন তবে উর্ণনাভ সম
আপনার জালে বাঁধা রই ?
তোমার এ প্রেম-রাজ্যে, কি গো—
প্রেমময় ! আমি কেহ নই ?
আমি শুধু আমারে লইয়া
নিরজনে র'ব কি কাঁদিতে ?
তোমার এ স্নেহের ভবনে
আমারে কি দিবে না খাটিতে ?
বনে বনে বনফুল তুলি
হার গেঁথে পরিব গলায় ?
মেখে তাহে সুরভি চন্দন,
দিব না কি দেবতার পা'য় ?
তোমার স্বর্গীয় জ্যোতি দিয়ে
বাড়াবে না এ হীন পরাণ ?
তব পদে নীচতা, লালসা,
আমি কি দিব না বলিদান ?

জগতের ধূলি কালিমায়
আমার কি পিপাসা জাগিবে ?
তুমি শিব অনন্ত সুন্দর,
মোরে ছেড়ে দূরেই রহিবে ?
না না নাথ ! আমি তো পারি না
সে বিষম ভাবনা ভাবিতে,
আমি শুধু তোমাতে মজিয়া
প্রেম-স্রোতে চাহি গো ডুবিতে !
ক্ষুদ্রতম শকতি যা' মম
তব কাযে তাই হোক্ ক্ষয়,
তোমারে "আমারি" ভেবে যেন
এ পরাণ তোমাতেই রয় ।
ভুলে গিয়ে নশ্বর কামনা
নিত্য ধনে সঁপিব জীবন,
দাও ভিক্ষা—হোক্ এই দাস
জগতের আপনার জন ।

আমি কি পাগল ?

আমি কি পাগল ?
চাঁদের মধুর আলো
কার নাহি লাগে ভালো,
কে না চাহে দেখিতে সে ফুল্ল শতদল ?

হাসিলে বিজলী মেয়ে,
কে না তারে দেখে চেয়ে,
দারুণ নিদাঘ-দিনে কে না চাহে জল ?
কোন যোগী ধ্যান-ভরে
নাহি চায় বিশ্বেশ্বরে,
কেন না খোঁজে জীবনের চির-লক্ষ্য-স্থল ?
তবে আমি, সেই মুখ,—
(স্মরি' যা উথলে বুক, .
সোণার মন্দার-ভরা দিব্য পরিমল !
বিশ্বের সৌন্দর্য্য-সার,
অমূল্য মাণিক-হার !)
যত দেখি তত বাড়ে পিপাসা প্রবল ;
সেই মুখ যদি হায় !
নাহি কোথা দেখা যায়,
তবু তা' ভাবিয়া যদি বহে আঁখি-জল ;
তোমরা আসিয়া হেন
"উপদেশ" দাও কেন ?
"বৈরাগ্য" "অনিত্য" মোরে শুনায়ে কি ফল ?
তোমরা "দেবত্ব" পাবে,
পুলকে স্বরগে যাবে,
আমার কপালে হবে আঁধার কেবল ;
হোক্ না—সে মুখ স্মরি'
যে আরামে কেঁদে মরি,
কি ছার তাহার কাছে তপস্যার বল ?

আমারে বৈকুণ্ঠ-গীতি
স্মৃতি তো শুনায় নিতি,
পরাণ গলিয়া হয় গঙ্গা নিরমল!
ভেসে যায় পাপ তাপ,
মলিনতা, মনস্তাপ,
তরঙ্গে তরঙ্গ তাহে ছোটে অবিরল!
—এ সব "অনিত্য" মোর?
তোমাদের গার জোর!
আমার শাশ্বত সত্য, সে পদ-কমল;
তাই ভেবে বেঁচে র'ব,
তাই পূজে সুখী হব,
তাতেই থাকুক হিয়া অটল অচল;
ছাড়ি জীবনের লক্ষ্য
কেবা চায় শূন্য বক্ষ?
কে ডুবায় ইষ্টদেবে জলধির তল?
তোমরা পাগল নও—আমিই পাগল?

নির্ঝরিণীর কবি।

১

মৃণাল!
অমৃত-নির্ঝরে তব
ডুবে গেল মোর হিয়া,
পারি না তো আপনারে
রাখিবারে সামালিয়া!

২

কোন তপোবনে তুমি
কোথাকার শকুন্তলা,
গাহিছ মঙ্গল-গাথা
সাধা বীণা সাধা গলা ?

৩

তুমি কি স্বরগ-পাখী
বসিয়া মন্দার-ডালে,
বাসন্তী রাণীকে ডাক
মধুর বসন্ত-কালে ?

৪

কিম্বা বুঝি দেব-বালা
ভ্রমি মন্দাকিনী তীরে,
গাহিয়া ত্রিদিব-গীতি
শুনাইছ অবনীরে ?

৫

কে জানে কেমন তুমি ?
কেমন তোমার বাঁশী ?
কেমনে নীরস বুকে
সিন্ধু বহাইলে আসি ?

৬

উষার আকাশ-তলে
শুনেছি পাপিয়া-গীতি,
দেখেছি ফুটিতে কত
বেলি যূঁই নিতি নিতি ।

৭

চাঁদের মধুর হাসি
দেখেছি সাঁজের ভালে,
পেয়েছি মন্দার-গন্ধ
খুকুর গোলাপী-গালে।

৮

তাহে তো আপনা এত
ফেলি নাই হারাইয়া,
এ "নির্ঝর" বহি যায়
প্রাণ মন কেড়ে নিয়া!

৯

এস তবে স্নেহময়ি!
আরো কাছে এস সরে,
পরাণে পরাণ রেখে
এক বিন্দু থাকি মরে!

১০

আবার জাগিব যবে,
দেখিব এ বসুন্ধরা—
দয়া, ধর্ম্ম, পবিত্রতা—
অমৃত-নির্ঝরে ভরা!

১১

পাপ, তাপ, দুর্ব্বলতা,
সকলি হয়েছে হত,
সারাটা জগত যেন
শারদ জ্যোছনা মত!

১২
কোটি কণ্ঠ গাহিতেছে
জগতজননী-গান,
সবাই বিশ্বের হিতে
ঢালিয়া দিয়াছে প্রাণ !

১৩
সে জগতে তুমি আমি
হ'য়ে যাব আত্মহারা,
শিরে, মা আনন্দময়ী
ঢালিবেন প্রেমধারা !

১৪
এস তবে স্নেহময়ি !
আরো কাছে এস সরে,
পরাণে পরাণে মেখে
মন সাধে থাকি মরে !

১৫
কি আছে আমার, তোমা
"প্রতিদান" দিব তাই ?
দিতে বা কি আছে বাকি ?
আমি যে আমাতে নাই ! !

১৬
তবু যদি চাও কিছু
পেতে দাও করতল,
রেখে যাই দুই ফোঁটা
প্রাণ-গলা আঁখি-জল ।

তুমি।

আরাধ্য উপাস্য পূজ্য তুমি কি দেবতা সেই ?
ছাড়িয়া অমরাবতী ভূতলে আসিলে এই ?
কনক বসন্তে যবে ফুটিত বিমল রবি,
আসিত কি এ পরাণে তোমারি বিমল ছবি ?
চা'হিয়া শারদাকাশে দেখিতাম পূর্ণ শশী,
ও সরল মুখখানি তাহে কি থাকিত পশি ?
শুনিতাম আনমনে পিক পাপিয়ার গান,
জাগিত কি তারি মাঝে তোমারি পবিত্র তান ?
নব নীল বরষায় আসিত কি ভাসি ভাসি,
অনন্ত উচ্ছ্বাস-ভরা তোমার মহিমারাশি ?
আমার বাগান-মাঝে ফুটিত যে সব ফুল,
তোমারি লাবণ্য সে কি, তুমি কি সকল মূল ?
শ্মশানে—তোমারি নামে দিয়া আত্ম-বিসর্জ্জন,
আমি কি এ শত বর্ষ করে আছি জাগরণ ?

ফটো বিচার।

১

তুই আর আমি ভাই ! ছবির ভিতর,
ভাই বোন দুইজনে
বসে আছি এক সনে,
এঁকেছে সুখের চিত্র কৃতী চিত্রকর ;

অনন্ত সন্তোষ প্রীতি,
সুখ-মাখা শুভ স্মৃতি,
রবে এই ছবি-মাঝে হইয়া অমর,
এই দিন, মাস, সবে
কোন্ দূরে পড়ে রবে,
আমরা মিলিয়া র'ব অনন্ত বৎসর,
তুই আমি র'ব এই ছবির ভিতর।

২

সাধে কি এ ছবি দেখি অতৃপ্ত অন্তর,
তুই আমি এক সনে,
আনন্দ ধরে না মনে,
তৃপ্তিহীন এ বাসনা মরম ভিতর ;
কি দেখে গিয়েছি ভুলে,
বলিতে পারিনে খুলে,
তুই এ রহস্য ভেঙে বল্ অতঃপর,
দেখিলি তো দুটী ছবি, কে হেন সুন্দর ?

৩

বল্ ভাই ! দুজনের কে হেন সুন্দর ?
চাহিতে কাহার পানে
উল্লাস উথলে প্রাণে
কার মুখ শরদের রুচি শশধর ?
সংসারের শত জ্বালা,
শত কালকূট ঢালা,

ভুলি চেয়ে কার চোখে—নীল ইন্দীবর ?
বল্ দেখি দুজনের কে হেন সুন্দর ?

৪

বল্ ভাই! দুজনের কে হেন সুন্দর ?
কার মধুমাখা হাসে
প্রভাত কিরণ ভাসে,
বিরাজে বাসন্তী উষা সুমেরু-উপর ?
কার তরে সন্ধ্যাকালে
প্রকৃতি সোণার থালে
আনে উপহার হীরা-মাণিক-নিকর ?
বল্ দেখি দুজনের কে হেন সুন্দর ?

৫

বল্ ভাই দুজনের কে হেন সুন্দর ?
সোণামুখী দিগঙ্গনা
কারে করে অভ্যর্থনা,
কার মুখ চেয়ে হাসি হাসে সুধাকর ?
আনন্দ জাগা'তে কার
সুখময়ী বরিষার
প্রাণ গলে ঢেউ চলে তর তর তর ?
বল্ দেখি দুজনের কে হেন সুন্দর ?

৬

বল্ ভাই! দুজনের কে হেন সুন্দর ?
আজিও মরত-বায়
লাগে 'ন কাহার গা'য়
স্বরগ-সৌরভ ভরা কার কলেবর ?

জগতের পাপলেশ
পরশেনি কার কেশ,
কে সে দেবতার শিশু, কে সে মনোহর ?
বল্ দেখি দুজনের কে হেন সুন্দর ?

৭

বল্ ভাই ! দুজনের কে হেন সুন্দর ?
সরলতা মধুরতা
মিশিয়া রয়েছে কোথা ?
প্রীতি, পবিত্রতা—যাহা ত্রিদিব-উপর,
—মাখিয়া কাহার হিয়ে
বিধি দেছে পাঠাইয়ে,
দেখা'তে এ মর পুরে দেবের আদর ?
বল্ দেখি দুজনের কে হেন সুন্দর ?

৮

বল্ ভাই ! দুজনের কে হেন সুন্দর ?—
হেরি কার ক্ষুদ্র দেহ
বুকে ওঠে প্রীতি স্নেহ,
মরমের তারে তারে বাজে সপ্তস্বর !—
বল্ দেখি কার রূপ
প্রাণতোষ অপরূপ !
অনন্ত সন্তোষ লভে বিরক্ত অন্তর,
বল্ কে আমার চোখে এমন সুন্দর ?

৯

বল্—কে আমার চোখে এমন সুন্দর ?
যদি তার ছবি নিয়ে
প্রাণে রাখি মিশাইয়ে,
পশিবে কি তার ছটা আমারো ভিতর ?
তারি মত নিরমল
হবে কি এ হৃদিতল,
পুন কি রে ভেঙে চূরে গড়িবে ঈশ্বর ?
এই আমি তারি মত হব কি সুন্দর ?

অভাগা বালক। *

১

তারাও মায়ের ছেলে, বাপের সন্তান,
তারাও বিধির কার্য্যে
এসেছিল নর-রাজ্যে,
উন্নতি, পূর্ণতা তরে তাদেরো পরাণ,
তারাও মায়ের ছেলে, বাপের সন্তান।

২

তাদেরো উদরে ধরে অভাগী জননী,
শৈশবে সে সোণামুখ
হেরি উছলিত সুখ,

* কলিকাতা সিটিকলেজে মূক ও বধির বালকদের শিক্ষালাভ উপলক্ষ্যে লিখিত।

আদরে মা চুমা দিত ব'লে "যাদুমণি",
তাদেরো সোহাগ কত করিত জননী!

৩

বাপের হৃদয়ে আশা উঠিত উথলি,
ছেলে হবে সুসন্তান,
সাধু, জ্ঞানী, কীর্ত্তিমান্,
বংশের গৌরব হবে "বংশধর" বলি,
বাপের কতই আশা উঠিত উথলি!

৪

হা অভাগা! মা'র সেই অঞ্চলের ধন,
বাপের নয়ন-মণি,
বান্ধবের সুখ-খনি,
জীবন্ত শোকের ছবি!—এ কি বিড়ম্বন?
সয় কি এ দুঃখ-জ্বালা?
সেই ছেলে বোবা কালা!
সুখসাধ-তরু হায়! সমূলে পতন!
অনন্ত শোকের ভরা হৃদয়ের ধন!

৫

হতভাগা শিশু! তোরা এ ভব-ভবনে
কেন এসেছিলি বল,
অশরণ দুরবল!
হা কুগ্রহ! "গলগ্রহ" পরে করে মনে!
চাহিতে ও মুখ পরে,
মা বাপের আঁখি ঝরে,

কত বিভীষিকা জাগে জাগ্রত স্বপনে!
তা'রা চায় চলি' যেতে সুদূর বিজনে।

৬

হায়! কি ক্ষোভভর ভরা ও কচি পরাণ!
একটী দিনের তরে
ডাকিলি না "মা মা" ক'রে,
বলিলি না "বাবা" কথা অভাগা সন্তান!
শত রোগ শোকে মরি,
তবু মা বাবারে স্মরি'
সকল আগুন যেন হয় নিরবাণ,—
কিছু জানিলি না তোরা অভাগা সন্তান!

৭

বুঝিলি না নর-হৃদে কি যে সাধ আশা,
ভাই, বোন, সাথি-সনে
খেলা-ধূলা-আলাপনে
পারিলি না ঢেলে দিতে প্রীতি ভালবাসা;
পাইয়া মানব-প্রাণ
চিনিলি না ভগবান্,
"কথার কাঙাল" হ'লি, শিখিলি না ভাষা,
বুঝিলি না মানবের কি যে সাধ আশা।

৮

এ হেন বিষাদপূর্ণ ভাগাহীন প্রাণ—
বাড়াতে জীবের জ্বালা
এই সব বোবা কালা
কেন গো জগতে তুমি দিলে ভগবান্?

খুলে কি বলিব আমি,
তুমি তো অন্তরযামী,
তোমারে যে ক'বে লোকে "নিঠুর পাষাণ,"
এদের পাঠালে ভবে কেন ভগবান্ ?

৯

না ! না !—মোরা হীনমতি ক্ষুদ্রাশয় নর,
জানি না বুঝি না হরি !
তোমারেই দোষী করি,
ভারি না যে তুমি নাথ ! করুণা-সাগর ;
এ যে দেখি তব বরে
সিটি-কলেজের ঘরে
বোবা-শিশু-মুখে আহা ! ফুটিছে সুস্বর !
ধন্য ধন্য প্রেমময় দয়াল ঈশ্বর !

১০

অভাগারা কথা কয় চিরদিন পরে,
চির সাধ মিটাইয়ে
শিশুকণ্ঠ প্রকাশিয়ে
"মা" বলিয়া ডাকে আজি সোহাগের ভরে ;
আনন্দে পাতিয়া হাত
বলে "ও মা ! দাও ভাত",
শুনিতে শিহরে দেহ, চোখে জল ঝরে !
বোবা ছেলে কথা কয় এত দিন পরে।

১১

কে জানে তোমার লীলা, লীলাময় হরি !
তব বরে দয়াময় !
সকলি সম্ভব হয়,
আমরা বুঝি না তাই একে আর করি।
অধম, জীবন্ত জড়
বোবা কালা হীন নর
লেখে, পড়ে, ছবি আঁকে, কি আনন্দ মরি !
মা বাপের বুকে ছোটে সুখের লহরি।

১২

তাঁরাও সহস্র ধন্য, মিলি যে ক'জন
এই সব অভাজনে
স্নেহভরে সযতনে
পশুত্ব ঘুচায়ে দেন মানব জীবন।
শত ক্লেশ অবহেলি
বিঘ্ন বাধা পায়ে ঠেলি
বিধির আদেশ শুভ করেন পালন,
ধন্য এ উদ্যম আশা—ধন্য এ সাধন।

১৩

আমি ডাকি, আয় তোরা দেশীয় জননি !
যার কোলে ছেলে আছে,
পরের ছেলের কাছে
মায়ের হৃদয় নিয়ে আয় রে ! এখনি ;

মাতৃ-হৃদয়ের স্নেহ
অভাগা বালকে দেহ,
মরতে যে মা'র মায়া সংসারপালনী।
আমি করি আবাহন,
দেশীয় ভগিনীগণ!
আয় রে! এদেরো হ'তে সোদরা ভগিনী;
ভগ্নীভাব সুধাধারা
হৃদয়ে পালিছে যারা,
আসুক ছুটায়ে তারা প্রীতি-স্রোতস্বিনী;
নারী-হৃদি যার আছে,
আয়! সে ব্যথীর কাছে,
ঢেলে দে মমতা, দয়া, ভারতবাসিনি!
রমণী "অবলা দীনা"
রমণী "শকতিহীনা",
তা ব'লে রমণী নহে "নিরেট পাষাণী";
দেশের পুরুষগণ
সঁপি দেহ, ধন, মন
খাটিছে এদেরি তরে দিবস যামিনী;
রমণী কেমনে স'বে,
কেমনে নীরবে র'বে,
তারা যে শিশুর মাতা, ভ্রাতার ভগিনী,
তাই ডাকি, আয় হেথা ভারতবাসিনি!

শ্মশানের খোকা।

১

পড়ে আছে কচি ছেলে ভীষণ শ্মশানে,
মা বাপ ভগিনী ভাই,
কেউ তার কাছে নাই,
আর সে সোণার হাসি ভাসে না বয়ানে!
মরি! এ অমূল্য নিধি
খালি করি কার হৃদি
শ্মশানে রয়েছে শুয়ে, ভয় নাই প্রাণে,
পড়ে আছে কচি খোকা ভীষণ শ্মশানে।

২

দিনে হেথা অন্ধকার,
বিছানো মড়ার হাড়,
চিতার আগুন জ্বলে ধক্ ধক্ করি;
শৃগাল কুকুর ছোটে,
আকাশে চিৎকার ওঠে,
এখানে মায়ের বাছা কেন এলি, মরি!

৩

চল্, যাদু! ঘরে চল্,
চাঁদ মুখে কথা বল্,
অভাগী জননী তোর আছে পথ চেয়ে;
সে যে তোরে রেখে বুকে
শত চুমো দিত মুখে,
সবি সে ভুলিয়াছিল, তোরে কোলে পেয়ে!

৪

চল্ বাছা! ঘরে ফিরে,
"মা" ব'লে সে দুখিনীরে
ডাকিবি পরাণ ভরে, হারাইয়া তোরে
কাদা-মাটি-মাখা গা'য়
পড়ে সে রয়েছে হায়!
ওই মুখখানি তার চোখে সদা ঘোরে।

৫

তোর সে ঝিনুকখানি
কভু ধরে বুকে টানি,
দুধের বাটিটী তোর কভু নিয়ে আসে;
কি বলিব মুণ্ড মাথা!
পেতে তোর ছোট কাঁথা
মনে করে "যাদু মোর যদি শোয় পাশে"।

৬

সহসা ঘুমের ঘোরে
বুকে টেনে নিতে তোরে
কোলের বালিস টেনে, কেঁদে মরে হায়!
ছিছিছি! পাষাণ ছেলে!
কেন এলি তারে ফেলে?
কে হেন নিঠুর খোকা, ছেড়ে থাকে মা'য়?

৭

তোর বাবা, যাদুধন!
তোর সেই ভাই বোন,
তোরি তরে দিবা রাতি ফিরিছে কাঁদিয়া;

আ মরি! তাদের ছাড়ি
আঁধার করিয়া বাড়ী
কেন রে গোপাল! র'লি শ্মশানে শুইয়া ?

৮

অথবা আমারি ভুল,
তুমি স্বরগের ফুল,
স্বরগে ফুটিতে গেছ, দিগন্ত উজলি;
জগতজননী-বুকে
লুকিয়ে রয়েছ সুখে,
জগতের দুখ জ্বালা ভুলেছ সকলি।

৯

মা, বাপ, ভগিনী, ভাই,
তাঁর সম কেহ নাই,
ভুলেছ সকলি আজি চেয়ে তাঁর পানে;
কত সুখে আছ তুমি,—
যা'রা এ মরত-ভূমি
বোঝে না, কাঁদিছে তাই আকুল পরাণে।

প্রীতি-প্রতিমা।

১

মরিতে জনম মম,
মরণে করি না ভয়,
মরিব মা! তোরি তরে
যতই মরিতে হয়!

২

সংসারের অবহেলা,
অনাদর, অপমান,
কভু না দেখিব চেয়ে
কাণে নাহি দিব স্থান।

৩

মানবের—জগতের
দূরে—শত দূরে র'ব,
উপবাস, বনবাস
আনন্দে সকলি স'ব।

৪

না হয় গোলাপ, বেলি,
ফুটিবে না মোর বনে,
"বউ কথা কও" কথা
কবে না আমার সনে।

৫

না হয় আমার বাড়ী
ব'বে না মলয়-বায়,
সরস বসন্ত হেথা
আসিবে না পুনরায়।

৬

না হয়, তরুণ উষা
ছড়াবে না সোণা হাসি,

শরদে চাঁদিমা চারু
ঢালিবে না সুধারাশি !

৭

না হয়, এ ম্লান বুকে
আরও লাগিবে কালি,
বিরক্ত সংসার মোরে
শত মুখে দিবে গালি।

৮

বড় "আপনার" জন
সেও পর হয়ে র'বে,
নীরবে আঁধার চিত
আঁধারে মগন হবে।

৯

পাষাণ পরাণে মম
এ সবি সহজে স'য়,
মরিব মা! তোরি তরে
যতই মরিতে হয়।

১০

ভিক্ষা করা, পায়ে ধরা,
বজ্র হেন বাক্য-বাণ,
তোর লাগি কভু আমি
নাহি ভাবি "অপমান"।

১১

আগুনে পুড়িছে যেই
সে কি তাপে ভয় করে?

সমুদ্রে বসতি যার
সে কি গো শিশিরে ডরে ?

১২
অযুত আঘাতে যাহা
ভেঙে গেছে সমুদায়,
যতই আঘাত কর,
তা' কি আর ভাঙা যায় ?—

১৩
—আমারো এ মৃত প্রাণ,
মরিবার নাহি ভয়,
মরিব মা! তোরি তরে
যতই মরিতে হয়।

১৪
অনাথ কাঙাল আমি,
তাই দয়াময় বিধি
দিয়াছেন স্নেহাশীষ
তো'হেন অমূল্য নিধি।

১৫
তোরি তরে সাধ আশা,
তোরি তরে বাড়ী ঘর,
তোরি তরে স্নেহ প্রীতি,
তোরি তরে পরাপর।

১৬
সংসারে বন্ধন তুমি,
হৃদয়ের ভালবাসা,

ক্রমে উৎসাহ মম—
—খুঁজিয়া না পাই ভাষা!

১৭

বিধাতার শ্রীচরণে
এই শুধু ভিক্ষা চাই,
বুকভরা সুখ তোর
দেখে, সুখে ম'রে যাই।

১৮

তোর সুখ-আশে আমি
কিবা না পারিব বল!
ডুবিব অনলে সুখে
শুকাইব সিন্ধু-জল।

১৯

কি করিলে তোর মুখে
চির-সুখ-হাসি র'বে?
রোগ, শোক, পাপ, তাপ,
কিসে শত দূর হবে?—

২০

জানি না ললাট-লিপি—
কি বাসনা দেবতার—
বোঝে না অবোধ নর
অদৃষ্টের সমাচার!

জানি এই—বিশ্ব মম
ও প্রীতি-প্রতিমাময় !
মরিতে মা ! তোর তরে
আমার কিসের ভয় ?

শুভাশীর্ব্বাদ।

(১৩০১ সাল—১২ই বৈশাখ— মঙ্গলবার।)

প্রাণাধিকা কুমারী প্রিয়বালা মা,
আয়ুষ্মতীষু

বিষাদে সুখের স্মৃতি
আঁধারে মধুর বাঁশী,
বিপদে দেবের বর
হতাশে উদ্যমরাশি ;
কাঙালের ধন মোর
প্রাণময়ি প্রিয়বালা !
শুভ বিয়ে আজি তোর
গেঁথে দিব ফুলমালা ;
আরো দিব কোটি চুমো
হৃদয়ের সোহাগিনি !
কি আর তোমারে দিব—
তোর "মা" যে "ভিখারিণী" ;

চাহি না সাজাতে প্রিয়!
সোণা-মণি-মুকুতায়,
ও গুলো কঠিন বড়,
ব্যথা পাছে লাগে গা'য়;
ফুলময়ী মেয়ে মোর
ফুলমালা গলে প'র,
ফুলের সৌরভ ঢেলে
ঘর আমোদিত কর;
দেবতার হ'য়ে প্রিয়
দেবতার কাজে থেক,
"দীনবন্ধু দয়াসিন্ধু"
তাই সদা মনে রেখ;
সুখে প'র রাঙা শাড়ী
হাতে লোহা ক্ষয়ে যা'ক্,
চিরদিন সিঁথি যুড়ে
অক্ষয় সিঁদূর থা'ক্;
পতি অনুকূল যার
তারে বলি "রাজরাণী",
তুমিও মা প্রিয়বালা!
হও রাজ-রাজেন্দ্রাণী;
সোণার জীবন তোর
হো'ক্ চির সুধাময়,
হো'ক্ মা! তোমার ঘরে
নিত্য সত্য-সুখোদয়;

যে দেশে সাবিত্রী-সীতা-
অন্নদা-জনমভূমি,
মনে রেখো মনোরমে! *
সে দেশে এসেছ তুমি;
আপদ বালাই সব
যা'ক্ তোর শত দূরে,
হো'ক্ তোর বাস শুধু
আনন্দ-শান্তির পুরে;
বিধাতা করুন তোরে
সতী পতিপ্রাণা মেয়ে,
নারীর ভূষণ আর
কিছু নাই তার চেয়ে।

*　　　*　　　*

বেশি কি বলিব প্রিয়!
কত কি পরাণে ভাসে!
ভয় করে শুভ দিনে
পাছে চোখে জল আসে;
তোর লাগি বিভু-পদে
এই শুধু ভিক্ষা চাই,
কাঁদিয়া জনম গেল,
হেসে হেসে ম'রে যাই।

আশীর্ব্বাদিকা
তোমার মা।

---

* 'মনোরমা'—গ্রন্থকর্ত্রীর কন্যা প্রিয়বালার অপর নাম।

নিরাকাঙ্ক্ষ।

১

কি চাহিব প্রিয়তম !
এ মর-হৃদয়ে মম
কামনা, বাসনা, সাধ, কিবা অপূরণ ?
দাসীরে দয়াল বিধি
দিয়াছেন যেই নিধি,
স্বরগে মরতে প্রভো! কি আছে তেমন ?

২

চাহি না রক্তিম-ছবি—
উষার বালক রবি,
শারদ সন্ধ্যার শশী রজত-বরণ ;
চাহি না তারকাকুল—
প্রকৃতির হীরা-ফুল,
চাহি না বাসব-ধনু, বরষা-গগন।

৩

চাহি না বাসন্ত বায়—
অমিয়া ছড়ায়ে যায়,
সুকণ্ঠ-কোকিল-কণ্ঠে মধুমাখা গান ;
চাহি না কুসুম-রাণী
আধেক ঘোমটা টানি
দেখায় সে হাসি-মাখা আধেক বয়ান।

৪

চাহি না বকুল-তলে
প্রজাপতি দলে দলে
সাটিন-পোষাক পরি বেড়ায় নাচিয়া ;
চাহি না শুনিতে সুখে
শ্যাম ভ্রমরের মুখে
বসন্তবাহারে বীণা উঠিছে বাজিয়া।

৫

চাহি না সুমেরু-গা'য়
স্বর্ণ-গঙ্গা বহি যায়,
দ্রবীভূত হেম-স্রোত স্বর্গ হ'তে আসে ;
চাহি না তাহার পরে
দেখি চারু শশধরে
বসি সে সুবর্ণ-শৈলে চন্দন-বাতাসে।

৬

চাহি না নন্দন বনে
দেবের বালিকা-সনে
বসিয়া মন্দার-ছায় গাঁথি ফুলমালা ;
সেথা মন্দাকিনী-জলে
ফুল্ল স্বর্ণ-শতদলে
চাহি না করিতে খেলা মিলি সুরবালা।

৭

চাহি না করি না আশ
অলকা-অমরা-বাস,
কুবের-ভাণ্ডারে যত অমূল্য রতন ;

রাজ্য কিবা মহারাজ্য,
নাহিক আমার কার্য্য,
ধন মান যশে মম কিবা প্রয়োজন ?

৮

কি চাহিব ? সবি তুচ্ছ,
তুমিই মহান্ উচ্চ,
তোমা বিনা ছাই ভস্ম কি করিব আশা ?
তুমি দেব ! প্রাণারাম,
স্মরণে সফল কাম,
তব স্মৃতি কোটি স্বর্গ, অমর-পিপাসা।

৯

যে ক'দিন বেঁচে থাকি,
যেন গো ! তোমারে ডাকি,
যোগী যথা যোগীশেরে করে আরাধনা ;
দিয়ে শত অশ্রুজল
ভিজায়ে ও পদতল
মিটাই মনের সাধ প্রাণের কামনা।

১০

বল তবে প্রিয়তম !
কে সুভাগা মম সম,
কার তুমি মতি গতি ধ্যান ও ধারণা ?
এত সুখে ভরা হৃদি
কারে দিয়াছেন বিধি,
কে ও রাজ্যে একেশ্বরী—অনন্যপ্রধানা ?

শীতকালের পত্র।

শ্রীমতী নঃ——

১

কি লিখিব বিধুমুখি !
তব সুখে আমি সুখী,
জানিছ তা' চিরদিন কি কাজ কথায় ?
তবে কি না পৌষমাস,
তাহাতে পশ্চিমে বাস,
এত শীতে চিটি ফিটি লেখা বড় দায়।
আমার দুঃখের কথা
কি লিখিব স্নেহলতা !
দারুণ পাহা'ড়ে শীতে ফেটে গেল কায় ;
জানিতেছ অতঃপর,
অগাউন কলেবর,
পায়ে নাই বুট মোজা, ক্যাপ না মাথায় ;
বিধি পাঠাইলা ভুলে
বাঙ্গালি হিন্দুর কুলে,
পাথর লোহায় গ'ড়া যাহাদের নারী ;
আমরা তো ননী-দলা,
কাজ নাই খুলে বলা,
মা, পিসী, ঠাকু'মা সম আমরা কি পারি ?
পরম গুণের নিধি
শ্রীমতী বামুনদিদি
গরম গরম দুটী দিবেন রাঁধিয়া ;

কপালে তা লেখা নাই,
তাই যেতে হয় ভাই!
নিঠুর রন্ধন-শালে "অন্নদা" স্মরিয়া।
যদি মোরে ভালবাস,
ত্বরা তুমি হেথা এস!
তোমা বিনে এত শীতে টিকে না পরাণ;
এ বাহুতে তুমি শক্তি,
এ হৃদয়ে তুমি ভক্তি,
এ শীতে তুমিই মম শাল আলোয়ান।
এস চলি সুবদনে!
লেপ গায়ে দুই জনে
খুলি হৃদি খুলি মুখ জাগি সারা রাতি;
ছারপোকা ভরি প্রাণ
শোণিত করিয়া পান
আমাদের "মহত্ত্বের" করুক সুখ্যাতি।

২

আমি তাই ভাবি নিত্য,
কি সুখে ভ্রমিতে তীর্থ
তুমি ভাই! চলে গেলে হরিদ্বার কাশী?
কি বলিব কি যে দুঃখ,
তুমিও হ'লে কি মূর্খ?
কোটি-তীর্থ-ফল পেতে এখানে যে আসি!

ঘোমটায় মুখ ঢেকে
(চাঁদেতে নীরদ মেখে!)
এখানে হ'ত না সদা লুকাতে অন্দরে;
ফিরিতাম দুই জনে
শৈলে শৈলে বনে বনে,
নির্ঝরে, তটিনী-তটে, নীরব কন্দরে।
হা ধিক্! তোমার চিত্তে
এর চেয়ে কোন্ তীর্থে
আশার সুসার কিবা, কিবা পুণ্য মিলে?
অনিত্য জগত ভাই!
সুখহীন সর্ব্ব ঠাঁই,
কি হইবে রেলওয়ে ভ্রমিতে লাগিলে?
নিত্য-সুখ চিরতরে
এখানে বিরাজ করে,
দোলে মানবের পিঠে যশ-পুণ্য-ছালা,
অদৃষ্টে সৌভাগ্য ফোটে,
নিত্য দুপহরে জোটে
খিচুড়ী পায়সে ভরা খাগড়াই থালা।
বেশি কথা কাজ নাই,
"পয়সা" অনিত্য ভাই!
"রিটার্ণ টিকিট" খানি ছিঁড়ে ফেলে দাও;
কাব্য-রস, গব্য রস,
দেহে পুষ্টি, নামে যশ,
আইস! এ সব সুখ ভোগ কোরে যাও।

শুনিলাম এই মাসে
যাবে তুমি পতি-পাশে,
করিতে গৃহিণীপণা—ধিক্ মূর্খতায়!
এত শীতে নারী কেবা
করে পতি-পদ-সেবা,
পৌষমাসে ঘরকন্না কে করিতে চায়?
শাস্ত্রের বচন সতি!
শীতকালে যার পতি
রাঁধেন বাড়েন নিজে প্রফুল্ল অন্তরে;
সেই ধন্যা নারীকুলে,
লোকে তারে নাহি ভুলে,
চির-সোহাগিনী জায়া শিবদুর্গা-বরে।
ছুতো পেলে মুখ-নাড়া,
মনে মনে "লক্ষ্মী-ছাড়া",
সে অনিত্য আবদার দূর করি দাও;
ত্বরা করি এস চলে
আমারি লেপের তলে
কিছু দিন নিত্য সুখ ভোগ কোরে যাও।
পত্রপাঠমাত্র, রাণি!
লয়ে এস মুখখানি,
অধরে সে হাসি এনো, নয়নে সে দিঠি;
কথা এনো মিঠে কড়া,
(অভিমানে সুর চড়া,)
আঁচলে বাঁধিয়া এনো সে ক'খানি চিটি।

এ শীতে পাহা'ড়ে দেশে
একেলা নিরীহ বেশে
নিতান্ত নীরব হ'য়ে থাকা বড় দায় ;
তাই পত্র ডাকে দিয়ে
পথ-চাওয়া আঁখি নিয়ে
রহিলাম লেপ মুড়ি দিয়ে বিছানায়।

তোমারি
মেজ দিদি।

হরপার্ব্বতী-সংবাদ। *

১

হর প্রতি প্রিয়ভাষে ক'ন হৈমবতী,—
"মরতে যেতেছে কলি, দেব পশু-পতি !
ধরায় ঘটিবে তাহে কত কদাচার,
সকলি জানিছ তুমি, কি বলিব আর ?
শুনিলাম কলিযুগে মর নর সবে,
সহধর্ম্মিণীর নাকি বশ নাহি হবে ?—
এ কথা শুনিয়া মম পুড়িতেছে মন,
রমণীই বোঝে দেব ! রমণী-বেদন !
অতএব যাহা হয় সদুপায় তার,
সেই কথা কহ প্রভো ! মিনতি আমার"।

---

* শিবপুরাণ হইতে অনূদিত।

শিব-পুরাণের কথা অমৃত উকতি,
আত্মারাম-দাসী বলে শুনে পুণ্যবতী।

২

হর বলে,—"হরিণাক্ষি! মিছা কথা নহে,
'অনাচারী কলিযুগ' সর্ব্ব শাস্ত্রে কহে।
সকলে অধর্ম্মে রত না হইবে কভু,
অনেকে অনেক দোষ পরশিবে তবু।
কলি-ধর্ম্ম-কথা পরে কহিব সকলি,
আজি যা সুধিছ দেবি! তাই তোমা বলি।
ম্লেচ্ছ-শাস্ত্র "বেন, বার্ক" করিয়া চর্ব্বণ,
হইবে হৃদয়হীন নর কত জন;
বচনে পরুষ তারা, পরাণ নীরস,
নাহি হবে গৃহিণীর যথোচিত বশ"।
শিব-পুরাণের কথা অমৃত উকতি,
আত্মারাম-দাসী বলে শুনে পুণ্যবতী।

৩

শুনি বিষাদিনী শিবা চাহে শিব পানে,
দেখিয়া করুণাময় সকরুণ প্রাণে,—
বলিলেন,—"দুঃখ ভা'ব কি হেতু পার্ব্বতি!
'কর্ম্ম-যোগে' রমণীর বশ হবে পতি।
সদাচার, মহৌষধ, করিলে রমণী,
র'বে তার বশীভূত সদা গুণমণি।
এই কথা পদ্মাসন কহিলেন ব্যাসে,
আমিও বলিব আজি তোমার সকাশে;

পরম পবিত্র ইহা গোপনীয় অতি,
এক মনে সযতনে শুন তবে সতি!”
শিবপুরাণের কথা অমৃত উকতি,
আত্মারাম দাসী কহে শুনে পুণ্যবতী।

৪

“পতি যার বাধ্য নহে, আরো অবিনীত,
সে নারী আলস্যে সদা রহিবে জড়িত।
প্রভাতের আট ঘণ্টা হইবে যখন,
ললনা বিছানা ছাড়ি উঠিবে তখন।
দুই পা ছড়ায়ে বসি’ অতি পরিপাটি,
মনসুখে চাঁদমুখে খাবে পোড়া মাটি।
পরেতে সুগন্ধি তৈল শ্রীঅঙ্গে লেপিয়া,
সাবান তোয়ালে নিয়ে রহিবে বসিয়া।
দিবানিশি চারু চুলে এলবার্ট করি,
করাইবে গৃহকর্ম্ম পরাপর ধরি”।
শিবপুরাণের কথা অমৃত উকতি,
আত্মারাম-দাসী কহে শুনে পুণ্যবতী।

৫

“আপিসে চাকরি করে দয়িত যাহার,
মাটি না পরশে যেন চরণ তাহার।
গহনা পোষাকে দেহ সাজায়ে সুন্দর,
বসি র’বে সোণামুখী খাটের উপর।
ঝি আসি মুছাবে ঘাম বাতাস করিয়া,
দিবেন বামুনদিদি মুখে ‘ছুটী’ দিয়া।

সময় কাটিবে নিয়ে নভেল কি তাস,
অথবা সঙ্গিনী-সনে হাস্য পরিহাস।
তদভাবে ঝি চাকরে মিছা অপরাধে,
করিবে কলহ সতী পরাণের সাধে"।
শিবপুরাণের কথা অমৃত উকতি,
আত্মারাম-দাসী কহে শুনে পুণ্যবতী।

৬

দরিদ্র যাহার পতি, সদা সে ললনা
চাহিবে পতির কাছে পোষাক গহনা;
সে কথা শুনিয়া তিনি দেন যদি 'তাড়া',
বিরাশি শিক্কায় সতী দিবে মুখনাড়া;
আদেশ করিবে নাথে করিবারে ঋণ,
না শুনিলে, অনাহারে র'বে তিন দিন।
এইরূপে 'সতীধর্ম্ম' করিয়া পালন,
পতি-সোহাগিনী হবে শাস্ত্রের লিখন"।
শিবপুরাণের কথা অমৃত উকতি,
আত্মারাম-দাসী কহে শুনে পুণ্যবতী।

৭

"ইহাতেও যার পতি বশ নাহি হবে,
সে নারী অপ্রিয় কথা নিরন্তর ক'বে।
পরিজন-সনে সদা করিবেন আড়া,
এক ঘরে হবে তাহে আট দশ হাঁড়ী।
শ্বাশুড়ীরে বধূ নাহি করিবে ভকতি,
যা' ননদা দূর করি দিবে গুণবতী;

কলহ করিবে সদা প্রতিবাসী সনে,
দয়া মায়া সরলতা না রখিবে মনে ;
র'বে সদা রুক্ষ ভাবে বদন বিরস,
দেখি শুনি হবে পতি অতি শীঘ্র বশ"।
শিবপুরাণের কথা অমৃত উকতি,
আত্মারাম-দাসী বলে শুনে পুণ্যবতী।

৮

"ইহাতেও পতি যদি অবশ রহিবে,
পরম যতনে সতী ছেলে ঠেঙাইবে ;
ভাঙিবে কলসী, হাঁড়ি, ছিঁড়িবে বসন ;
পতি-সনে দেখা হ'লে করিবে রোদন।
কখনো বা রক্তনেত্রে চাহি তাঁর পানে,
ব'লিবে 'চলিনু আমি শমনের স্থানে'।
একবিন্দু ছুতা সদা বেড়াবে খুঁজিয়া,
পেলেই—বাপের বাড়ী যাইবে চলিয়া—
সেখানে যদ্যপি পতি নাহি দেন যেতে,
ঘ্যানঘ্যানে ঘুমা'তে না পান যেন রেতে।
পতি বিনা রমণীর গতি নাহি আর,
তুষিবে তাঁহারে তাই করি সদাচার"।
শিবপুরাণের কথা অমৃত উকতি,
আত্মারাম-দাসী কহে শুনে পুণ্যবতী।

৯

"এত করি পতি যার বশ নাহি হয়,
সে নারী মঙ্গলবারে সন্ধ্যার সময়,

এলো চুলে, ভিজা বস্ত্রে, হাঁটিয়া ত্বরিতে,
গোমূত্র, গোবর নিয়া গোহাল হইতে,
ঘুমন্ত পতির শিরে দিবে সেই রস,
অশিষ্ট অবাধ্য পতি তাহে হবে বশ।
বিজ্ঞান অজ্ঞান হেথা—শাস্ত্রের বচন,
কোন মতে হৈমবতি! নাহিক খণ্ডন।
অতএব, দেখি শুনি পতির অবস্থা,
রোগের ঔষধ সতী করিবে ব্যবস্থা।
ভক্তিভাবে এই তত্ত্ব পড়িবে যে জনে,
কমলা অচলা রবে তাহার ভবনে;
আরো, আয়ু পুণ্য যশ বস্ত্র লাভ হয়,
ব্রহ্মার মুখের আজ্ঞা নাহিক সংশয়"।
শিবপুরাণের কথা অমৃত উকতি,
আত্মারাম-দাসী কহে শুনে পুণ্যবতী।

বিদায়-সঙ্গীত।

১

যা' কিছু আমারে দেছ
চাও যদি ফিরে নিও,
হাসি মুখে বসুধে মা!
দাসেরে যাইতে দিও।

২

জ্ঞানী, গুণী, মানী যারা
তাদেরি ও কোলে রাখ,
অকৃতী অধম আমি,
আমারে মা! কেন ডা'ক?

৩

ক্ষুদ্র আগুনের কণা
তা' ছুঁলেও হয় ছাই,
বিষাক্ত জীবাণু আমি,
আমারে ছুঁইতে নাই।

৪

সরসে সরোজ হাসে
বাগানে চামেলি বেলি,
আমি চিতানল, মা গো!
ভীষণ শ্মশানে খেলি।

৫

শুকায় যমুনা গঙ্গা
আমারি বাতাসে হায়!
আমারে বিদায় দে' মা!
যাই আমি নিরালায়।

৬

যাহা কিছু দিয়াছিলে,
চাও যদি লও ফিরে,
অভাগারে যেতে দেহ
একা বৈতরণী-তীরে।

৭

ফিরে লহ রবি মম
ফিরে লহ চন্দ্র তারা,
বসন্ত বাতাস লহ
বরষায় বারিধারা।

৮

সুললিত গীত লহ
শ্যামা পাপিয়ার মুখে,
সাধের কুসুম লহ
ফোটে যা' তরুর বুকে।

৯

ফিরে লহ আশা তৃষা,
ফিরে লহ স্নেহ প্রীতি,
অভাগারে দিও শুধু
সেই ক'দিনের স্মৃতি।

১০

আর মা! নিও না কেড়ে
নয়নের অশ্রু-কণা,
তা' হলে অধম আমি
কিছু আর চাহিব না।

১১

যতক্ষণ রবে প্রাণ
যতক্ষণ রবে জ্ঞান,
সেই মন্ত্র—ইষ্ট মন্ত্র
মরমে করিব ধ্যান।

১২

দিব না শুনিতে পরে
সে পবিত্র দেব-ভাষা,
চাব না এ ভাঙা বুকে
সংসারের ভালবাসা।

১৩

শত কালানল-জ্বালা,
পরাণে জ্বলিছে যার,
সে কি চাহে ক্ষুদ্র ছায়া
ক্ষুদ্র বন-লতিকার ?

১৪

যাহারা যেমন আছে,
তাহারা তেমনি থাক্
আমারি জীবন একা
নীরবে ফুরায়ে যাক্।

১৫

যাহা কিছু দিয়েছ মা !
ফিরাইয়ে লহ তাই,
নিও না এ আঁখি-জল
এই নিয়ে মরে যাই !

অতিথি। *

১

তুমি আসিবে তা' করিয়া শ্রবণ,
দেখায়েছে আশা সুখের স্বপন;
হেরিব একটী অমূল্য রতন,
খেলিতে পাইব একটী সাথী;
তোমারে আনিতে আগুবাড়াইব,
আদরের ধন আদরে আনিব,
সুমঙ্গল শাঁখ সুখে বাজাইব,
ঘরে জ্বালাইব মঙ্গল-বাতি।

২

জড়ায়ে ধরিয়া জননী উষায়,
শিশু রবি রাঙা কিরণ ছড়ায়,
তাদের ডাকিয়া এনেছি হেথায়,
দেখা'তে তোমারে সোহাগ-ভরে;
তুমিই আসিবে, তুমিই হাসিবে,
এ আনন্দ-ধামে আনন্দ বাড়িবে,
রাঙা পা দু'খানি যেথানে রাখিবে,
কুসুম ফুটিবে কুসুম পরে।

৩

কিন্তু, হা! কল্পিত সে সুখ-কামনা
মনেই রহিল—কাজে তা হ'ল না

---

* কোনও সদ্যোজাত শিশুর মৃত্যু উপলক্ষ্যে লিখিত।

ভেঙে দিল ঘুম—নিঠুর চেতনা!
দেখিলাম, তুমি যেতেছ দূরে ;
সেই রবি পুন পশ্চিমে হেলিল,
ঊষার সে আলো আঁধারে মিলিল,
বীণা বাঁশী সব বেসুরা বাজিল,
হায়! তুমি গেলে অজানা পুরে!

৪

একদিন—মরি! তাও দাঁড়ালে না,
কেন এসেছিলে বলিয়া গেলে না,
ফুটিতে আসিয়া ফুটিতে পেলে না,
গোলাপ-মুকুল পড়িলে ঝরি!
দ্বিতীয়ার সেই শিশু-শশি-সম,
এক বিন্দুখানি—তবু নিরুপম!
নিদয় নিঠুর কাল নিরমম
দেখিতে দিল না নয়ন ভরি!

৫

মা'র বুকে ভরা অমৃতের সিন্ধু,
পেলে না'ক স্বাদ তার একবিন্দু,
দেখিতে পেলে না রবি, তারা, ইন্দু,
আশীষ আদর সকলি ফেলে,
আতপ-তাপিত ফুল-কলি হেন
ফুটিতে ফুটিতে শুকাইলে যেন,
তোমা লাগি চোখে জল আসে কেন?
তুমি তো "অতিথি" চলিয়া গেলে!

নিরুপমা।

(বঙ্গাব্দ ১৩০২, ২১শে অগ্রহায়ণ, শুক্রবার, সূর্য্যাস্ত সময়ে।)

১

আয় ও মা নিরুপমা! ঘরে ফিরে আয়!
আঁধারি বিশ্বের ছবি অস্তাচলে চলে রবি,
তুমি মা! তাহার সনে যেতেছ কোথায়?
এখনি যে বসুন্ধরা হইবে আঁধার ভরা
সে আঁধারে যমদূত ফিরে পায় পায়—
এই বেলা নিরুপমা! আগে ঘরে আয়।

২

আয় ও মা নিরুপমা! ঘরে যাই চল,
আয় মা! আমার বুকে, দিব সে "বেদানা" মুখে,
দিব ও দারুণ তৃষা মিটাইয়া জল,
মোর কোলে মাথা থুয়ে, কোমল শয্যায় শুয়ে,
নিরাপদে ফুটিবি মা! প্রীতি-শতদল,
চল্ ও মা নিরুপমা! ঘরে ফিরে চল।

৩

উঠ ও মা নিরুপমা! চির-সোহাগিনি!
কত যাগ ব্রত-ফলে এসেছিলে ভূমণ্ডলে,
"দাদা ঠাকু'মার তাই নয়নের মণি";
তোমারে পাইয়া তাঁরা আনন্দে আপনা-হারা;
তুমি যে মা! এ আগারে "সুধা সঞ্জীবনী"।
বিধির বিধান তরে "দাদা" আজি স্বর্গ'পরে,
"ঠাকু'মা" যে তোমা বিনা হবে পাগলিনী,
ঘরে আয় নিরুপমা! চির-সোহাগিনী।

৪

আয় ও মা নিরুপমা ! ঘরে ফিরে আয় !
কে সুভাগা তোর চেয়ে, বাপের আদুরে মেয়ে,
পতির বিশ্বস্তা সখী, প্রাণাধিকা তায় ;
জনক জননী ভাই, তার যে কেহই নাই,
তুমি তার গৃহলক্ষ্মী, রাজলক্ষ্মী প্রায় !
'সতুর' * সর্ব্বস্ব ও মা ! তার "মা" যে "নিনুকমা"
খেলা ফেলি ছোটে সে যে দেখিবারে মা'য় !
তোমার স্নেহের ধন ছোট ছোট ভাই বোন,
তারা যে "দিদি"রে পেলে কিছু নাহি চায় !
বেশি কি বলিব আর, হতভাগী "পিসীমার"
পুত্রী শিষ্যা সখী তুমি একাধারে হায় !
এত স্নেহ প্রীতি ছাড়ি আঁধারিয়া ঘর বাড়ী
নিরমমা নিরুপমা কার কাছে যায় ?
যাস্‌নে' মা নিরুপমা ! ফিরে ঘরে আয়।

৫

আয় ও মা নিরুপমা ! সহে না যে আর,
আমি যে ভেবেছি মনে, যুঝিয়া শমন-সনে
তোমারে লইব কাড়ি হাত থেকে তার।
কিম্বা নিজ আয়ু দিয়া তোর প্রাণ বাঁচাইয়া
সুখে যাব সাঁতারিয়া মৃত্যু-পারাবার !
কিন্তু আমি ক্ষুদ্রতম, হীনবল নরাধম,
গেল না আমার ডাক পায়ে বিধাতার !

* 'সতু'—নিরুপমার তিন বছরের ছেলে, সত্যেন্দ্রনাথ।

হা ধিক্! মানব-জন্ম, ভোলে অনিত্যতা-মর্ম্ম,
অথচ নিবারে কালে, সাধ্য নাহি তার।
নিরুপমা! তোরে হায়! মহাকালে নিয়া যায়,
রাখিতে শকতি নাই আমা সবাকার,
কি বলিব প্রাণাধিকে! পারি না যে আর!

৬

কি বলিব নিরুপমা! বুক ফেটে যায়—
এ দারুণ দৃশ্য দেখা কপালে কি ছিল লেখা,
নিঠুর রাহুর গ্রাসে নব চাঁদিমায়!
উহু রে! বিদরে মন, বিবর্ণ ও চন্দ্রানন,
প্রভাত-তপন ঢাকা মেঘ-কালিমায়!
পারে কি সহিতে কেহ অমন সোণার দেহ
অযতনে অনাদরে লুঠিছে ধূলায়!
কি দেখিনু—হরি! হরি! বুক ফেটে যায়!

৭

উঠ ও মা নিরুপমা! কাঁদা'ও না আর,
তোমা বিনা সমুদায় শূন্য—মহাশূন্য প্রায়,
দশ দিক্ ভরা আজি শোক হাহাকার!
এস মা সাবিত্রি! সীতে! পতি-অশ্রু মুছাইতে,
ব্রহ্মাণ্ড তোমার "ক্ষুদ্র" তুলনায় যার!
"মা মা" বলি সতু ডাকে, এস মা তুষিতে তা'কে,
সে শিশু তোমার যে গো কত তপস্যার!

শত শত মাতৃস্নেহ- ভরা যাঁর হৃদি-গেহ,
এস মা! করুণ ডাকে সেই "ঠাকু'মার",
এস ও মা নিরুপমা! কাঁদা'ও না আর।

৮

কি দেখি, কি শুনি, এ যে বলা নাহি যায়,
আকাশে সাঁজের কাক ডাকিছে ভীষণ ডাক,
আকুল পেচক-রব বকুল-শাখায়,
সকলি ভয়াল দৃশ্য, আঁধারে ডুবিল বিশ্ব,
আঁধারিয়া ধরাতল রবি অস্ত যায়;
এ আঁধারে নিরুপমা! কোথা হারাইনু তোমা?
অমূল্য মাণিক রত্ন ফেলিনু কোথায়?
বুক যে রে! গেল চিরে, আয় বাছা! ঘরে ফিরে,
আয় মা বাসন্তী লক্ষ্মি! অনন্ত শোভায়;
নীল-ইন্দীবর-সম আঁখি-যুগ মনোরম,
সলাজ-চাহনি-মাখা স্নেহ-মমতায়;
আজানুলম্বিত চুল, প্রভাতের পদ্মফুল
সুন্দর সিন্দুর-রাগ উজলে সিঁথায়!
শারদ-শশাঙ্ক-তুল্য সুপবিত্র সুপ্রফুল্ল,
সরলা সুশীলা বালা ভরা স্নিগ্ধতায়—
তোরে কি জন্মের শোধ দিলাম বিদায়?

৯

বৌ দিদি!
সেই যে চলিয়া গেলে সাত বছরের ফেলে,
তোমার সে নিরুপমা—স্বর্ণপ্রতিমায়,

সবে করি কোলে কাঁ'কে "মানুষ" করেছি তা'কে,
রাখিয়াছি চোখে চোখে স্নেহ-প্রীতি-ছায় ;
খসিলে পানের চূণ কাঁদিয়া হইত খুন,
তোমারি লাগিয়া "নিরু"—সাধি পুনরায়,
আনিয়াছি রবি ধরি কত কি আদর করি,
তবু সে ভোলেনি তার স্নেহময়ী মা'য় !
যত কিছু হেথাকার ভাল লাগিল না তার,
"মা" বিনা তোমার মেয়ে থাকিতে না চায় ;
তাই সাজাইয়া চিতে এসেছি তোমারে দিতে,
এই ধর কোলে কর প্রিয় তনয়ায়,
বুঝি না অবোধ আমি ফেলি শিশু, ফেলি স্বামী
তোমরা কিসের লোভে গেলে অমরায় !

* * *

আজি কপোতাক্ষী-কূলে হরীতকী-তরুমূলে,
মায়ের পবিত্র দেহে দুহিতা লুকায় ;
সংসারের ধূলি-কণা তার গায় লাগিবে না,
লাগিবে না তার গায়ে মরণের বা'য় !
লোকে ডাকে "হরি হরি" স্বর্গপথ আলো করি
মাতৃহীনা নিরুপমা মা'র কোলে যায়,
আমরা—কাঁদিতে শুধু রহিনু ধরায় !

অভাগিনী "পিসি মা",
সাগরদাঁড়ি।

কেন আছি ?

১

জগদীশ !

কেন আছি ? আছি, মোর তুমি আছ ব'লে,
নয় তো আমার "ঠাঁই"
জগতে কোথাও নাই,
সারা ধরা রৌদ্র-ভরা মাথা যায় জ্ব'লে,
আমি আছি, দীনবন্ধো ! তুমি মোর ব'লে।

২

কেন আছি ? আছি, মোর তুমি আছ ব'লে,
বাসন্ত মলয়-বা'য়
লাগে না আমারি গা'য়,
আমার বরষা নাহি আনন্দ উছলে ;
অবনী আমার শুধু
শূন্য মরু করে ধূধূ,
হাসে না চাঁদিমা তারা নীলাকাশ-তলে ;
আমি আছি, শুধু মোর তুমি আছ ব'লে।

৩

আমি আছি, শুধু মোর তুমি আছ ব'লে,
আমারি পাপিয়া পাখী
ডাকে না অমিয়া মাখি,
ফোটে না আমার ফুল কিশলয়দলে ;
দেখিয়া শিখেছি তাই,
সংসারে যাহাই পাই—

সে হৃদি দুষ্প্রাপ্য, যাহা দীন দেখে গ'লে ;
আমি আছি, শুধু মোর তুমি আছ ব'লে।

৪

কেন আছি ? আছি, মোর তুমি আছ ব'লে,
যতই "আত্মীয়"-বেশে
সংসারে দাঁড়াই এসে,
গর্ব্বিত সংসার তত পা'য় যায় দ'লে ;
সে ব্যথায় কি যাতনা !
সে তো তাহা বুঝিল না,
সে যে গো ! ফিরায় মুখ মুখোমুখি হ'লে ;
আমি আছি, শুধু মোর তুমি আছ ব'লে।

৫

কেন আছি ? আছি, মোর তুমি আছ ব'লে,
কে বোঝে পরের ব্যথা,
মর্ম্মভেদী নিম্মমতা,
শিথিল ভগন বুকে কি আগুন জ্বলে ?
বিদ্রূপের বজ্র-ঘা'য়
কেন প্রাণ ভেঙে যায় ?
বিরক্তি-ব্রহ্মাস্ত্র কেন বিঁধে মর্ম্মস্থলে ?
আমি আছি, শুধু মোর তুমি আছ বলে।

৬

কেন আছি ? আছি, মোর তুমি আছ ব'লে,
তা' না হ'লে এত দিন
মুছি' এ দেহের চিন
কবে সে শ্মশান-ভস্ম ধুয়ে যেত জলে !

কিম্বা উগারিত গিলে
শৃগাল শকুনি মিলে,
হইত আনন্দ-ভোজ মাংসাহারি-দলে!
হয়নি আজিও শুধু তুমি আছ ব'লে।

৭

কেন আছি? আছি, মোর তুমি আছ ব'লে,
নয় তো কোথাও নাই
আমার শান্তির ঠাঁই,
কেউ নাই কাছে ডাকে "আপনার" ব'লে;
তুমিই অনাথনাথ!
পসারি স্নেহের হাত
মা বাপ সকলি হ'য়ে টানিতেছ কোলে!
আমি তাই আছি, মোর তুমি আছ ব'লে।

৮

কেন আছি? আছি, মোর তুমি আছ ব'লে,
দয়াময়! প্রাণারাম!
অনন্ত স্নেহের ধাম!
স্মরণে স্বরগ-গঙ্গা মরমে উথলে!
দূরে যায় শোক দুখ,
প্রেমানন্দে পূর্ণ বুক,
নবীন জীবন জাগে ভাঙা হিয়া-তলে!
আমি আছি, শুধু মোর তুমি আছ ব'লে।

৯

আমি আছি, শুধু মোর তুমি আছ ব'লে,
তুমি এ ব্রহ্মাণ্ডপতি,
আমি অণু এক রতি,
তোমারি সকলি—যাহা দেখি ধরাতলে;
কিন্তু মম তোমা বই
"আমার" বলিতে কই?
আমারি সর্ব্বস্ব তুমি ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডলে,
আমি আছি, শুধু মোর তুমি আছ ব'লে।

১০

আমি আছি, সে কেবলি তুমি আছ ব'লে,
জগত দিল না ঠাঁই,
সে সুখ এখন নাই,
খেলা ভেঙে যায় শিশু জননীর কোলে!
না হয়, আমার খেলা
ভেঙেছে সকালবেলা,
আছে তো মায়ের কোল, আমি শো'ব ব'লে?
গিয়াছে সুখের আশ,
মুক্ত বাসনার পাশ,
আর কেন কারাবাস? এস যাই চলে!
এ দেশের "অনুরাগে"
আর নাহি মন লাগে,
তোমার আনন্দ-ধাম কোথা, দাও ব'লে,
মিশে যা'ক্ এই বিন্দু মহাসিন্ধুজলে।

কি চাই ?

সবি তো দিয়েছ বিভো !
ফিরে কি চাহিব আর ?
বুকে দেছ ভক্তি প্রীতি
চোখে দেছ অশ্রুধার !
সজন নগর দেছ
নীরব বিজন বন,
শুষ্ক মরুভূমি দেছ
জলাশয় অগণন ;
নিদাঘে আগুন দেছ
বসন্তে অমৃত বায়ু,
মরিতে মরণ দেছ
বাঁচিতে দিয়েছ আয়ু ;
বিরহ মিলন দেছ
দেছ কান্না, দেছ হাসি,
জুড়াতে সকল জ্বালা
দেছ ভালবাসাবাসি ;
ঘোর অমানিশা দেছ
পুন দেছ শশী রবি,
আমি কি চাহিব আর—
তুমি তো দিয়েছ সবি;
যা কিছু "অভাব" দেখি
সব তাহা পূরিয়াছে,

তাই ভয় করে, তুমি
আরো কিছু দাও পাছে ;
বোঝার উপর বোঝা
কে পারে বহিতে এত ?
অশক্ত দুর্ব্বল হিয়া
বহিতে পারে না সে ত !
তবে এ অতৃপ্তি কেন ?—
একটী যে আছে বাকি,
আমি চাই—তুমি-আমি
মিশামিশি হ'য়ে থাকি !
তাই যদি কর প্রভো !
জনমের তৃপ্তি পাব,
"এ দাও, ও দাও" বলি
নিতি নিতি নাহি চাব।

কবিতা রাণী।

শীতের কুহেলি-ভরা
তমোময়ী বসুন্ধরা,
জ্বলে না একটী আলো গগন-প্রাঙ্গনে ;
নীল নভস্থলে থাকি
গাহে না একটী পাখী,
ফোটে না একটী ফুল কুসুম কাননে।

নদীর আকুল বুকে
বিধবা আনত মুখে
জীবনের পূর্ব্ব স্মৃতি করিছে স্মরণ ;
স্বপনে যে সুখরাশি
দেখা দিয়ে ছিল আসি,
এবে তা জ্বলিছে বুকে দীপ্ত হুতাশন !
কোলে শিশু আধ জেগে,
জননী উঠিছে রেগে,
আর নাহি লাগে ভাল "মাণিক রতন" ;
দারুণ রোগের ভরে
শরীর ভাঙিয়া পড়ে,
আসে না আদর তারে আসে না যতন।
ধরাতল ফাঁকা ফাঁকা,
কি এক অশান্তি-মাখা !
সব যেন কায়া-ছায়া—প্রাণ যেন নাই ;
দশ দিক্ শূন্য শূন্য,
মানব নৈরাশ্যপূর্ণ,
ধরে যদি সোণা-মুঠা হ'য়ে যায় ছাই !
সহসা নাশিয়া কালো
জাগিল ত্রিদিব-আলো,
হাসিল সুমুখা উষা কনক-অচলে ;
সরায়ে আঁধার খানি
উরিল কবিতা-রাণী,
নব পারিজাত-মালা শোভে বর গলে।

যে দিকে ফিরিয়া চায়,
বসন্ত ছড়ায়ে যায়,
ফুলে ফুলে ছেয়ে যায় মাটির ধরণী ;
দিগঙ্গনা খোলে আঁখি,
কল কণ্ঠে গাহে পাখী,
নীরস জগতে ছোটে প্রেম-মন্দাকিনী !
বসুধা অতৃপ্ত বক্ষে
নিরখে সহস্র চক্ষে,
আকাশ ভরিয়া ওঠে আগমনী গান ;
দেখি সে সোণার মুখ
আসে শান্তি আসে সুখ,
মর-নর-বুকে আসে অমর পরাণ !
দেবতা স্বরগ থেকে
বলিছেন ডেকে ডেকে,—
"জ্বলিতে হবে না আর অশান্তি লাগিয়া ;
জুড়া'তে বিশ্বের জ্বালা
সৃজিনু কবিতা-বালা,
অমৃতে অমৃতে দিবে অবনী ছাইয়া"।

তাপসী উমা। *

১

অতি নিরজন নিবিড় কানন,
সেথানে বহে না সংসার-বা'য়;
পারে না পশিতে কলুষের কণা,
পবিত্রতা মাথা সতত তা'য়।

২

ঝুরু ঝুরু করি সুরভি সমীর
কাঁপায় মৃদুল তরুর পাতা;
অতি ধীর তানে ক্ষীণ নির্ঝরিণী
বহিছে, শুনায়ে মধুর গাথা।

৩

কিশলয়-দলে লুকায়ে বিহগ
ধীরে ধীরে গাহে মধুর গান;
নীরবে সুশ্যামা প্রকৃতি জননী
চাহিছে জুড়াতে উমার প্রাণ।

৪

সে যে —

মেনকা-মায়ের সরবস্ব ধন,
স্বরগ-জ্যোছনা বালিকা-বেশে;
যোগে রত সদা কনকের লতা,
নব কোকনদ সে মরু দেশে।

---

* কুমারসম্ভবের উমা।

৫

মা-বাপের সেই নয়নের তারা,
প্রাণের প্রতিমা, স্নেহের বালা;
আজি যেন দীনা—বল্কলবসনা,
কচি গলে দোলে রুদ্রাক্ষমালা।

৬

শত সহচরী সেবিত যাহারে,
হরিণী করিণী সঙ্গিনী তার;
শিরীষ-কুসুম-সুকুমার তনু
অস্থি চর্ম্ম হায়! হয়েছে সার!

৭

খুলিয়া ফেলেছে হেম-আভরণ,
এলায়ে পড়েছে চিকুররাশি;
বালিকা চাহে না মাণিক রতন,
বালিকা হাসে না সাধের হাসি।

৮

এ নব বয়সে সুখের বাসনা
কেন গো! কুমারী দলেছে পা'য়?
কি অভাবে তার সকলি আঁধার,
গিরিজা-পরাণ কাহারে চায়?

৯

নবীন নধর ও রাঙা অধর
ধূসর হয়েছে কাহারে ডেকে?
দিবা বিভাবরী কার ধ্যান করি
সোণা গায়ে গেছে কালিমা মেখে?

১০

তার অতি হেয় শত অবজ্ঞেয়
অলকা অমরা বৈকুণ্ঠ ধাম ;
ছনয়নে জল করে টল মল,
যবে মনে হয় "কৈলাস" নাম।

১১

স্বরগ বিভব চাহে না পার্ব্বতী,
চাহে না ব্রহ্মাণ্ডে কিছুই আর ;
দেব ত্রিলোচন! বিভূতিভূষণ!
ও চরণে শুধু লালসা তার।

১২

ও রাঙা চরণে চির-দাসী হ'য়ে
পড়ি রবে বালা জনম-তরে ;
ইহাই সাধনা, ইহাই কামনা,
এই স্বর্গ লোভে তপস্যা করে।

১৩

বোঝে না কুমারী নন্দন কানন,
চাহে তোমা সনে শ্মশান-গেহ ;
হাড়মালা তার পারিজাত-হার,
তুমি যদি তাহা শ্রীপদে দেহ।

১৪

আহা! এ বালিকা ফুলের কলিকা,
তপানলে যদি পুড়িবে মেয়ে ;
তবে "মৃত্যুঞ্জয়" কে ক'বে তোমায়?
কলঙ্ক হবে যে জগত ছেয়ে!

১৫

যদিও সাধনা বালিকা জানে না,
যদি সে বোঝে না তপস্যা করা ;
তবু তো শঙ্কর তার সর্ব্বেশ্বর,
বালিকা-পরাণ শিবত্ব-ভরা।

১৬

তাই আশুতোষ ! ভকত-বৎসল !
দীন ভকতের প্রণতি ধর ;
সাধনার ধন করিয়া অর্পণ
তাপসী উমারে কৃতার্থ কর।

প্রত্যাখ্যাত।

১

ভাসিতে ভাসিতে দুটী-নয়ন-জলে,
কে আমারে ডেকে গেল "মা ! জাগ" ব'লে ;
দারুণ ঘুমের ঘোর
এসেছিল চোখে মোর,
ছিলাম ধরণী পরে পড়িয়া ঢ'লে,
জানি না সে কোন্ পথে গেল রে চলে !

২

বুঝি সে ঘুরিয়াছিল সহস্র দ্বারে,
একটু আদর কেহ করেনি তারে !

তাই মনে পেয়ে ব্যথা
দাঁড়াইয়া ছিল হেথা,
"মা" ব'লে ডাকিল বড় বিষাদ-ভারে,
অভাগী আমিও নাহি দেখিনু তারে !

৩

হয় তো অভাগা ছেলে মা-হারা বুঝি,
দুয়ারে দুয়ারে ফিরে মায়েরে খুঁজি ;
কাহার হৃদয় আছে,
কে যায় ব্যথীর কাছে ?
আমাদের সবারি যে আপনা "পুঁজি,"
কোথা সে তাহারে হায় ! কে নেবে খুঁজি !

৪

ক্ষুধা কি তৃষায় কিবা না পেয়ে গেহ
কেন যে সে এসেছিল জানে না কেহ ;
তার সে আনত মুখে
অশ্রু-মাখা কোন দুখে,
কেহ সুধিল না করি করুণা স্নেহ,
তার তরে নহি হায় ! আমরা কেহ !

৫

বৈশাখী বিকালবেলা ঈশান-কোণে
গরজিছে কাল মেঘ গভীর স্বনে ;
জানালা ভেজিয়ে দিয়ে
মোরা আছি লুকাইয়ে,
সে বুঝি লুকা'তে গেল গহন বনে,
কোথা সে আশ্রয় পেলে সশঙ্ক মনে !

৬

সাধিয়া কাঁদিয়া মোর করুণা-তরে
না পেয়ে সে ফিরে গেল পরের ঘরে!
এ নিঠুর হিয়া মাঝে
প্রাণ আর কোন লাজে
নীরব আরামে হায়! বসতি করে?
নিঠুর দানব আমি ধরণী-পরে!

৭

অনাদরে প্রত্যাখ্যানে গেছে সে চলি,
বুকে বুকে কালানল উঠিছে জ্বলি;
শত শত মৃত্যুবাণ
যেন বিঁধিয়াছে প্রাণ,
কোথা সে অজানা ছেলে তোরা দে' বলি',
ফিরায়ে আনিগে তারে, ক'য়ে সকলি।

বিজনে।

(প্রিয়-প্রসঙ্গ হইতে পুনর্লিখিত।)

১

উহুহু! কিসের তরে
পরাণ এমন করে?
উদাস উদাস সদা পাগলের প্রায়,
কি যেন হয়েছে—আহা!
যা' খুঁজি না পাই তাহা,
কি ভাবে যে এত ভাবি স্থুধিব তা' কা'য়?

২

দিবা নিশা আন মনে
আসি এ বিজন বনে,
নীরবে নয়ন-জলে আনন ভাসাই,
কত কি যে উঠে মনে,
বলি না তা' কারো সনে,
আপনি আগুন জ্বালি আপনি নিবাই।

৩

শূন্য প্রাণ শূন্য মন,
শূন্য জন-নিকেতন,
সব যেন শূন্যময় যা দেখি নয়নে,
কে যেন অনল জ্বেলে
সুখ শান্তি দেছে ঢেলে
চির জনমের মত জ্বলন্ত দহনে।

৪

অঙ্কুর উঠিল বনে,
শোভে কিশলয়গণে,
সাজিল সাধের তরু ক্রমে কলিকায়,
ফুটিতে ফুটিতে ফুল
বাজিল বিষম শূল!
পড়িল দারুণ বাজ তরুর মাথায়!

৫

আর কেন? সব হ'ল—
সব হ'তে শব হ'ল!
ফুরাইল আশা তৃষা সাধ আকিঞ্চন!

ছিঁড়িল ফুলের মালা,
ভাঙিল সাধের খেলা,
কমলে পশিল কীট নাশিল জীবন।

৬

তবু তো বোঝে না মন,
তাই কহে অনুক্ষণ,
শয়নে স্বপনে শুধু সে ভাবে মগন,
ভুলে যদি থাকি ভুলে,
কে যেন তা' দেয় তুলে,
যেন কি ঘুমের ঘোরে হেরি সে স্বপন।

৭

সহসা চমকি শেষে,
(শিশু যথা স্বপ্নাবেশে)
প্রাণ ভ'রে মন খুলে কাঁদিবারে চাই,
অভাগা-অদৃষ্ট-ফল,
নাহি সে শকতি, বল,
কাঁদিব মনের সাধে হেন স্থান নাই।

৮

যে দিন গিয়েছে, ফিরে
আর তা আসিবে কিরে ?—
না না না, গিয়েছে ভেঙে সে সুখ-স্বপন,
সে দিন গিয়েছে, আহা !
আর আসিবে না তাহা,
গিয়েছে গিয়েছে সে তো জন্মের মতন !

৯

সিন্ধু মথি সুধা-তরে,
বিষে বিশ্ব পুড়ে মরে,
আবার ফলিল তাই এ পোড়া কপালে,
তবে নীলকণ্ঠ আসি
গিলে না এ বিষরাশি,
আপনি পড়েছি আমি মরণের জালে।

১০

কেন আর গন্ধবহ!
বহিছ, আমারে কহ,
কেন জ্বলে নরদেহ তব পরশনে?
কেন গো প্রকৃতি রাণি!
মলিন বদনখানি?
তুমি মা! কিসের দুখে কাঁদিছ বিজনে?

১১

নৈশাকাশে গ্রহ তারা,
কেন বা কাঁদিছে তারা,
কার তরে বনদেবী আকুল-হৃদয়?
তোমার চরণ ধরি
সুধাংশো! বিনয় করি,
কাল্ হ'তে আর তুমি হয়ো না উদয়।

১২

তুমি ফুল! কথা রাখ,
কাল্ আর ফুটোনা'ক,
আর গাহিও না গীতি কলকণ্ঠ-রাণি!

আমি এ আঁধারে র'ব,
নীরবে নীরবে স'ব,
কি কাজ করিয়া মিছে লোক-জানাজানি।

১৩

জানি না কাহার বিধি ?—
সুধাহীন সুধানিধি,
জীবনপ্রবাহ মম মরু মরু ভূমি,
এ যে গো ! বিজন বন,
কোথা প্রভো নারায়ণ!
অভাগার এ যাতনা মুছে দাও তুমি।

দেবতা।

১

আমরা এ মাটির মানব,
আমাদের ছাই মাটি আশা,
সে দেবতা, স্বরগে নিবাস,
তার "স্বরগীয়" ভালবাসা !

২

বোঝে না সে, উষ্ণ অশ্রুজল
একটী হৃদয় ভেঙে পড়ে,
বোঝে না সে, একটু হতাশে
একটী—সমস্ত প্রাণ মরে !

৩

মানে না সে. মানবের স্মৃতি
এ জনমে মুছিবার নয়,
জানে না সে, মানবের প্রীতি
চিরদিন অমর অক্ষয়!

৪

বোঝে না, এ দুদিনের দেশে
মানব কেমনে আত্মহারা,
জরা-মৃত্যু-মাখা ধরাতল
তবু তায় কত সৃষ্টিছাড়া!

৫

তাই সে সাধিলে নাহি আসে
কহে না স্নেহের দুটো কথা,
মোছে না'ক নয়নের জল,
শুনাইয়ে আশার বারতা।

৬

দিল না সে এক দিন তরে
এক ফোঁটা আদর করিতে,
কত চাহে নরের হৃদয়
দেবতা সে পারে না বুঝিতে!

৭

তার তরে ফুলমালা গাঁথি,
হায়! তা' যে নীরবে শুকায়,
তার তরে নিত্য ঘর বাঁধি,
সে ঘর বাতাসে প'ড়ে যায়!

৮

মোরা থাকি মাটির জগতে,
সে লুকি' স্বরগপুরে রয়—
তাও বুঝি থাকে সচকিতে,
হেথার বাতাস পাছে বয়!

৯

সুখদা শ্যামলা বরষায়
তার কারো নাহি পড়ে মনে;
শরদের সোণার সন্ধ্যায়
সে কিছু ভাবে না নিরজনে!

১০

থা'ক্ সে দেবতা হ'য়ে থাক্,
তার সুখে জনমের সুখ,
দেবতা সে "দেবতা" হয়েছে,
ভাবিতে, উথলে পোড়া বুক!

১১

তারি নামে দগধ পরাণ
আজিও রয়েছে পাপ দেহে,
আমি যে আজিও "আমি" আছি,
সে তাহারি অশরীরী স্নেহে!

১২

সেই নাকি অমর-কিরণ
আমারে মাখিয়া দিবে যবে,
ভুলি শোক, তাপ, অভিমান
আমারো "দেবত্ব" লাভ হবে!

নিষ্ঠুর সংসার।

১

ওরে নিষ্ঠুর সংসার !
এত ভাল বাসিয়াছি,
এত করে তু'ষয়াছি,
এত ডাকিয়াছি তোমা বলি আপনার ;
তু'ম তারি প্রতিদানে
বিঁধিলে এ বজ্র-বাণে,
দেখালে মায়ের চোখে কত অশ্রুধার !
মুছিতে একটু কালি
ভাণ্ডার করিনু খালি,
তবুও গেলনা দুখ অভাগিনী মা'র !
বান্ধব একটী নাই,
বিমুখ সোদর ভাই,
বিশ্ব প্রতিকূল ! পোড়া কপাল আমার !
তব কাছে করি বাস
হ'ল এত সর্ব্বনাশ !
এ ছিল তোমার মনে নিষ্ঠুর সংসার !

২

সংসার ! তুমি রে হায় !
উন্মত্ত রাক্ষস প্রায়,
পাষাণ-হৃদয় মাঝে পিশাচের বল ;

গরবে নয়ন রাঙা,
উপেক্ষা পরাণ ভাঙা,
কাঙাল ধরিলে পা'য় হাসি খল খল !
অধীন শরণাগতে
দূর কর পদাঘাতে,
অনাথের প'রে কর বীরত্ব প্রবল !
দীনের হৃদয় হায় !
ভাঙিলে পায়ের ঘা'য়
হয় ও পাষাণ মন আনন্দে চঞ্চল !

৩

সেবিলে মহত-পদ
লাভ হয় মোক্ষ-পদ,
সে পুণ্য দেবের আশা, শাস্ত্রের লিখন ;
"জীবন্তে নরকে মরা,—
অধমের পায়ে পড়া",
তা' চেয়ে নরক ভাল অনন্ত জীবন !
বড় দুখে ঝরে আঁখি,
আমারি অদৃষ্ট নাকি
করাইল তব সেবা তোমারি পূজন !
আগে জানিতাম যদি,
তা হ'লে কি নিরবধি
দিতাম এ পুষ্পাঞ্জলি পিশাচ ভবন !

৪

হেন ঠাঁই কোথা পাই ?
যে দেশে "সংসার" নাই,
নাই যথা ছলা, মলা, কপটতা, ভাণ,
বুকে কালকূট রেখে,
মুখেতে অমৃত মেখে,
যেখানে কহে না কথা ভুলাতে পরাণ ;
পাই যদি যাই সেথা,
স্বার্থপর ক্ষুদ্রচেতা
গাহে না যেখানে বসি উদারতা-গান ;
সাধিতে আপন কর্ম্ম
পাপী না শিখায় ধর্ম্ম,
অসত্য সত্যের নামে হয় না বাখান !
পরেরে আঁধারে হায় !
কেহ না রাখিতে চায়,
মুছিতে পরের ভাগ্য করে না সন্ধান !
পাই যদি হেন দেশ,
ভুলিয়া সকল ক্লেশ
এখনি সে দেব-পুরে করি অবস্থান।

৫

কভু সাধ হয় মনে,—
যাইয়া বিজন বনে
সাপিনী বাঘিনী ডেকে ধরি গে গলায়,

তাহে প্রাণ যায় যা'ক্,
শ্বাপদে খাইবে—খাক্,
যেন তেন প্রকারেণ হাড় তো জুড়ায় ;
মুখ চেয়ে অনুক্ষণ
যোগায়ে যোগায়ে মন
এমন করিয়া আর কত থাকা যায় !
এমন সংসার ভাই !
ছেড়ে দাও, বনে যাই,
ছেড়ে দিলে কেঁদে বাঁচি—মিনতি ও পা'য়।

পচম্বায়। *

"অতিথি" এসেছি আমি এ দেব-নগরে,
ভাঙা দেহ ভাঙা প্রাণ,
ভাঙা আজি বীণা-তান,
বিরাম আরাম হিয়া মাগিছে কাতরে,
দেবতা আনিল ডেকে এ দেব-নগরে।

অতিথি এসেছি আমি এ দেব-নগরে,
এ দেশে প্রকৃতি-রাণী,
প্রীতি-ভরা হৃদিখানি,
তুষিছে এ দীনহীনে কত স্নেহভরে !

* 'পচম্বা'—ছোটনাগপুর বিভাগের গিরিডি মহকুমার নিকটস্থ পার্ব্বত্য গ্রাম।

সে মমতা প্রাণ-গ'লা—
যায় না ভাষায় বলা,
শুধুই নীরবে মন অনুভব করে,
মানব এসেছি আমি দেবের নগরে।

অতিথি এসেছি আমি এ দেব-নগরে,
হেথাকার দিবা, রাকা
ত্রিদিব-সৌরভ-মাখা,
হেথাকার রবি শশী দেব-জ্যোতি ধরে ;
এখানে বিহগে হায় !
সুধা-মাখা গান গায়,
এখানে কুসুম-দলে অমৃত বিতরে ;
হেথাকার সমীরণ
অমৃতের প্রস্রবণ,
হেথাকার নির্ঝরিণী অমৃত উগরে !
এ দেশ মাটির নয়,
সকলি অমৃতময়,
প্রকৃতি অমৃতময়ী নব লীলা করে,
এসেছি মানব আমি অমর-নগরে।

এসেছি মানব আমি অমর-নগরে,
এ যে অপরূপ রূপ,
সুরপুর-অনুরূপ,
এঁকেছে এ চারু চিত্র কোন্ চিত্রকরে ?

হেথা বনদেবী খুলি
সবুজ পোষাক গুলি,
রেখেছেন বিছাইয়ে কাননে প্রান্তরে ;
চৌদিকে উন্নতশির
ভূধর বিরাট বীর,
শোভিছে বিশাল তরু দীর্ঘ কলেবরে ;
পদ চুমি চুমি তার
তরল হীরক-হার—
ছুটিছে নির্ঝর, মরি ! লহরে লহরে !
কোথা স্নেহাসার লয়ে
খাগো উশ্রী নদী বয়ে *
শুনায় স্বরগ-গীতি মরতের নরে !
কোথা প্রিয়দরশন
সুশ্যামল শালবন
স্নিগ্ধ রমণীয়কান্তি শ্রান্ত-জন-তরে !
"শ্লেট-নদী" মনোহর
শ্লেট পাথরের স্তর,
সোপান প্রাচীর শ্লেটে গাঁথা থরে থরে !
কোথাও "বিশ্রাম-শিলা"
বিধির অপূর্ব্ব লীলা—
পাতা আছে সুখশয্যা পাথরে পাথরে !

---

* খাগো ও উশ্রী'—সে স্থানের পার্ব্বত্য নদীদ্বয়ের নাম।

দূরে দূরে যায় দেখা—
(নীল জলদের রেখা !)
শোভিছে "পরেশনাথ" সুনীল অম্বরে
এ দেশে অমৃত ঢালা,
নাহি রোগ শোক জ্বালা,
নন্দনবনের গন্ধে প্রাণ মন ভরে !
মানব এসেছি আমি দেবের-নগরে !

মানব এসেছি আমি অমর-নগরে,
করুণা-মমতা-স্নেহ—
ভরা হেথাকার গেহ,
দূরে যায় দুখ ব্যথা দেবের আদরে !
দেবতা নরের পাশে
নিত্য খেলিবারে আসে,
স্বরগের ভাষে কত সম্ভাষণ করে !
মানব এসেছি আমি অমর-নগরে !

যদি,

মানবে এনেছে দেব, অমর-নগরে,
কিন্তু আমি এ "আতিথ্য"
কেন ল'ব নিত্য নিত্য
এত আয়োজন কেন অণু কণা-তরে ?
আঁধার, আঁধারতম,
সেখানে বসতি মম,
বঙ্গ-জননীর সেই মলিন আঁচরে ?

আমি কেন এত দূরে—
পচম্বা—অমর-পুরে ?
এ অধমে এরা কেন এত স্নেহ করে ?
কেন গো ! মানব আসে দেবের নগরে ?

তবু আসিয়াছি আমি অমর-নগরে,
হৃদয়-আকাশে মম—
চিত্রা রোহিণীর সম
জাগিবে পচম্বা ! তুমি চিরদিন তরে ;
যদিও তোমারে ছাড়ি
আবার যাইব বাড়ী,
আবার খাটিব ক্ষুদ্র সংসারের তরে,
তবু তব সুখ-স্মৃতি
এ পরাণে রবে নিতি—
সুখের স্বপন সম মরম-ভিতরে !
এই দিন রেখে বুকে
চিরদিন র'ব সুখে,
যে দিন দিবেন বিধি বহি শিরোপরে,
স্মরিব—পচম্বা ! তোমা দেবতার বরে।

বঙ্গবাসিনী।

১

এ বঙ্গবাসিনী আমি দোষী শত দোষে,
খুলে কি বলিতে পারি,
সংসারের "গো-বেচারী"
কাটি হায়! দিন রাত কত আপশোষে!
যেখানে সেখানে যাই,
কোথাও "সোয়াস্তি" নাই,
ডাকিনী পিছনে ফিরে, ভূতে রক্ত চোষে!
এ পোড়া জনম মম জানি না কি দোষে।

২

বঙ্গবাসিনীর জন্ম জানি না কি দোষে,
মেয়েটী প্রসবমাত্র,
শিহরে মায়ের গাত্র!
(সে হ'তে মা বুকে যেন শত বিছা পোষে!)
মা'র যেন "অপরাধ",
স্বজনেরা সাধে বাদ,
বন্ধুজনে দেয় গালি, গুরুজনে রোষে!
বঙ্গবাসিনীর জন্ম জা'ন না কি দোষে।

৩

বঙ্গবাসিনীর জন্ম জানি না কি দোষে,
বাবারে দেখা'তে ভয়,
কত লোকে কত কয়,
মেয়ের বিয়ার স্থখ শুনি বুক শোষে;

তাই তো বাবার মায়া
জড়ায়ে ভয়ের ছায়া
ঝরায় মায়ের আঁখি কোণে বোসে বোসে,
এ বঙ্গবাসিনী-জন্ম জানি না কি দোষে।

৪

বঙ্গবাসিনীর জন্ম জানি না কি দোষে,
ভাই বোন খেলি খেলা,
ঘরে আসি সন্ধ্যাবেলা,
দাদা খায় ছানাবড়া পরম সন্তোষে;
আমি পাই চিড়ে মুড়ি,
তবু "লক্ষ্মীছাড়া ছুঁড়ী",
দাদারে "মাণিক, যাদু" বলি' সবে তোষে,
বঙ্গবাসিনীর জন্ম জানি না কি দোষে।

৫

বঙ্গবাসিনীর জন্ম জানি না কি দোষে,
এত ভালবাসি, ভাই
তবু করে "দূর্ ছাই"
মেরে করে আধমারা দোষে, বিনা দোষে;
সে কীল চড়ের দাগ
অঙ্গে অঙ্গে অঙ্গরাগ!
পিসীমা কাকীমা তবু মোর দোষ ঘোষে!
বঙ্গবাসিনীর জন্ম জানি না কি দোষে।

৬

বঙ্গবাসিনীর জন্ম জানি না কি দোষে,
বোধোদয়, ব্যাকরণে
বিদ্যা-শুভ-সমাপনে,
পানসাজা, লুচিভাজা শিখিনু সন্তোষে ;
বাবা নিজ পুণ্য-তরে
সঁপিলেন পতি-করে,
দিয়ে পাশ করা বরে—শূন্য অর্থ কোষে!
বঙ্গবাসিনীর জন্ম জানি না কি দোষে।

৭

বঙ্গবাসিনীর জন্ম জানি না কি দোষে,
স্নেহের আলয় ছাড়ি
চলিনু শ্বশুর-বাড়ী,
ভাসিনু সমুদ্র-মাঝে অজ্ঞানে, বেহোঁসে ;
শ্বাশুড়ীর উপদেশ,—
ধরিতে গৃহিণী-বেশ,
রাঁধা বাড়া ঝাট ছড়া শিখান সন্তোষে,
বঙ্গবাসিনীর জন্ম জানি না কি দোষে।

৮

বঙ্গবাসিনীর জন্ম জানি না কি দোষে,
পতির সেবিকা আমি,
বহু-পাশ-করা স্বামী,
ঘোমটায় রুষ্ট হন মনের আক্রোশে!

বলেন "ছায়ার মত
কাছে থাক অবিরত,
গৃহকর্ম্ম নীচ ধর্ম্ম. ইংরাজীতে ঘোষে!
বিজ্ঞান, গণিত শেখ,
দর্শনে প্রবন্ধ লেখ,"
শুনে এ অদ্ভুত কথা, ভয়ে বুক শোষে!
বঙ্গবাসিনীর জন্ম জানি না কি দোষে।

৯

বঙ্গবাসিনীর জন্ম জানি না কি দোষে,
রাখিলে পতির কথা,
শ্বাশুড়ী ভাবেন ব্যথা,
না রাখিলে পতিদেব বজ্র-হস্তে রোষে!
মন যোগাইব কার?
আমি তো পারি না আর
বহিতে বিরক্তি-বোঝা এত অসন্তোষে!
বঙ্গবাসিনীর জন্ম জানি না কি দোষে।

১০

বঙ্গবাসিনীর জন্ম জানি না কি দোষে,
সংসার আরামশূন্য,
সমাজ অকৃপাপূর্ণ,
সমাজ দিতেছে গালি বজ্রের নির্ঘোষে!
কুটিল নয়নে চাহে,
বিদ্রূপ, অবজ্ঞা তাহে,
তার সে অসুরপণা দেখি রক্ত শোষে!

অভাগিনী বঙ্গনারী,
কার কি করিতে পারি ?
চুপে চুপে দিন রাত কাটি আপশোষে !
কেবলি বিধির ঠাঁই
একমাত্র ভিক্ষা চাই,
নারীহীন হ'য়ে বঙ্গ থাক্ পরিতোষে !
কেন এ আপদ গুলা হৃদয়ে মা পোষে ?

ছায়া।

আজি সব ছায়া ছায়া কেন ?
কিছুই ধরিতে নাহি পারি,
বিশ্বের অগণ্য ছায়া যেন
দাঁড়ায়ে রয়েছে সারি সারি !

কোথা হতে আসিছে ভাসিয়া
মৃদুকণ্ঠ বিহগের গান,
কোনখানে চলিছে ছুটিয়া
নিঝরের কুলু কুলু তান ?

কোথা থেকে বাতাসে ভাসিছে
কুসুমের মধুর নিশ্বাস,
প্রাণে কেন এমন লাগিছে,—
ছায়া ছায়া উদাস উদাস ?

কারে যেন খুঁজিছে প্রকৃতি,
তারে যেন নাহি যায় ধরা,
তাই শুধু পথ চেয়ে আছে,
নিয়ে ছুটী আঁখি জল-ভরা!

মেঘ-আড়ে চতুর্থীর চাঁদ
হাসিতেছে ম্লান ক্ষীণ হাসি,
লতা থেকে পড়িছে খসিয়া
চুপে চুপে ফুল রাশি রাশি।

বসন্তের আনন্দ-আননে
মেখে গেছে বিষাদের ছায়া,
জীবন্ত শ্যামল ছটাখানি
আজি যেন প্রাণহীন কায়া!

নৈশ নীলাকাশে দিগঙ্গনা
মগনা হয়েছে কোন শোকে?
জগতের শোভা, মধুরতা
কার সাথে ভোগ করে লোকে?

স্নেহাশীষ।

(৩১এ বৈশাখ—১৩০৩ সাল।)

১

এস কোলে যাদুমণি !
নব বরষের স্মৃতি !
দেখে দেখে সোণামুখ
গাহি আনন্দের গীতি।

২

দু'বছর ছেড়ে আজি
তিনে পা দিয়েছ ভাই ?
কি দিব আশীষ চিহ্ন ?
এ দেশে তো কিছু নাই।

৩

আমাদের জগতের
সবি ধূলা-মাটিময়,
তোরে তা' কেমনে দিব ?
তুই তো ধরার নয়।

৪

"সোণার পুতুল" বলি
নহ মরতের সোণা,
ভূতলের কিছুতে যে
নাহি হয় ও তুলনা !

৫

অফুটন্ত পারিজাত
নন্দনে আনন্দ-নিধি—
মানবে করুণা করি
জগতে দেছেন বিধি।

৬

স্বরগ-বিহঙ্গ-সম
চঞ্চল চরণে চলা,
আধ আধ কথা সদা
মধুর "কাকলী" বলা।

৭

হাসিলে মাণিক পড়ে—
কাঁদিলে মুকুতা গলে,
ছুঁইলে—পরের বুকে
অমৃত-তুফান চলে।

৮

দূরে যায় পাপ তাপ,
নীচ সাধ, নীচ আশা,
প্রাণে যেন জেগে উঠে
ত্রিদিবের ভালবাসা।

৯

কি আনন্দ! কি আরাম!
বলিতে পারি না সে কি,
মাটির মানব মোরা
তবুও স্বরগ দেখি।

১০

তোমারি বাতাস নিয়ে
এ দেশে বসন্ত আসে,
তোমারি আনন্দ মেখে
শরদে চাঁদিমা হাসে।

১১

তোমার ললিত গাথা
এ দেশে কবিতা, গীতি,
তোমারি সোহাগ, হাসি,
আমাদের স্নেহ, প্রীতি।

১২

বিধির স্নেহের দান,
মা বাপের পুণ্যবল—
মূরতি ধরিয়া বুঝি
এসেছ এ ধরাতল।

১৩

এসেছ এসেছ যদি
চিরদিন কর আলো,
সংসার-পরশে যেন
ও শোভা না হয় কালো।

১৪

এমনি পবিত্র শুভ্র
এমনি আনন্দভরা,
এমনি মমতা-মাখা—
পরেরে আপন করা।

১৫

এমনি আরাম ঢালা
এমনি সুখের ঠাঁই,
প্রেমের ছবিটীরূপে
চিরজীবী হও ভাই!

১৬

জগতজননী-বরে
ও পূত নলিন-গায়
ধরার মলিন বায়ু
যেন না লাগিতে পায়।

১৭

স্বরগ-কুসুম তুমি
স্বরগেরি হ'য়ে থেক,
পবিত্র জীবনখানি
দেবের চরণে রেখ।

১৮

স্বদেশ, স্বজাতি, আর
সারা জগতের হিতে,
তুমি যেন পার সদা
আপনা ঢালিয়া দিতে।

১৯

পূর্ণ হোক্ তোমা হ'তে
স্বজনের শুভ আশ,
বিভু-পদে ভিক্ষা মাগি—
পূরুক এ অভিলাষ।

২০

ফুলমালা গেঁথে আজি
কচি গলে দিতে চাই,
করিয়া দুরন্তপণা
ছিঁড়ে ফেলিও না ভাই !

চাতকী।

১

তোরা কি শুনিবি বল্ ?
শুনিতে বিষাদ-গীতি,
কেবা চায় নিতি নিতি ?
আনন্দ উৎসব নহে প্রীতি-কোলাহল ;
কি শুনিবি ? নহে গান,
ভাঙিয়া মরম-স্থান
বিষাদ-উচ্ছ্বাস মম ছোটে অবিরল,
সেই আর্ত্তনাদ—তোরা কি শুনিবি বল্ ?

২

আজ কে বুঝিবে বল্—
নিঠুর নিদাঘ-দিনে
শুষ্ক বুক জল বিনে,
কাতরে ডেকেছি যারে বলিয়া "দে জল",

শুনিয়া সে হাহাকার
পরাণে বাজিত যার,
ছুটিয়া আসিত সে যে হইয়া পাগল!
কারে ক'ব সে কাহিনী, কে বুঝিবে বল্!

৩

তুমি কোথা স্নেহময়!
সেই যে গিয়েছ চলে,
"পুন দেখা দিব" বলে,
আমার সে সুখস্বপ্ন আনন্দ-আলয়!
কোন্ দেশে কোন্ থানে
আছ আজি কেবা জানে,
অভাগী গণিছে দিন, ফুরাবার নয়!
জানি না কোথায় তুমি চির-স্নেহময়!

৪

মনে জাগে অনিবার—
সে নব-নীরদ-ছটা!
ভুবনমোহন ঘটা!
এ জনমে তার মত দেখিনি তো আর!
সে ত্রিদিব-মধুরতা,
উদারতা, সরলতা,
নিখিল ব্রহ্মাণ্ডে মরি! যোড়া নাহি তার!
এ পরাণে সেই কথা জাগে অনিবার!

৫

আজি কোথা সেই দিন ?
তোমা হেরি বসুন্ধরা
ছিল সদানন্দ-ভরা,
পলকে পলকে শোভা হইত নবীন !
আকাশে রুচির-তনু
হাসিত বাসব-ধনু,
সরসে হাসিয়া মুখ লুকা'ত নলিন,
আজি কোথা সে আনন্দ ! কোথা সেই দিন !

৬

সে কি কভু ভুলিবার ?
মোহন মল্লার-রবে
দাসীরে ডাকিতে যবে,
ছড়ায়ে সোণার হাসি বুকে বসুধার !
তরল অমৃতরাশি
উছলি পড়িত আসি,
ভেসে যেত ডুবে যেত এ বিশ্ব-সংসার !
সে কথা কি এ জনমে কভু ভুলিবার ?

৭

মনে পড়ে নিরন্তর—
কভু তুমি চুপে চুপে
বিশ্ববিমোহন রূপে
ঢাকিতে ও শ্যাম দেহে রবি, শশধর,

নাচিত ময়ূরকুল,
ফুটিত কদম্বফুল,
পুলকে সাঁতার দিত যত জলচর,
সারা ধরা হয়েছিল আনন্দসাগর !

৮

আজ সুনীল গগনে
রবি হাসে, শশী হাসে,
তারা ফোটে চারি পাশে,
তা'রা যে আগুন-মাখা আমার নয়নে !
ডেকে না জিজ্ঞাসে কেহ,
নাহি সে করুণা, স্নেহ,
আমি অভাগিনী থাকি আপনার মনে,
কেবা কোথা কহে কথা ব্যথিতের সনে !

৯

এরা এত স্বার্থপর ?
সুসময়ে আপনার,
অসময়ে কেবা কার,
বিধি কি গড়েনি হৃদি, কেবলই পাথর ?
ক'টী প্রাণী অন্বেষিলে
একটী হৃদয় মিলে ?—
কোটিতে একটী বুঝি জগত-ভিতর !
এ দেশের এরা সব এত স্বার্থপর ?

১০

এরা বুঝিবে কেমনে ?—
কেহ তো দেখেনি চক্ষে,
কি আছে এ দগ্ধ বক্ষে,
কেমন দেবতা আমি পূজি সযতনে,
কেন হায় ! নিতি নিতি
গাহি এ বিষাদ-গীতি,
কেন জপি সেই নাম শয়নে স্বপনে,
পরের হৃদয় পরে বুঝিবে কেমনে ?

১১

ইহা বুঝান যে দায়,
সে দেবতা স্নেহাধার,
যে দেখেছে একবার,
বিশ্বের ঐশ্বর্য্যরাশি সে কি নিতে চায় ?
সে প্রীতি, আদর, হাসি,
যে পেয়েছে রাশি রাশি,
সে কি ভোলে জগতের নশ্বর শোভায় ?
আমার মনের কথা বুঝানো যে দায় !

১২

আর কি বলিব হায় !
আমি যে সে স্মৃতিগুলি
পরাণে রেখেছি তুলি,
সে শুভ মাহেন্দ্র ক্ষণ, নব কবিতায় !

তোমার অমূল্য দান—
পূরিত আমার প্রাণ,
আর নাহি কোনো তৃষা ব্রহ্মাণ্ডে কোথায়!
আজি কি নূতন ক'রে জানাব তোমায়?

১৩

সবি জানিতেছ মনে—
তুমি সখা প্রিয়তম,
আরাধ্য, উপাস্য মম,
দেখেছ আমার হিয়া নখের দর্পণে;
ভয় কি—জ্বালাতে বিশ্ব
আসুক দারুণ গ্রীষ্ম,
জ্বলুক যুগান্ত-বহ্নি সমস্ত ভুবনে;
চাতকী মেঘেরি দাসী,
ও চরণ-অভিলাষী,
কি ছার পিপাসা, প্রভো! ডরি না শমনে;
অমৃত যে পান করে,
সে অমর চির তরে,
নাহি আর তৃষা তার এ ভব-ভবনে।
যত দিন রবে প্রাণ,
গাহিব তোমারি গান,
দাঁড়ায়ে অনন্ত নীল গগন-প্রাঙ্গণে!
তুমি যে গিয়েছ চলে,
"পুন দেখা হবে" বলে,
তাই মম ইষ্ট মন্ত্র, জীবনে মরণে;

তোমার স্বরগ পুর
যদিও অনেক দূর,
তবু বাঁধা তুমি আমি একই বাঁধনে!
শত জন্ম যা'ক্ ব'য়ে,
আনন্দে থাকিব স'য়ে,
শেষে যদি দেখা হয় আবার দুজনে,
মিলিব কি হরি! হরি! অনন্ত মিলনে?

কিছুই নয়?

"জগতের যাহা কিছু
এ সব কিছুই নয়",
সব সয়, প্রিয়সখি!
ও কথা যে নাহি সয়!
বসন্তের ফুল্ল হাসি,
বরষার ঘনঘটা,
শীতের কুহেলি-শোভা,
শরদের চারু ছটা,
রবির রক্তিম আভা,
চাঁদের চাঁদনীরাশি,
কিছু নয়—প্রিয়সখি!
তবে কেন ভালবাসি?
মা বাপের স্নেহ দয়া
ভাই ভগিনীর প্রীতি,

দম্পতীর প্রেমরাশি,
মনে যত সুখ-স্মৃতি,
উচ্চ আশা, উচ্চ সাধ,
উন্নতি-আকাঙ্ক্ষা যত,
যাহা সব বহি' নর
বেঁচে আছে ক্রমাগত ;
সেই সঞ্জীবনী-সুধা,
মরমের আলোরাশি,
কিছু নয়—তবে সখি !
কেন এত ভালবাসি !
আমি,
চিরদিন যেই আশে
রেখেছি দগধ হিয়া,
বহি' সে অতৃপ্ত আশা
যা'ব নাকি ফুরাইয়া ?
শত জনমের পরে—
তাও হইবে না দেখা,
অনাদি অনন্ত যুগ
পড়ি রব একা একা !!
অতীত অনল-মাখা,
ভবিষ্যৎ অন্ধকার,
মানবের পরিণাম
ছাই, মাটি—নাহি আর !
এবার হারিব যদি,
অনন্ত কালের হারি,

বহিয়া মিথ্যার বোঝা
কাল-সিন্ধু দিই পাড়ি!
তবে—
এ বিশ্ব-রচনা যার
সে কি নহে "সহৃদয়"?
কোন খানে নাই তার
হৃদয়ের পরিচয়?
খেয়ালে সে ভাঙে গড়ে
রাখে সে খেয়ালে শুধু?
মানবের দুরদৃষ্ট
মরুভূমি করে ধূধূ?
জগতের কান্না হাসি
ফিরে সে দেখে না হায়!
আমার ভকতি, স্তুতি
বাতাসে মিশিয়া যায়?
যার হয় তার হোক্—আমার তা' নহে সই!
ম'লে যে ফুরায়ে যাব, সে "অভাগা" আমি নই।

সহগামিনী।

১

চল ধীরে ধীরে সখে! চল ধীরে ধীরে,
এ ধরা কঠিনা ধরা,
শত-বন্ধুরতা-ভরা,
কাঁটা ও কাঁকর তাহে পথ আছে ঘিরে,
বাজে বা কোমল পা'য়—চল ধীরে ধীরে!

২

চল ধীরে ধীরে সখে! চল ধীরে ধীরে,
আমারে পিছনে ফেলে
আগে তুমি চলি গেলে
অবলা কেমনে যাবে অক্ষত শরীরে?
তাই সাধি, প্রিয় সখে! চল ধীরে ধীরে।

৩

চল ধীরে ধীরে সখে! চল ধীরে ধীরে,
দুই জনে এক সনে
পশিব আনন্দ-বনে,
ক্ষুদ্র কামনার পানে চাহিব না ফিরে,
চল ধীরে ধীরে সখে! চল ধীরে ধীরে।

৪

চল ধীরে ধীরে সখে! চল ধীরে ধীরে,
নিশার মলিন বাসে
জগৎ ঢাকিয়া আসে,
নিভ' নিভ' চাঁদখানি গোধূলির শিরে,
এই বেলা প্রিয় সখে! চল ধীরে ধীরে।

৫

চল ধীরে ধীরে সখে! চল ধীরে ধীরে,
দুজনে যে শুভক্ষণে
হীনতা-নীচতা-গণে
করিয়াছি বলিদান দেবের মন্দিরে;

এবে দোঁহে এক হ'য়ে
বিশ্বসেবা-ব্রত ল'য়ে
বহিব অনন্ত যুগ দেব-আজ্ঞা শিরে!
চল যাই, প্রিয় সখে! চল ধীরে ধীরে।

৬

চল ধীরে ধীরে সখে! চল ধীরে ধীরে,
বিশ্বের বিপদরাশি
প্রতিকূল হোক্ আসি,
সে দিকে দেখো না চেয়ে মোর শত কিরে,
প্রেম-জ্যোতি দেবতার
বহিতেছে যেই পার,
আমরা যাইব শুধু সেই দিকে ফিরে,
চল তবে প্রিয় সখে! চল ধীরে ধীরে।

৭

চল ধীরে ধীরে সখে! চল ধীরে ধীরে,
মহতী সাধনা লাগি
সুখ-জাগরণে জাগি,
অসীম তপস্যা শিখি সসীম শরীরে,
তাহে ক্ষুদ্র ভূমণ্ডল
করে যদি টলমল,
ডুবায়ে ফেলিব তারে প্রেম-অশ্রুনীরে,
চল ধীরে ধীরে সখে! চল ধীরে ধীরে।

৮

চল ধীরে ধীরে সখে! চল ধীরে ধীরে,
পাইলে মলিন প্রাণ
সুখে করাইব স্নান,
সদ্য-ছিন্ন হৃদয়ের তপত রুধিরে,
যারে "নিরাশ্রয়" পা'ব
আদরে লইয়া যাব,
পবিত্র স্নেহের ধামে আনন্দ-সমীরে,
চল চল প্রিয় সখে! চল ধীরে ধীরে।

৯

চল তবে প্রিয় সখে! চল ধীরে ধীরে,
এক লক্ষ্য এক প্রাণে
চল অনন্তের পানে,
তুচ্ছ সাধ আশা প্রতি চাহিব না ফিরে;
এই সৌভাগ্যের হেতু
লভিতে নির্ব্বাণ-সেতু
একত্র মিলিব বুঝি বৈতরণী-তীরে!
এই বেলা প্রিয়তম! চল ধীরে ধীরে।

প্রবাসী।

১

যে হৃদয়ে তোমাদের এতই সন্দেহ,
সে হৃদয় তাহারা চিনিত,
সেথানে বিরক্তি ভয় করিত না কেহ,
তা'রা কত মমতা করিত।

২

শতবার যে পরাণ পরীক্ষা করিয়া
তোমাদের না হয় প্রত্যয়,
তা'রাই জানিত তাহা গঠিত কি দিয়া,
তার মাঝে কিবা ঢেউ বয়।

৩

অনন্ত-বিশ্বাস-মাখা তাহাদের প্রাণ,
তাদের ব্যবসা সরলতা,
সেই সব স্নিগ্ধ শান্ত পবিত্র বয়ান,
এখানে কেবলি "উপকথা"।

৪

কি নগর, কি বিজন, নর নারী আর,
সে দেশের পশু-পাখী-গণ,
কেহ নাহি জানে তারা "পর আপনার",
সবাই তাদের পরিজন।

৫

তাহাদের আঁখি সদা আনন্দ-মাখান,
মধু-মাখা স্নেহের পরশ,
কথা, গাথা, তাপিতের পরাণ-যুড়া'ন,
ভালবাসা অমিয় সরস।

৬

তোমরা কাছে তো আছ তবু বহু দূরে,
দূরে তারা, তবে কেন কাছে ?
সেথাকার বাঁশি সাধা মিলনের সুরে,
এথানে "বিচ্ছেদ" মাত্র আছে।

প্রতাপ। *

১

কে বলে পুরুষজাতি নিঠুর নিদয় ?
তবে এ জগতে ছাই,
কে হইবে বাপ, ভাই,
কে বা হবে প্রিয় পতি—স্নেহপ্রেমময় ?
নাশিতে বিপদজালে
অন্তঃপুর-অন্তরালে,
কে স্থাপিবে নারীকুলে প্রদানি অভয় ?
কে হেন কৃতঘ্ন, বলে—পুরুষ নিদয় ?

---

* স্বর্গীয় বঙ্কিম বাবুর "চন্দ্রশেখরের" প্রতাপ।

২

আমি জানি ধরাতলে পুরুষ দেবতা—
অধর্ম্মী যে দূরে যা'ক্,
ভস্মেতে মিশিয়া থাক্,
পুরুষই এ জগতে পিতা, পতি, ভ্রাতা ;
"রমণীর ধর্ম্ম পুণ্য
রহে যেন পরিপূর্ণ,
সরলা নির্ম্মলা নারী থাকুক সর্ব্বথা" ;
যাহারা পরের তরে,
এত শুভাকাঙ্ক্ষা করে,
যাহাদের প্রাণভরা এত উদারতা,
তাহারা "নিঠুর" যদি, কাহারা দেবতা ?

৩

তুমিও পুরুষরত্ন প্রতাপ! দেবতা,
কৈশোরে, নদীর কূলে
শ্যাম-সহকার-মূলে
পরাণে বাঁধিয়া ছিলে কনকের লতা ;
বড় সাধ ছিল মনে,
চিরদিন সে বাঁধনে
বাঁধা রবে দুটী প্রাণ, লভিয়া একতা !
বড় সাধ ছিল মনে,
সাজি ফুল-আভরণে
উজলিবে চিরদিন চন্দ্রে সুধা যথা ;

কিন্তু এ সংসার হায়!
দলি দিল বজ্র পা'য়,
সে আশা-অঙ্কুর কচি—উঃ! কি নিঠুরতা!
তাই জ্বলি অগ্নিবাণ
দহিল প্রেমিক-প্রাণ,
পিষে গেল হৃদি-পিণ্ড, নিদারুণ ব্যথা!
দুঃখ-দগ্ধ প্রীতি, সুখে
মৃত আশা লয়ে বুকে
ডুবিলে অতল জলে—সাবাসি মমতা!
পুন বলি, নরশ্রেষ্ঠ প্রতাপ দেবতা!

৪

জীবন-বন্ধন-শূন্য অধীর চঞ্চল,
শেহালা সে শৈবলিনী,
জগতের ভিখারিণী,
ভেসে যায় মহাস্রোতে বিবশ বিভল!
উপাস্য দেবতা তার,
সে কভু পাবে না আর,
জনমের মত রবি গেছে অস্তাচল!
এবে শুধু স্বার্থ-বিষ
প্রাণে ভরা অহর্নিশ,
বুকে জ্বলে তীব্র জ্বালা, মহাহলাহল!
মরে মৃত্যু-পিপাসায়,
তবু না মরিতে চায়,
জীবন বিষাক্ত তার মৃত্যুও অনল!

দাঁড়াইতে চাহে কূলে,
পদে পদে পথ ভুলে!
আপনি চরণে দলে আপন মঙ্গল!
তুমি পূত অনুরাগী,
চিত্তজয়ী আত্মত্যাগী,
দ্বিতীয় সে নীলকণ্ঠ গিলিতে গরল!
তুমি আত্ম বিসর্জ্জিয়া
সে অনাথে উদ্ধারিয়া
মূছালে কলঙ্ক-কালি, ঢালি গঙ্গাজল,
ধন্য এ মহত্ব! তুমি ধন্য মহাবল!

৫

"বীরত্ব" কি ভূমণ্ডলে নর-নারী-নাশে?
শ্বাপদেরা তাহা হ'লে
"বীরশ্রেষ্ঠ" ধরাতলে!
পৈশাচী বৃত্তি কি—ছি ছি বীরত্ব প্রকাশে?
যে মহাত্মা আত্মত্যাগী,
পরহিতে দুঃখভাগী,
বিশ্বহিতে আপনারে ত্যজে অনায়াসে,
সেই বীর, মহাবীর,
"নররত্ন" পৃথিবীর,
সে বীরের পদ-রজে মলয়জ ভাসে!
তুমি সেই বীরোত্তম,
পবিত্র-চন্দ্রমা-সম,

তেজস্বী, তপন যথা মধ্যাহ্ন-আকাশে,
নরের প্রকৃত বীর্য্য আত্ম-রিপু-নাশে।

৬

নির্ম্মল ও হৃদি-তল স্বরগ-সমান,
নাহি তাহে কোন তাপ,
স্বপনে পশেনি পাপ,
কোথাও একটু কালি নাহি পায় স্থান ;
হীনতা-নীচতা-শূন্য,
সুপবিত্র-প্রীতি পূর্ণ,
স্বর্গীয়-সৌরভ মাথা উদার পরাণ !
পামরের ভালবাসা
স্বার্থভরা ঘৃণ্য আশা,
কেবলি কলঙ্ক, পাপ—দান প্রতিদান ;
সে বিষ-বাতাস হায় !
লাগিবে যাহার গা'য়,
কপালে জাগিবে তার ভীষণ শ্মশান ;
মহতের মহাবল,
স্নেহ, প্রেম নিরমল,
সদা চাহে প্রীতি-পাত্র-অনন্ত-কল্যাণ ;
"শৈবলিনী" পোড়ামুখী
কিসে হবে চিরসুখী,
কিসে পতিদেব-পদে বিকাইবে প্রাণ,

দুজনে দুজন তরে
রহিবে সাধের ঘরে,
লভি শান্তি, পবিত্রতা, আনন্দ, সম্মান,
তব ধ্যেয় লক্ষ্য তাই,
দ্বিতীয় আকাঙ্ক্ষা নাই,
সত্যই নির্লিপ্ত যোগী গৃহে অবস্থান,
ও বিপুল ধন, মান,
অমন সুখের প্রাণ,
নীরবে ত্যজিলে সব ধূলির সমান!
খুঁজিয়া সংসার-তত্ত্ব
কে দেখেছে এ বীরত্ব?—
পরের মঙ্গলে হেন আত্মবলিদান,
কে এত পরার্থপর এত ভাগ্যবান্?

৭

প্রদানি জীবনরত্ন গুরু-দক্ষিণায়,
যাও চলি মহামতি!
যথায় অমরাবতী,
পর গে বিজয়-মালা দেবের সভায়;
ধরা করি সুপবিত্র
কবির এ পুণ্য চিত্র
উজলিবে চিরদিন অতুল শোভায়!

চাহি এই চিত্র পানে,
এই ত্রিদিবের তানে,
পথহারা প্রাণী যারা, ভ্রান্ত আলেয়ায়,
আবার আলোক পা'ক,
সুখে গম্য স্থানে যা'ক,
কবির অমর কীর্ত্তি থা'ক এ ধরায়!
প্রতাপ! প্রতাপরূপে জাগ বাঙ্গালায়।

হৃদয়-নদী।

১

প্রাণভরা ব্যথারাশি, সাশ্রু নেত্র, ম্লান হাসি,
এরূপে ক'দিন কাটাইব!
রমণী-হৃদয় নদী, ক্ষুদ্র কেন নিরবধি?
চল সখি! সাগরে সঁপিব;
নহে তো পঙ্কিল সর, কেন তবে ভেবে মর?
নদী কেন বাঁধিয়া রাখিব?
উদার বাতাস ব'বে, গগন বিম্বিত হবে,
চন্দ্র তারা তাতেই দেখিব!
ঢেউগুলি ঢুলে ঢুলে আছাড়ি পড়িবে কূলে,
হেরি কত আনন্দ লভিব!
মিছা ভয় ভাবনায় বৃথা দিন বয়ে যায়,
কবে সখি! কর্ত্তব্য পালিব?

২

দেহটী রাখিব দূরে শান্তিময় অন্তঃপুরে,
প্রাণখানি বিশ্বে ঢেলে দিব ;
ক্ষুদ্র বুকে বল বাঁধি আগে ক্ষুদ্র কাজ সাধি,
তার পরে ও পারে ফিরিব ;
এখনি—কেন গো ভুল হ'তে চাহি চিতা-ধূল,
কোন মুখে বিদায় মাগিব ?
যে দিল জীবন গড়ি, তার কাজ নাহি করি,
কোন লাজে ফিরিয়া যাইব ?
অনাহূত আসি নাই, অনাহূত যেতে চাই
কেন সখি! গিয়া কি বলিব ?
যে নদী দিগন্তে বহে, কেন সে আবদ্ধা রহে ?
কেন তারে বাঁধিয়া রাখিব ?

৩

যার তরে যাই আসি, তারি কাজ অভিলাষী,
চিরদিন তাহাই করিব,
করিতে কর্ত্তব্য কাজ আসে যে সঙ্কোচ লাজ,
তাদের যতনে তেয়াগিব ;
ক'দিনের নিন্দা যশ, কেন হ'ব তার বশ,
কোন লোভে এতটা ভুলিব ?
যা হয় হউক তাই, যা পারি করিয়া যাই,
মরি যদি আনন্দে মরিব,
নদী কেন বাঁধিয়া রাখিব ?
চল! পারাবারে মিশাইব।

দেবশিশু।

১

স্বরগের ফুল সে, তা চিনিতে পারিনি,
সে নব কুসুম-কলি
"মর জগতের" বলি'
বিমল সৌন্দর্য্য হায়! দেখেও দেখিনি!
কেন তারে নিলে বুকে
প্রাণ ভরে স্বর্গ-সুখে,
কেন সে পবিত্র সুখ বুঝেও বুঝিনি,
তারে চিনিতে পারিনি!

২

স্বরগের ফুল সে, তা চিনিতে পারিনি,
সে ভাবিত সব গেহ
ভরা তার পিতৃস্নেহ,
শিশু সব তারি ভাই তারি তো ভগিনী!
সে ভাবিত ঘরে ঘরে
জননী বিরাজ করে,
সকলে মা স্নেহময়ী আনন্দদায়িনী!
তারে চিনিতে পারিনি!

৩

স্বরগের ফুল সে, তা চিনিতে পারিনি,
বুঝিত না আত্ম পর,
জানিত না বাড়ী ঘর,
ছুটিয়া উঠিত কোলে সোহাগে আপনি;

ছিল না সঙ্কোচ ভয়,
(সে তো মরতের নয়)
স্বরগের ভাষা তার স্বরগ-চাহনি !
তারে চিনিতে পারিনি !

৪

স্বরগের ফুল সে, তা চিনিতে পারিনি,
শুধুই আদর করি,
শুধুই কোলেতে ধরি,
শুধু চুম্বিয়াছি ধরি চাঁদমুখখানি !
খুলি সে পুঁথির পত্র
পড়ি নাই এক ছত্র !
শুধুই অমিয় গ্রন্থ রেখেছি আঘ্রাণি !
তারে চিনিতে পারিনি !

৫

স্বরগের ফুল সে, তা চিনিতে পারিনি !
কে জানে সে পথ ভুলে
এসেছিল নরকুলে,
কে জানে রে অদৃষ্টের অদৃশ্য কাহিনী !
তাই তো পরাণ দহে,
নয়নে জাহ্নবী বহে,
মরমে অসহ্য ব্যথা দিবা কি যামিনী !
শত শত বজ্রানলে
যেন গো কলিজা জ্বলে,

পরাণ চিবায়ে খায় স্মৃতি পিশাচিনী !
মনে পড়ে, তারে হায় ! চিনিতে পারিনি !

৬

স্বরগের ফুল সে, তা চিনিতে পারিনি,
দেবশিশু দেব-দেশে
গিয়াছে দেবের বেশে,
আপনি নিয়াছে কোলে জগতজননী !
এ পাপ ধরণী-বায়
লাগেনি তাহার গা'য়,
বিমল পবিত্র সে যে অমৃতের খনি !
আমরাই তারে স্মরি
দিবানিশি কেঁদে মরি,
আমরা রহিনু তার শত ঋণে ঋণী !
সে যে কি অমূল্য নিধি চিনিতে পারিনি !

৭

তোরে হায় ! দেবশিশু ! চিনিতে পারিনি,
আমরা মানবজাতি,
স্বার্থপর, আত্মঘাতী,
চিনিব কেমন করে তোরে যাদুমণি !
তাই তুমি হেথা এসে,
পুন চলে গেলে দেশে,
ভাল লাগিল না তব এ মর ধরণী !

তুমি হেথা এসেছিলে,
কত ভালবেসেছিলে,
কত কাণে বলেছিলে মধুমাখা ধ্বনি !
তোরে বাছা ! কতবার,
ভাবিয়াছি "আপনার",
এখন সে সব কথা শত ভাগ্য গণি !
আমার মাথার কিরে,
যদি হেথা এস ফিরে,
আর কাঁদা'ও না হেন জনক জননী,
আর যেন তাড়াতাড়ি যেওনা এমনি।

কেন ?

কেন করি "হায় হায়"
ভ্রান্তি-পথে জীব যায়,
কেন কাঁদে, কেন সাধে, কেন বা কামনা,
কেন বহে দীর্ঘ শ্বাস "কিছুই হ'ল না" ?

দেখিয়াছি চেয়ে চেয়ে,
হাসে দিক্-বালা, ছেয়ে—
সে চারু সোণার দেহ, মণি-মুকুতায়,
কেন গো ! জগত তবু করে হায় হায় ?

সুগন্ধি কুসুমদলে
অমিয়-লহরী চলে,
পিক-পাপিয়ার কণ্ঠে সুধা পড়ে বেয়ে,
মানবেরা কাঁদে কেন "হায় হায়" গেয়ে ?

সুখের জগতে হেন
"জীবনে মরণ" কেন ?—
বিরহের ভয়-ভরা কেন ভালবাসা ?
আশার পশ্চাতে কেন বিষম নিরাশা ?

বুঝিবা রাক্ষস কেহ,
পাষাণ—বিহীন স্নেহ,
বিধাতার প্রেমরাজ্য করিতে বিচল,
সকল অমৃতে মেখে দেছে হলাহল !

সে পামর দুরাশয়
শুধু নিঠুরতাময়,
পবিত্র বসুধা-বক্ষ করিতে মলিন
উদার মানবে করে স্বার্থের অধীন !

তাই মান অভিমান,
অসত্যে সত্যের ভাণ,
গালাগালি, মারামারি, সবাই প্রধান,
মানব হৃদয়ে জাগে ভীষণ শ্মশান !

হাসি কান্না দোঁহে তাই
হয়ে আছে ভাই ভাই,
উল্লাস উৎসব মাখা দুখ-অশ্রুধারা,
এ সংসার নিরমল সুখ-শান্তি-হারা!

অথবা—এ হাহাকার,
অপূর্ণতা, অশ্রুধার,
"পরিচ্ছেদ"-রূপ বিশ্ব-গ্রন্থের পাতায়,
ব্রহ্মাণ্ডের ইতিহাসে লেখা সমুদায়।

পরমাণু স্তূপে স্তূপে,
গঠিত পর্ব্বতরূপে,
জলকণা-যোগে মহাজলধি-বিকাস,
ঘটনাসমষ্টি-ভরা সৃষ্টি-ইতিহাস।

ইচ্ছাময় বিশ্বরাজ
করিছেন নিত্য-কাজ,
মরতের সুখ-হাসি, বিষাদ-বেদন,
সে মহামঙ্গল-যজ্ঞে সাধে প্রয়োজন।

ক্ষুদ্র রেখা বসুধার,
তাও নহে মুছিবার,
জড়াণু জীবাণু ল'য়ে সৃষ্টি, স্থিতি, লয়,
জাগে সে অনন্ত গ্রন্থে হইয়া অক্ষয়।

দেবদেব বিশ্বরাজ
করিছেন নিত্য-কাজ,
আমরা মানব—রেণু, পরমাণু হেন,
যা' দেখি, অবাক্ হ'য়ে তাই বলি "কেন?"

অভিনন্দন।

(আলো ও ছায়ার কবির প্রতি)

আধেক রয়েছে নিশা
আধেক জেগেছে উষা,
আধেকে আঁধার-বাস
আধেকে কনক-ভূষা !
আধ গীতি গা'য় পাখী
আধ ফোটে বেলী ফুল,
স্বরগ মরত আধ
চিনিতে আঁখির ভুল !
আকাশে অমরী-কণ্ঠ
আধ আধ শোনা যায়,
আধ সে আঁচলখানি
লুটিছে সুমেরু গা'য় !
জগত ভরিয়া গেছে
আধ আলো আধ ছায়া,

কে হেন মোহিনী মেয়ে
কার এ মোহিনী মায়া ?
কার এ মধুর বীণে
মন্দাকিনী-উথলিল,
কার এ পাপিয়া আসি
অকালে ঝঙ্কার দিল ?
জানি না নারী কি দেবী
জানি না কাছে কি দূরে,
তবু ডাকি—একবার
এস এ আঁধার পুরে !
ভাসিছে পূরবাকাশে
তোমারি পূরবী তান,
মরমে পশিছে মোর
শিহরি উঠিছে প্রাণ !
জাগিয়া স্বপনে শুনি
তোমার অমিয় বাঁশি,
মনে মনে পূজি তাই
প্রাণে প্রাণে ভালবাসি

শিরীষ-কুসুম।

১

কেন আমি ভালবাসি শিরীষ-কুসুম ?
ধীরে ধীরে সোণামুখী
দেয় মধুমাখা উঁকি !
উষার সুরভি শ্বাস, বসন্তের ঘুম,
অমরার আলোকণা, শিরীষ-কুসুম !

২

শিরীষ-কুসুম এক লাজশীলা মেয়ে,
সদা জড়সড় থাকে,
আপনা লুকায়ে রাখে,
দেখে না তপন, শশী, আঁখি তুলি চেয়ে !
সে যেন কবির "কুন্দ" লাজে গেছে ছেয়ে।

৩

শিরীষ-কুসুম এক মোহিনী রাগিণী,
অতি মৃদু সুরে বাঁধা,
মলয়-বাতাসে সাধা,
ছুঁইলে নুইয়া পড়ে, সদা আদরিণী,
সে যে উষা-বালিকার নবীন রাগিণী !

৪

শিরীষ-কুসুম বটে "ননীর পুতুল",
তার মত কোমলতা,
এ মরতে আর কোথা ?
কি বা তার উপমান, সবি দেখি ভুল !

পরশিলে অনুরাগে
গায়ে তার ব্যথা লাগে,
কেবা কোথা কচি মেয়ে, তার সমতুল,
কনক-লাবণ্যে হেন করে ঢুল ঢুল ?

৫

শিরীষ-কুসুম মরি ! গত-সুখ-স্মৃতি—
বসতি হৃদয়-তলে,
বেঁচে থাকে অশ্রু-জলে,
মনে মনে "উপভোগ" এই তার রীতি !
সহে না আঁখির তাপ,
কে জানে কি অভিশাপ !—
চাহে না পরের কাছে সমাদর, প্রীতি,
শিরীষ-কুসুম যেন বিয়োগীর স্মৃতি !

৬

বঙ্গের বালিকা বধূ শিরীষ-কুসুম—
সে গোলাপ, পদ্ম নয়,
নাহি দেয় পরিচয়,
চাহে না সপ্তমে চড়া সুযশের ধুম !
তার সে ঘোমটা মুখে,
মৃদু হাসি, ভরা সুখে,
আধ জাগরণ করে, আধ যায় ঘুম !
কে না ভালবাসে হেন শিরীষ-কুসুম ?

৭

শিরীষ-কুসুম কার ভাল নাহি লাগে ?
সদা স্নিগ্ধ শান্তরূপ,
মধুরতা অপরূপ !
কে না পূজে হৃদি-তলে প্রীতি-অনুরাগে ?
পরি রাজরাণী-সাজ,
চাঁপা, গন্ধা, গন্ধরাজ,
প্রাণ করে ঝালা পালা, সুতীব্র সোহাগে,
শিরীষ-কুসুম, মোর তাই ভাল লাগে।

সে।

সে দিন সাঁঝের বেলা
দেখিনু সে একা একা,
মুখেতে কালিমা ঢালা
ঘন নিরাশার রেখা।

কি যেন বলিতে চাহে
বলিতে পারে না হায় !
বুকখানি ভেঙে গেছে
যেন কত বেদনায় !

ঈষত আনত আঁখি
ছল ছল বল-হারা,
সুধিলে একটী কথা
উছলি পড়ে বা ধারা।

যে সুখ-স্বপন তার
ভাঙিয়াছে বহুদিন,
নীরবে নিশ্বাসে বহে
সেই বিষাদের চিন্।

আজি নাই তার তরে
রবি, শশী, সন্ধ্যা, উষা,
প্রকৃতি খুলেছে যেন
মাণিক মুকুতা ভূষা।

তার সে মলিন ছবি
নিরখিয়া একবার,
জগতে বহিল ঢেউ
নিদারুণ যাতনার।

সহসা লুকায়ে গেল
ভাঙা মেঘে রাঙা চাঁদ,
নিভিল জ্যোছনা-আলো
ফুরা'ল সোহাগ সাধ।

আকুল পাপিয়া পাখী
বসিল বকুল-তলে,
কাঁদিল কুসুম-রাণী
নবীন নীহার-ছলে।
বাতাস হতাশ চিতে
দিগন্তে চলিল ব'য়ে,
বসুধা মলিনা যেন
তারি মলিনতা ল'য়ে।
সে তো কিছু বলিল না
ঝরিল না আঁখি তার,
(তবু) নীরবে জাগিল বিশ্বে
সে নীরব হাহাকার।
নীরবে ঢলিয়া পড়ে
পশ্চিম-অচলে রবি,
সারাটা জগত তবু
মাখে আঁধারের ছবি।

* * *

ওগো!
নীরবে সহিবে সে যে
অনন্ত যাতনা জ্বালা,
তার কথা কে শুনিবি—
সে শুধু বিষাদ ঢালা!

আসক্ত।

আমি যবে যাইব চলিয়া
কাছে সবে আসিয়া বসিও,
স্নেহ-সিক্ত স্নিগ্ধ কর দিয়া
মোর শির পরশ করিও।

একটুকু দিও ফুল্ল হাসি,
ক্ষমিও সকল অপরাধ ;
প্রফুল্লতা উঠে যেন ভাসি,
আমি নারি সহিতে বিষাদ।

যেখানে যাইতে হবে মম,
শুনাইও সেথাকার কথা,
কিবা সে কেমন মনোরম ?—
বলে দিও সকল বারতা।

হেথা যাহা রহিবে আমার,
তোমরা তা’ সযতনে রেখো ;
প্রিয় বস্তু যত, অভাগার,
চিরদিন প্রিয়ভাবে দেখো।

আকাশে ডুবিবে রাঙা রবি,
তার সাথে আমিও ডুবিব,
সবে মিলে গাহিও পূরবী,
শুনি আমি উৎসাহে ছুটিব।

সে দেশের ভাই বোন যারা,
মোরে দেখি আসিবে ছুটিয়া ?—
আমারে "আমার" ভেবে তারা,
রীতি নীতি দিবে শিখাইয়া ?

আমি যাহা বড় ভালবাসি,
তারা আনি দিবে সে সকল ?—
দিন রাত থেকে পাশাপাশি,
সাধিবে কি আমারি মঙ্গল ?

কিন্তু,

তোমাদের স্নেহমাখা কাছে,
তারা বুঝি দিবে না আসিতে ?—
তবে সেথা কিবা সুখ আছে,
কেন আমি চাহিব যাইতে ?
জানি না কোথায় "স্বর্গ" আছে ?
মোর স্বর্গ তোমাদেরি কাছে !

প্রভাত-চন্দ্রমা।

১

এ কি শশধর !
পূর্ণিমা গিয়াছে কালি,
বিমল জ্যোছনা ঢালি
দেখায়েছ তব ছটা কিবা মনোহর !

আম্মরি! সে অপরূপ
পবিত্রতা-প্রতিরূপ!
ভেসেছিল সেই স্রোতে বিশ্ব চরাচর!
এ তুমি কি সেই তুমি, সেই শশধর?

২

এ কি শশধর!
সে প্রবাহ হীরা গ'লা,
যায় কি তা' মুখে বলা?
অনন্ত রূপের ছটা অমিয়-সাগর;
সারা বিশ্ব মাতোয়ারা,
নিভ' নিভ' কোটি তারা,
হয়েছিল আলোমাখা বসুধা, অম্বর,
এ তুমি কি সেই তুমি, সেই শশধর?

৩

এ কি শশধর!
যার আলো মনোহর
শিরে ল'য়ে তরুবর
সাজিল "আনন্দ-স্তম্ভ" অবনী-উপর;
যাহার জ্যোছনা দেখে
তমালে লুকায়ে থেকে
সে পিক পাপিয়া কত গাহিল সুস্বর!
এ তুমি কি সেই তুমি, সেই শশধর?

৪

এ কি শশধর !
কুমুদ ঘোমটা খুলি
দেখিল আনন তুলি,—
খসিয়া পড়িছে শশী সরসী-ভিতর !
কালো জলে রাঙ্গা শোভা
জগতের মনোলোভা,
তরঙ্গে তরঙ্গে ছোটে শত সুধাকর !
এ তুমি কি সেই তুমি, সেই শশধর ?

৫

এ কি শশধর !
চকোর আনন্দে মরি !
নিশা জাগরণ করি
যাহার মহিমা-গানে তৃষিত অন্তর ;
পিপাসী জলদ হায় !
যাহারে ধরিতে যায়,
বিজলীর চেয়ে ভাবে যাহারে সুন্দর,
এ তুমি কি সেই তুমি, সেই শশধর ?

৬

এ কি শশধর !
ফুল-রাণী সুধামুখী
কত সুখে হয়ে সুখী
দিয়েছিল "উপহার" গোলাপী আতর !

ওই অমিয়ার লাগি
সারা নিশা ছিল জাগি,
জাগায়ে নন্দন বন ধরণী-উপর !
এ তুমি কি সেই তুমি, সেই শশধর ?

৭

এ কি শশধর !
কালি যার শোভা দেখে
মায়ের আঁচল থেকে
ঝাঁপায়ে পড়েছে শিশু বলে "ধর ! ধর !"
মা পেতে স্নেহের ফাঁদ
ধরিতে যে রাঙা চাঁদ
যাদুর কপালে "চিক্" দেছে তুলি কর,
এ তুমি কি সেই তুমি, সেই শশধর ?

৮

এ কি শশধর !
মুক্ত বাতায়ন দিয়া
ও মাধুরী নিরখিয়া
ভেসেছে দম্পতী-বুকে সুখ-সরোবর !
দুজনে দুজন-মুখে
যাহারে আরোপি সুখে
করিয়াছে প্রাণ ভরি কতই আদর !
এ তুমি কি সেই তুমি, সেই শশধর ?

৯

এ কি শশধর !
যারে করি দরশন
ভাবুক ভকত মন
ছুটাইয়া ছিল কত ভাবের লহর !
চাহিয়া যাহার পানে
উল্লাস-অধীর প্রাণে
খুঁজেছিল—কোনখানে সেই কারিগর,
এ তুমি কি সেই তুমি, সেই শশধর ?

১০

এ কি শশধর !
যাহার জ্যোছনা-বন্যা
করেছিল ধরা ধন্যা,
ভাসাইল মাতাইল বিশ্ব চরাচর ;
যে যশস্বী সত্য সত্য
করিল একাধিপত্য,
নীলাম্বর-রাজাসনে হ'য়ে রাজেশ্বর,
এ তুমি কি সেই তুমি—সেই শশধর ?

১১

এ কি শশধর !
কই সে রূপের ছটা
ভুবনমোহন ঘটা !
কই তুমি জগতের নেত্র-তৃপ্তি-কর ?

শীর্ণ ম্লান বর দেহ,
তাই নাহি দেখে কেহ,
অত আদরের ধনে এত অনাদর!
নিশা মাত্র ব্যবধান—হায়! শশধর!

১২

হায়! শশধর!
নিরখিয়ে চাঁদমুখ
পরাণে ধরে না সুখ,
সাধ হয় দেখি ব'সে হইয়া অমর,
তার এই দশা হা রে!
কে কবে সহিতে পারে?
স্মরণে নয়নে বহে অশ্রু দর দর!
ভূপতি ভিখারি-সাজে
দাঁড়ায়ে পথের মাঝে,
সাগর শুকায়ে হয় ক্ষুদ্র সরোবর,
সুকণ্ঠীর ভাঙা গলা,
ব্যাসদেবে মূর্খ বলা,
প্রভাতে মাধুরীহীন দীন শশধর,
সহিবারে পারে কে সে পাষাণ পামর?

১৩

হায়! শশধর!
যদি এ "ভবের মেলা"
দু'দিনের ছেলেখেলা,
অনাথ কাঙাল যদি দিল্লীর ঈশ্বর!

বসন্ত দু'মাসে যায়,
গ্রীষ্ম আসে পুনরায়,
বার্দ্ধক্য গরাসে যদি যুবা-কলেবর,
যদি সে শিশুর শরে
মণিপুরে পার্থ মরে,
যবনের করে পোড়ে চিতোর নগর,
চাঁদেরো প্রভাত যদি
আসিতেছে নিরবধি
বিনাশিতে পূর্ণিমার শোভা মনোহর!
তবে কেন বহি স্বার্থ
(মোরা মূর্খ অপদার্থ)
মিছা এ হাটের মাঝে ঘুরি নিরন্তর?
ধন মান সবি হায়!
পলকে ফুরায়ে যায়,
কেন অহঙ্কার তবে মাটির ভিতর?
তুমি তো চলিলে, চাঁদ!
কোরে যাও আশীর্ব্বাদ,
তব স্মৃতি আমাদের হউক অমর!
আর, ছয় রিপু-গোলে
মন যেন নাহি ভোলে,
আর যেন নাহি ভুলি—"সকলি নশ্বর"
আর যেন নাহি ভুলি—প্রাতঃ-শশধর।

পুরস্কার।

১

উপরে অনন্ত নীলাকাশ,
ভূতলে অনন্ত পারাবার,
তার মাঝে নীল জল ছুটিতেছে অবিরল,
নরের আশার সম
সীমা নাই তার !

২

তীরে তরু-পত্র-রাজি-তলে
জাগে মোর নীরব কুটীর,
প্রাঙ্গণে সে সন্ধ্যাবেলা মৃগশিশু করে খেলা
চঞ্চল চরণ, চারু—
চিত্রিত শরীর !

৩

তেয়াগিয়া মানব-ভবন
নিরজনে সাধি এ সন্ন্যাস,
অশান্তিরে রাখি দূরে আসিয়াছি শান্তি-পুরে,
এবে সদা কাণে শুনি
কালের সম্ভাষ !

৪

মানবের পরিচিত মুখ,
স্বার্থ-স্নেহ-জড়িত হৃদয়,

ক্রমে তা' যেতেছি ভুলে, এবে পশুপাখীকুলে
ভালবাসি, এ প্রীতির
নাহি বিনিময়!

৫

তবে
একাকী মা প্রকৃতির লীলা
দেখিতে কাহার ভাল লাগে?
তাই স্মরি লোকালয়! কিন্তু সে যে বিষময়!
মুক্ত পাখী, ছিছি! কভু
বন্দী-দশা মাগে?

৬

এক দিন ভাসিলে চন্দ্রমা
সাগরের সোণার উরসে,
হাসিল আকাশ ধরা!——সহসা দিগন্ত-ভরা—
কোথা হ'তে গীতি-সুধা
কাণে আসি পশে!

৭

দেববীণা—পরীর সঙ্গীত!
শুনি হিয়া উঠিল শিহরি;
দেখিনু বিটপি-মূলে, অদূর জলধিকূলে,
ছুটায় বালিকা এক
পীয়ূষলহরী!

৮

বিস্ময়ে আনন্দে হিয়া মম
পূরিল—নিরখি তার মুখ ;
ধীরে ধীরে পা' টিপিয়া দাঁড়াইনু কাছে গিয়া,
পাছে তার গান ভাঙ্গে,
ভয়ে কাঁপে বুক !

৯

উছলে বিশ্বাস সরলতা
সে নয়ন-নীলপদ্ম দিয়া,
উন্নত আননে মেয়ে শূন্য পানে আছে চেয়ে,
বিশ্বের সৌন্দর্য্য যেন
রয়েছে জমিয়া !

১০

যতক্ষণ গাহিল বালিকা,
রুদ্ধ শ্বাসে রহিনু কেবল,
প্রতি তানে প্রতি লয়ে প্রাণে যায় স্রোত ব'য়ে,
ধমনীর উষ্ণ রক্ত
হ'য়ে গেল জল !

১১

যখন ভাঙিল তার গান,
ভুলে আমি আপনা তখন
দু'হাতে সে মুখ ধরি দেখিনু রে মরি ! মরি !
সোণার ললাটে দিনু
একটী চুম্বন !

১২

সুধিলাম "কে গো তুই বাছা!
কোন্ মা'র সরবস্ব ধন?"
"মা বাপ ভগিনী ভাই কেহই আমার নাই,
সংসারে আমার নাই আপনার জন!"
উত্তরিল কচি মুখে
সজল নয়ন!

১৩

এ সংসারে তোর কেহ নাই?
সংসার কি এতই নিঠুর?
আছে বটে বজ্র তথা, হিংসা দ্বেষ কপটতা,
তোরেও বাসে না ভাল,
এত কি সে ক্রূর?

১৪

তোর কেহ নাহি যদি হায়!
তবে আমি কেন বেঁচে র'ব?
আয়! হৃদি পসারিয়া রাখি তোরে লুকাইয়া,
কেউ তোর নয় যদি
আমি তোরি হ'ব!

১৫

"সন্ন্যাস" থাকুক সিন্ধুজলে,
চল্ আমি হইব সংসারী,
তোরে বাছা! বুকে নিলে তপস্যার ফল মিলে
মূর্ত্তিমতী মুক্তি, আহা!
তুই মা! আমারি।

১৬

তোরি তরে আনন্দে ফিরিব
—পরিত্যক্ত মানব-দুয়ার ;
জীবনের সন্ধ্যাক্ষণে, দেখি যদি চন্দ্রাননে
ভাসিছে সুধার হাসি
স্নেহপ্রতিমার,
সে যে শত স্বর্গসুখ ! ভাবিতে উথলে বুক,
অভিশপ্ত জীবনে সে
দৈব-পুরস্কার !!

ত্রিকালে।

"তস্যাহং ন প্রণশ্যামি স চ মে ন প্রণশ্যতি"
গীতা।

১

কোথা, কোন্ যুগে প্রভো ! পড়ে না মনে—
কবে প্রেমময় বিধি
গড়ি এ যুগল হৃদি
বেঁধে দিলা এক সাথে অমর বাঁধনে ?
কত শত বর্ষ হ'তে
দুজনে সৃষ্টির পথে
চলেছি লইয়া এই অনন্ত জীবন,
কে জানে কোথায় কবে প্রথম মিলন !

আদিম জগতে, বিশ্ব শৈশব-পরাণ,
সুমধুর সাধ আশ,
সুপবিত্র ভালবাসা,
মলিনতা নীচতার নাহি ছিল স্থান ;
বীণায় প্রভাতী গীতি,
হৃদয়ে সরল প্রীতি,
উথলিত সরলতা শিশু-জগতের,
আমাদের এ "একতা" সেই সে কালের।

তদবধি আজি এ যে কত যুগ যায়,
কত জন্ম কত বেশে
ফিরিতেছি কত দেশে,
কত দুখ সুখ, কত আশা নিরাশায় !
শ্রীচরণে কতবার
দিয়েছিনু "উপহার"
"কনক কুসুমাঞ্জলি" মাথি অশ্রুজলে,
যা' কিছু—সর্ব্বস্ব ধন
করিয়াছি সমর্পণ,
কোন অজানিত দেশে, দেব-দারু-তলে ;
কতবার তোমা-হারা
কাঁদিয়া হয়েছি সারা,
কতবার পেয়ে সুখে হয়েছি আকুল !
আঁধার অতীত কাল—যেন ভুল ভুল !

২

আজি এই বর্ত্তমান, কাল-গণনায়,
পেয়ে ও "স্বর্গীয়" স্নেহ
রয়েছে এ শূন্য দেহ,
বেঁচে আছে দগ্ধ প্রাণ তব স্নিগ্ধ ছায় ;
বাহিরে ভিতরে যত,
তোমাময় অবিরত,
প্রেমের ঈশ্বর-করে ব্রহ্মাণ্ড গঠিত,
আমার জগত তাই তোমাতে জড়িত।

ভুবন ভরিয়া তুমি নিখিল ভুবনে,
উজলি এ মর্ত্তাভূমি
উষার আকাশে তুমি
ঢালিছ কনক-জ্যোতি এ যুগ নয়নে!
সেই তুমি পুনরায়
সন্ধ্যার শশাঙ্ক-গা'য়,
অমৃত জ্যোছনা মাখি ধরণী হাসাও,
ত্রিদিব-সমীর ঢেলে জগত যুড়াও!

বরষার নীলিমায় বসন্ত-উচ্ছ্বাসে,
তোমারি মাধুরীরাশি
আসে সদা ভাসি ভাসি,
বিহগের কলকণ্ঠে, ফুলের নিশ্বাসে ;

যোগীশের ব্রহ্ম-ধ্যানে,
সুকবির প্রেম-গানে,
তব ছটা সবখানে দেখিবারে পাই,
কি মহান্ বিশ্বোদর,
কি পবিত্র প্রীতিকর,
তোমা বিনা এ জগতে কিছু দেখি নাই!
ও পারে রয়েছ তুমি,
এ পারে রয়েছি আমি,
মাঝখানে মরণের সিন্ধু ভয়ঙ্কর,
বসি তার উপকূলে
মানস-নয়ন খুলে
দেখি আমি দেব-ছটা তরঙ্গ-উপর;
এ কায় ডুবিবে যবে,
তখন কেমন হবে?
কেমনে এ মহাব্রত হবে সমাধান?
কি হইবে পর পারে, কেমন নির্ব্বাণ?

৩

সে দিন—সে ভাবী দিনে বিমুক্ত পরাণে,
ছাড়ি পরিচিত ধরা
অনন্তে ছুটিব ত্বরা,
পশিব আকাশ-মাঝে তারা-সন্নিধানে;
এক পাশে অধোমুখে
শ্রান্ত ম্রিয়মাণ বুকে
অজানা অচেনা আমি রব দাঁড়াইয়া,

তখন প্রসন্ন মুখে
স্নেহ-মাখা পূর্ণ সুখে
তুমিই ধরিয়া কর, লইবে ডাকিয়া ;
নিরখিয়া ও আনন
উল্লাসে অধীর মন !
অনুরক্ত ভক্ত পাবে ইষ্ট দেবতায়,
সে তৃপ্তি কি যায় বলা,
মন-গ'লা, প্রাণ-গ'লা,
অনন্ত পিপাসারাশি আনন্দে মিটায় !

* * *

পাইয়া সে দেব-প্রাণ
মানবত্ব অবসান,
উঠিবে এ ক্ষুদ্র হৃদি দেবত্বে ভরিয়া;
আমাদের খেলাঘরে
খেলিবে যে নারী নরে,
আমরা দেখিব তাই আকাশে বসিয়া !
সংসারে কতই আশা,
কত স্বার্থ, ভালবাসা,
কি মোহ কি মাদকতা দুদিনের প্রাণে,
আধজড় নরজাতি
রহে কি কুহকে মাতি,
করিব সমালোচনা, বসি সেই খানে।

অণু হ'তে বৃহত্তর
বিশ্বব্যাপী চরাচর
চিনিয়া দেখিয়া মোরা ভাসিব উল্লাসে,
দুজনে হইয়া তারা জাগিব আকাশে !

যাই যদি দেবদেশে—নন্দনকাননে,
ফুটিলে মন্দার-কলি,
দেখিব আনন্দে গ'লি,
উছলিত মন্দাকিনী হেরিব নয়নে ;
সে দেশ আনন্দধাম,
জানে না পাপের নাম,
নাহি শোক, নাহি রোগ, নাহি হাহাকার,
জীবন মৃত্যুর দাস,
মিলনে বিরহ-ত্রাস
নাহি তথা, আরো নাহি নিঠুর ব্যভার!
ফুরালে মনের কথা,
যামিনী পোহায় তথা,
দেখিলে মনের সাধে, রবি অস্ত যায়,
প্রেমের প্রবাহ তা'য়
অনন্তে বহিয়া যায়,
প্রেমিকের হৃদি ল'য়ে অতলে ডুবায় !
সেথানে প্রমোদ-বনে
গাহিছে কিন্নরগণে,
শুনিব পুলকে সেই স্বরগ-সঙ্গীত,

ও দিকে ভ'রিবে পরী
ইয়োলীয় বীণা * মরি !
ভূতলে গাহিবে কবি পূরবী, ললিত ;
স্বর্গ মর্ত্ত্য শূন্য দিয়া
য'বে সুধা উছলিয়া,
পি'ব সে অমিয় মোরা, যুগ হিয়া ভরি !
কত দূরে সেই দিন—হরি ! হরি ! হরি !

শেষে

বিশ্বের রহস্য ভেদি দেখিব যখন,
আমরা শিখিব যাহা,
জগতে শিখেনি তাহা,
ব্যাস কি শঙ্করাচার্য্য—মিল্, নিউটন !
গ্রহ উপগ্রহ যারা,
বুকে কি রেখেছে তারা,
কি হেতু এ অবনীর সঙ্কোচ বিকাস,
সৃষ্টির প্রত্যেক রেখা
কি গূঢ় অক্ষরে লেখা,
পড়িব সে ব্রহ্মাণ্ডের মহা ইতিহাস !
হেরিব "নিয়তি-চক্র"
নিয়ত বন্ধুর বক্র,
মানবের ভাগ্য-লিপি জীবনের গতি,

---

* 'ইয়োলীয় বীণা'—গ্রীক্ কবিদিগের মতে সর্ব্বোৎকৃষ্ট বাদ্য।

শিখি সব তত্ত্ব-মূল
ভাঙিয়া সকল ভুল
লভিব সে লোভনীয় "অনন্ত উন্নতি"—
ক্রমে আত্মা হ'য়ে লয়
হবে পরমাত্মময় !—
বহিছে নিখিল বিশ্ব যাঁর প্রেমভরে,
আমরা মিশিয়া যাব সে প্রেমসাগরে !

না হয়—
অবাধে মনের সাধে হইবে মরণ,
দুই দেহ-পরমাণু
হইয়া শ্মশান-রেণু
নীরব নিদ্রায় র'বে শান্তিনিকেতন ;
উচ্ছ্বসিত ঢেউগুলি
আমার চিতার ধূলি
ধীরে ধীরে ধূয়ে ধূয়ে ল'য়ে যাবে ব'য়ে,
সে অক্ষয় অণুরাশি
তোমাতে মিশিবে ভাসি—
প্রকৃতি শিখায়ে দিবে কাণে কাণে ক'য়ে ;
তটিনী প্রাণের টানে
চলি যায় সিন্ধু-পানে,
চুম্বক অয়স-আশে দিগন্তরে যায়,
মম দেহ-ভস্ম-ধূলি,
জীবনের কণাগুলি
ধাইবে মিলন-লোভে দেবতা যথায় !

দুই অঙ্গ এক হবে,
পরাণে পরাণ রবে,
ঘুমা'ব অনন্ত ঘুম আনন্দ-বিভলে,
চুমিয়া চুমিয়া বেলা
লহরী করিবে খেলা,
সে ভূতি ডুবিবে তাহে স্রোতস্বতী-জলে ;
সেই সত্তা রবি-করে,
যাবে কভু মেঘ-স্তরে,
আবার সুখের ভরে পড়িবে গলিয়া,
রক্তবিন্দু—আজিকার
হ'য়ে নব প্রেমাধার,
নীরবে জীবন দিবে জীবনে ঢালিয়া!
এক লক্ষ্য, এক আশা,
একীভূত ভালবাসা,
তুমি নও, আমি নই—দুয়ে একজন!—
মিশি সে যুগল প্রাণ
গা'বে যে নীরব গান,
যে বুঝিবে তার আর হবে না মরণ!
সৃজন পালন লয়
যদি বা "জীবন্ত" নয়,
মাটিতে মিশা'ক মাটি, জীবন জীবনে,
"দুদিনের" যদি সব,
এখনি ফুরা'ক্ সব,
অনন্ত মিলনে মিলি মরিব দুজনে!

জীবন, মরণ, পাই,
যা' ঘটে তাহাই চাই,
দেবতা প্রণয় মম, অমর অক্ষয়!
মরণেরে, হরি! হরি! নাহি করি ভয়।

উদাস হৃদয়।

১

সে যে উদাস হৃদয়—
নাহি তা'য় সাধ আশা,
চায় না সে ভালবাসা,
কল্পনা গড়ে না তার সুখের আলয়;
সে যে পান্থ উদাসীন,
জীবন-বন্ধন-হীন,
কক্ষভ্রষ্ট গ্রহ সদা নির্ম্মুক্ত নির্ভয়!
সে যে এক অভাগার উদাস হৃদয়!

২

সে যে উদাস হৃদয়—
সে যে হায়! প্রতিশ্বাসে
ভাঙিয়া চুরিয়া আসে,
কলিজা পরাণ তার শত ছিন্ন হয়,
স'য়েছে সে কত ব্যথা,
কাজ কি সে সব কথা,

জ্বালায়ে জ্বলন্ত বহ্নি কিবা ফলোদয় ?
চুপে চুপে ছাই হোক, উদাস হৃদয়।

৩

সে যে উদাস হৃদয়—
তার নিশা তার দিন
চাঁদিমা-তপন-হীন,
শরত বসন্ত তার অন্ধকারময় ;
সংসার তাহারি জন্য
বিশাল বালুকারণ্য,
একটুকু ছায়া নাই মাথা দিয়ে রয়,
অনন্ত-অশান্তি-ভরা উদাস হৃদয়!

৪

সে যে উদাস হৃদয়—
সদা তার শুষ্ক ধরা,
মহা-হাহাকার-ভরা,
তাহে জ্বলে উল্কাপিণ্ড কালানলময় ;
ঘোর অমঙ্গল সাধা,
বিশ্বের বিপদ বাধা
স্তূপীকৃত একাধারে—ভয়ানক ভয়!
বিষম বিষের রাশি উদাস হৃদয়!

৫

সে যে উদাস হৃদয়—
সে মহাশ্মশান-মাঝে
কত লক্ষ চিতা সাজে,
সেখানে নরের সবি ভস্মীভূত হয়!

ভস্ম করি বর দেহ,
ভস্ম করি প্রীতি স্নেহ,
নিঠুর অনল সেথা আরো গরজয়!
যাতনার বোঝা শুধু উদাস হৃদয়!

৬

সে যে উদাস হৃদয়—
একটী বাজের ঘা'য়
পৃথিবী পুড়িয়া যায়,
সেথা শত বজ্র মিলি অগ্নি উগারয়!—
যে বক্ষ সে বহ্নি-ভরা,
সে জীবন্ত কিম্বা মরা
বুঝে দেখ! কিবা তার দিব পরিচয়?—
সে যে বড় জ্বালাময় উদাস হৃদয়!

৭

সে যে উদাস হৃদয়—
সে যে বড় সেধে সেধে
গিয়েছিল কেঁদে কেঁদে,
আপনা বিলায়ে দিতে সারা বিশ্বময়;
করি ঘোর প্রত্যাখ্যান
কেহ না লইল দান,
এ দারুণ অপমান কার কবে স'য়?—
সে তো এক মানবের তরল হৃদয়!

৮

সে যে উদাস হৃদয়—
আরো—তার শিরোপরে
দিল সবে মুক্ত করে
উপেক্ষা, অবজ্ঞা, ঘৃণা, বিদ্রূপনিচয়,
মর্ম্মভেদী অশ্রুধারা
দেখিল না কেহ তারা,
পেষিয়া দলিয়া দিল হেরি নিরাশ্রয়!—
শিশুর খেলানা হায়! পরের হৃদয়!

৯

সে যে উদাস হৃদয়—
প্রাণের অসহ্য তাপে
ভূমিকম্পে ধরা কাঁপে,
জলধি উথলে, গিরি কম্পমান হয়,
তবে সে অসহ্য জ্বালা
যাহার মরমে ঢালা,
সাধে কি হয়েছে তার এ মহাপ্রলয়—
সে তো নর মানবের চঞ্চল হৃদয়?

১০

সে যে উদাস হৃদয়—
জগতের দয়া, ধর্ম্ম,
উদারতা, পুণ্য, কর্ম্ম,
এসব একটুখানি তারি তরে নয়!—

তারি তরে মিলিল না
স্নেহ-অশ্রু এক কণা,
অথচ সভার মাঝে গঙ্গা পদ্মা ব'য়!
শুকিয়া—পুড়িয়া গেল উদাস হৃদয়!

১১

সে যে উদাস হৃদয়—
সাধ আশা তৃষা যত,
সকলি হয়েছে হত,
নাহি আর তার মনে "জয় পরাজয়,"
সে যে আজি উদাসীন,
আসক্তি-দাসত্ব-হীন,
নিশ্চিন্ত নিষ্কাম সদা নিরাশ নির্ভয়,
দুর্ভাগ্যে সৌভাগ্য বটে উদাস হৃদয়!

১২

সে যে উদাস হৃদয়—
আঁধারে লুকায়ে র'বে,
আর নাহি কথা ক'বে,
নীরবে সে অণু রেণু হ'য়ে যাবে ক্ষয়;
পায়নি যে দয়া স্নেহ,
আর তা দিও না কেহ,
চাহে না সে প্রীতি যাহা নিঠুরতাময়;
পূর্ণ যাহে কপটতা,
চাহে না সে আত্মীয়তা,
চাহে না বিরক্তি সনে আত্ম-বিনিময়;

তোমাদের অবনীতে
আসেনি সে নিতে দিতে,
একেলা রহিবে সে যে, হ'লে সুসময়,
আরামে মরিয়া যাবে উদাস হৃদয়।

১৩

সে যে উদাস হৃদয়—
সে গেলে আপত্তি কার ?—
যাক্—যথা দেবতার
অনন্ত শান্তির রাজ্য চির-প্রেমময় ;
অনাথ কাঙালে হায়!
যেখানে দলে না পা'য়,
প্রীতি-পুণ্য-পবিত্রতা-ভরা সমুদয় ;
যেবা ডাকে "পরিত্রাহি!"
তারে বলে "ভয় নাহি!"
যে দেশের অধিবাসী—সুশীল সদয় ;
নাহি যথা এক কণা
বাক্য-বিশারদ-পণা,
সবি সরলতা-মাখা অমরতাময়,
সেই দেশে যা'ক্ চলি উদাস হৃদয়।

নব বর্ষ—নব জীবন।

১

কি হয়েছে, ভেঙে গেছে ভাঙা চোরা প্রাণ?
না হয় পড়েছে খুলি
শিথিল পাঁজরগুলি,
ছিঁড়েছে ধমনী শিরা, রক্ত বহমান!
কি হয়েছে, ভেঙে গেছে ভাঙা চোরা প্রাণ?

২

ভাঙা প্রাণ ভেঙে গেছে, ক্ষতি কিবা তায়?
নিদাঘের ঝটিকায়
জীর্ণ তরু ভেঙে যায়,
শিথিল পাষাণ খসে অশনির ঘা'য়,
ভাঙা প্রাণ ভেঙে গেলে কিবা আসে যায়!

৩

ভাঙা প্রাণ ভেঙে গেছে, তাহে কি বেদনা?
কালের তরঙ্গে হায়!
পুরাতন ভেসে যায়,
নূতন আইসে দিতে নূতন চেতনা,
গেছে গেছে ভাঙা প্রাণ, তাহে কি বেদনা?

৪

ভাঙা প্রাণ গেছে, সেটা বেশী কথা কিবা?
ধরি পুরাতন মূলে
নূতন আপনা খুলে,
রবির নিভন্ত আলো চাঁদিমার বিভা!

বরষার শ্যামাকাশে
শারদ জোছনা ভাসে,
নিশার স্নিগ্ধতা বুকে পোষে তপ্ত দিবা,
পুরাতন গেছে তার বেশি কথা কিবা?

৫

ভাঙা প্রাণ ভেঙে গেছে—গেছে গেছে যাক্,
পিছনে আছে যে তার
নবীন জীবন আর,
বিধাতা করুন, সদা তাই বেঁচে থাক্!—
তাহে পাব নব তনু,
রক্তবীজ—রক্ত-অণু!
পুরুভুজ-ভুজ-সম ক্ষয়ে বৃদ্ধি পা'ক!—
ভাঙা প্রাণ ভেঙে গেছে, গেছে গেছে যা'ক্।

৬

ভাঙা প্রাণ ভেঙে গেছে, দূর হোক্ ছাই,
ঠেলে ফেলে ভাঙা চোরা
আয়! ফিরে ডাকি মোরা—
সে নবজীবন—যাহে অমরতা পাই;
বসি গে' নন্দনবনে
আনন্দের সমীরণে,
মরতের শোক রোগ পায়ে দ'লে যাই;
কে বলে আমরা পশু,
বিশ্বজননীর শিশু!—

দেবত্বেও সাধ হ'লে মা'র কাছে পাই,
আমাদের "অপ্রাপ্য" সে ত্রিভুবনে নাই।

৭

পুরাণো চলিয়া গেল সে যে বড় সুখ,
সাথে সাথে গেল তার
পুরাণো পাপের ভার—
সে জড়তা দুর্ব্বলতা অশান্তি অসুখ;
এবে—চির-মনোরম
বাসন্ত-পাদপ-সম,
নবীন জীবন এসে পূরাইবে বুক;
প্রীতির বাঁধন দিয়ে
সারা বিশ্ব জড়াইয়ে
দেখাবে—আনন্দমাখা সবাকার মুখ!—
পুরাতন চলে গেছে সে যে বড় সুখ!

৮

কি হয়েছে, চলে গেছে পুরাতন প্রাণ,
শুষ্ক পত্র ঝরি যায়,
পুন নব শোভা পায়,
বসন্ত আইসে, হ'লে শীত অবসান;
পিতা পিতামহ মরে,
পুত্র পৌত্র বাস করে,
নূতনে রাখিয়া করে পুরাণো প্রস্থান!

পুরাতন হ'ল দূর,
ছাড়ি এবে স্বর্গপুর
হে নব জীবন! এস করি প্রাতঃস্নান!
সুপবিত্র সদানন্দ,
বরাঙ্গে মন্দার-গন্ধ,
বুকে ভরা ভাগবত, মুখে বেদ গান!
এস নিয়ে পুণ্য প্রীতি—
আত্মপ্রসাদের স্মৃতি,
এ দেহ-মঙ্গল-ঘটে হও অধিষ্ঠান!
দূর হোক্ মনস্তাপ,
যা'ক্ পুরাতন পাপ,
নবীন আরাম কর হৃদয়ে প্রদান,
দেবের আশীষ নিয়ে, এস নব প্রাণ!

সম্পূর্ণ।

কাব্যকুসুমাঞ্জলি বিষয়ে মাননীয় মহাত্মা-দিগের অভিপ্রায়।

পূজনীয় ৺বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রায় বাহাদুর, C. I. E. মহোদয়ের পত্র।

পণ্ডিতবর শ্রীতারাকুমার কবিরত্ন আশীর্ব্বাদভাজনেষু।

প্রিয়বরেষু

কাব্যকুসুমাঞ্জলির কয়েকটী কবিতা পড়িলাম। কয়টীই বড় সুমধুর। এখনকার বাঙ্গলা কবিতার ভাষা কিছু বিকৃত রকম হইয়াছে; ইংরেজি যে না জানে, সে বোধ হয় সকল সময়ে বুঝিতে পারে না। এই কবিতাগুলিতে সে দোষ নাই। বাঙ্গলা-টুকু খাঁটি বাঙ্গলা। উক্তিও আন্তরিক। কবিতাগুলি সরল, সুমধুর ও সুপাঠ্য। গ্রন্থকর্ত্রীকে সর্ব্বান্তঃকরণের সহিত আশীর্ব্বাদ করিলাম।

১৩ই মাঘ। ১৩০০ সাল। শ্রীবঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

কবিবর শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহোদয়ের পত্র।

ভাই তারাকুমার,

তুমি আমাকে 'প্রিয়প্রসঙ্গ'-রচয়িত্রীর "কাব্যকুসুমাঞ্জলি" পুস্তকখানি পাঠ করিতে দিয়া যথার্থই সুখী করিয়াছ। পুস্তক-খানি পড়িয়া আমি চমৎকৃত হইয়াছি। যে খানেই খুলি, সেই খানেই মন আকৃষ্ট হয়। সকল কবিতাগুলিই বিশদ, উদার, গভীর ও মধুর ভাবে পরিপূর্ণ। কবিতাপ্রিয় ব্যক্তিমাত্রেই যিনি ইহা পাঠ করিবেন, তিনিই গ্রন্থকর্ত্রীর ক্ষমতা এবং প্রভাব অনুভব করিতে পারিবেন, এবং তাঁহার প্রতিভার ছটায় মোহিত এবং পুলকিত না হইয়া থাকিতে পারিবেন না। আমি আশীর্ব্বাদ করি

যে, গ্রন্থকর্ত্রী ভগবানের কৃপায় দীর্ঘজীবিনী হইয়া বঙ্গভাষাকে উজ্জ্বল এবং বঙ্গসাহিত্যকে অলঙ্কৃত করিয়া চিরযশস্বিনী হউন।

২০এ জানুয়ারি। ৯৪। শ্রীহেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

হাইকোর্টের জজ পূজনীয় শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহোদয়ের পত্র।

নমস্কারপূর্ব্বকনিবেদনমিদং —

আপনার প্রকাশিত, শ্রীমানকুমারী-প্রণীত 'কাব্যকুসুমাঞ্জলি' নামক গ্রন্থখানির কিয়দংশ পাঠ করিয়াছি ও পাঠ করিয়া অতিশয় প্রীত হইয়াছি। ইহার কবিতা এতই সরল ও সুন্দর ও সুগভীর পবিত্র-ভাব-পূর্ণ, যে তাহা আপনার ন্যায় সাধু ও সহৃদয় ব্যক্তির নিকট যে এতাদৃশ প্রশংসা লাভ করিবে ইহা কিছুমাত্র বিচিত্র নহে। এই রচনাগুলি দেখিয়া স্ত্রীশিক্ষার যে সুফল ফলিয়াছে ইহা সাহস করিয়া বলা যাইতে পারে। এই সুন্দর গ্রন্থখানি যথাযোগ্য সুন্দর আকারে প্রকাশ করিয়া আপনি সাহিত্যসমাজের যথার্থই উপকার করিয়াছেন। কিমধিকমিতি।

১০ই অক্টোবর। ৯৩। শ্রীগুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

কবিবর শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র সেন মহোদয় গ্রন্থকর্ত্রীকে লিখিয়াছেন।

ভদ্রে!

* * * আপনি সেই অমর কবি (মাইকেল) মধুসূদন দত্তের স্বয়ং কবিতামৃতময়ী ভ্রাতুষ্পুত্রী। আপনার কবিতার ও কবিত্ব-শক্তির কথা আমি আর নূতন করিয়া কি লিখিব? পণ্ডিত ও কবিপ্রবর তারাকুমার আমার একজন ভক্তিভাজন শৈশব-বন্ধু।

তাঁহার মত আমি সম্পূর্ণ অনুমোদন করি। আপনার সুললিত কবিতার অক্ষরে অক্ষরে আপনার সরল রমণী-হৃদয়ের কবিতামৃত প্রবাহিত, অক্ষরে অক্ষরে কল্পনার উচ্ছ্বাস, অক্ষরে অক্ষরে ভাবুকতার তরঙ্গ। নারায়ণ আপনাকে দীর্ঘজীবিনী করিয়া আপনার মত রমণীরত্নের দ্বারায় বঙ্গদেশ ও বঙ্গভাষা সমুজ্জ্বল করুন।

শ্রীনবীনচন্দ্র সেন।

২৯এ অক্টোবর। ৯৩।

বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টের ট্রান্স্লেটার, চন্দ্রনাথ বসু
এম্, এ, বি, এল্, মহোদয়ের পত্র।

তারা!

শ্রীমতী মানকুমারী দাসীর অনেকগুলি কবিতা পড়িয়াছি। কবিতাগুলি বুঝিতে পারিয়াছি, চিনিতে পারিয়াছি, অর্থাৎ কি জন্য কোথা হইতে আসিয়াছে তাহা জানিতে পারিয়াছি। এবং জানিতে পারিয়াছি বলিয়া বড়ই তৃপ্তিলাভ করিয়াছি। অনেক দিনের পর একটী খাঁটি মন, একটী ঋজু হৃদয়, একটী সত্বগুণের প্রতিমূর্ত্তি দেখিলাম। এখনকার বাঙ্গলা কবিতা প্রায়ই চিনিতে পারি না, সে জন্য আমি বড়ই কাতর। তাই মানকুমারীর কবিতা পড়িয়া আমার এত উল্লাস হইয়াছে। মনে হইয়াছে আমাদের মত স্থূল প্রাণীকে নিষ্কাম বিশ্বজনীন ধর্ম্মে অনুপ্রাণিত করিতে পারে এমন প্রাণীও দেশে এখনও আছে। শ্রীমতী মানকুমারীর পক্ষে ইহা গৌরবের কথা না হইলেও আমাদের পক্ষে ইহা বড়ই আহ্লাদের কথা। * * *

তোমার
চন্দ্র

৬ই চৈত্র।
১৩০০ সাল।

মাননীয় শ্রীযুক্ত রাজনারায়ণ বসু মহোদয়ের পত্র।

ওঁ

কবিকুলরত্ন শ্রীযুক্ত পণ্ডিত তারাকুমার কবিরত্ন মহোদয়েষু

বিপুল সম্মান ও প্রীতিপূর্ব্বক নিবেদন—

মহাশয়ের নিকট হইতে 'কাব্যকুসুমাঞ্জলি' একখণ্ড উপহার প্রাপ্ত হইয়া কি পর্য্যন্ত পুলকিত হইলাম তাহা বলিতে পারি না। গ্রন্থখানি সম্পূর্ণরূপে আমার অপরিচিত নহে। যখন উহার অন্তর্গত 'আমাদের দেশ'-শিরস্ক কবিতা প্রথম নব্যভারতে প্রকাশিত হয়, তখন আমি উহার নিম্নলিখিত কয়েকটী পঙ্‌ক্তি মুখস্থ করিয়াছিলাম,—

"সদা ভোগে কর্ম্মভোগ,
দেহে ভরা নানা রোগ,
বয়স না হ'তে কুড়ি আগে পাকে কেশ;
জাতিতে পুরুষ যারা,
লিখি পড়ি হাড়সারা,
ভাই ভাই দলাদলি সদা হিংসা দ্বেষ"।

পুনশ্চ—

"দিন কত ছুটোছুটি,
দিন কত ফুটোফুটি,
তার পর ফিরে আসে হ'য়ে আধ-মরা!
আমাদের দেশ শুধু বকাবকি-ভরা"।

কবি যেমন হাস্যরস উদ্রেক করিতে পটু, তদপেক্ষা করুণরসের উদ্রেক করিতে অধিক পটু। দেবতার প্রতি ভক্তিভাব, পিতা-

মাতার স্নেহ, প্রেমাস্পদ ও প্রেমাস্পদার আন্তরিক প্রেমভাব, দরিদ্রের দুঃখ জন্য বিষম আক্ষেপ, বালিকা বিধবার চিরবৈধব্য ও কৌলীন্য-প্রথা প্রচারের জন্য শোক প্রকাশ করিতে কবি যেমন সক্ষম, এমন অতি অল্প কবি বাঙ্গালা ভাষায় পাওয়া যায় বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না। 'মায়ের কুটীর'-শিরস্ক কবিতা হৃদয়-বিদারক। উহা পড়িবার সময় অশ্রুসম্বরণ করিতে পারিলাম না। ইচ্ছা হইল যে, আমার যে ক্ষুদ্র মাসিক আয় আছে, তাহা হইতে টাকায় পনের আনা তিন পয়সা দরিদ্রদিগের জন্য ব্যয় করিয়া এক পয়সা করিয়া নিজের জন্য রাখি, তাহাতেই যেমন হয় চালাই। যে কবি এমন ভাব ক্ষণেকের জন্য হৃদয়ে উদ্রেক করিতে পারেন, তিনি সামান্য কবি নহেন। "মলয়-বাতাস"-শিরস্ক কবিতা শঙ্করাচার্য্যের উক্তি স্মরণ করাইয়া দিল,—"বসন্তবৎ লোকহিতং চরন্তম্"—সাধু ব্যক্তি বসন্ত-বায়ুর ন্যায় লোকের হিতসাধন করিয়া বেড়ান। আমি নিশ্চয় জানি,—যে কবি শঙ্করাচার্য্যের গ্রন্থ পড়েন নাই, কিন্তু শঙ্করাচার্য্যোপযুক্ত ভাব যে কবি আনিতে পারেন, তিনি সামান্য কবি নহেন। উপরে যে কয়েকটী কবিতা উল্লিখিত হইল, তদ্ব্যতীত নিম্নলিখিত কবিতাগুলি অতি উৎকৃষ্ট বলিয়া উল্লেখযোগ্য ;—

(১) 'ঈশ্বর'। (২) 'শিবপূজা'। (৩) 'ভাঙিও না ভুল'। (৪) 'মা'। (৫) 'ভ্রমর'। (৬) 'নীরবে'। (৭) 'আসিব কি ফিরে ?' (৮) 'একা'। (৯) 'প্রিয়বালা'।

দূর হউক, সকল কবিতাই যে উল্লেখ করিতে হয় দেখি। নিরাশ হইয়া বাচুনি কার্য্য হইতে বিরত হইলাম। আপনি এই বিষয়ে গ্রন্থের ভূমিকায় যাহা লিখিয়াছেন তাহা সত্য। আমাদের

ছেলেবেলায় একটীও স্ত্রীকবি ছিলেননা। এক্ষণে দেশে অনেকগুলি উদিত হইয়াছেন, ইহা সৌভাগ্যের বিষয় বলিতে হইবে। ইতি।

পুনশ্চ—গ্রন্থকর্ত্রীকে অনুগ্রহপূর্ব্বক আমার স্নেহপূর্ণ আশীর্ব্বাদ দিবেন। আমি তাঁহার শারীরিক ও আধ্যাত্মিক মঙ্গল কামনা করি।

৭ই কার্ত্তিক।
ব্রাহ্ম সক ৬৪।

আপনার অনুগত ও প্রণয়বদ্ধ
শ্রীরাজনারায়ণ বসু।

ভট্টপল্লীনিবাসী গুরুকুলাগ্রগণ্য সুবিখ্যাত নৈয়ায়িক
পরমপূজ্যপাদ শ্রীল শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ বিদ্যারত্ন
মহোদয়ের অভিপ্রায়।

বৎসে! তোমার কাব্যকুসুমাঞ্জলি ও কনকাঞ্জলি পুস্তকের কবিতা পাঠ করিয়া আমার হৃদয় আনন্দে পূর্ণ হইয়াছে, যেমন অব্রুবাণ শিশু মাতৃস্তন্য পান করিতে করিতে আনন্দে পূর্ণ হয়, অথচ বাক্য দ্বারা সে আনন্দ প্রকাশ করিতে পারে না, তেমনি আমার আনন্দ বাক্য দ্বারা প্রকাশ করিতে পারিতেছি না। যে ভক্তি দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ প্রহ্লাদের বশীভূত হইয়াছিলেন, সেই ভক্তি তোমার হইয়াছে, আমি আশীর্ব্বাদ করি, তোমার ভক্তি অক্ষয়া ও অচলা হইয়া জীবলোকের উপদেশ ও নিস্তারস্বরূপ হউক। বৎসে! তুমি সুস্থা ও চিরজীবিনী হও।

১৩০৫ সাল।
১০ই চৈত্র।

শ্রীচন্দ্রনাথ দেবশর্ম্মণঃ।
ভট্টপল্লী।
